ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

অস্কারে এ বার সেরা কারা?
আনন্দ প্লাস

ক্যামেরা তাক করে সিংহের সামনে মোদী
কটাক্ষ বিরোধীদের ৬

চড়া শুল্ক থেকে রেহাই পেতে আমেরিকায় গয়াল
একাধিক বৈঠকের ইঙ্গিত বিদেশ

ভারতকে এগিয়ে রাখছেন সৌরভ
একান্ত সাক্ষাৎকার খেলা

epaper.anandabazar.com | কলকাতা ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ ৫.০০ টাকা | ১২ পাতা | XXCL

শিক্ষাকর্মীর বাড়িতে হামলাই হয়নি, বলছেন মা

‘হামলা’য় অভিযুক্ত আহতই, উঠছে প্রশ্ন

ঋজু বসু

ওয়েবকুপার প্রকাশ্য সভায় শিক্ষামন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষাকর্মী তথা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সভাপতি সেই বিনয় সিংহের আবাসনে হামলা এবং ভাঙচুরের অভিযোগও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক গোলমালের ঘটনার পরে উঠে এসেছে। শনিবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাঙ্গণে বিনয়ের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় আহত প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের নামই সবার আগে রয়েছে অভিযুক্ত হিসাবে। কিন্তু ঠিক কখন সেই হামলা ঘটল, তা নিয়েই বিভ্রান্তি রয়েছে।

সোমবার ওই হামলার বিষয়ে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অবশ্য বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ জানাননি। বিনয় বলেন, “আমি তো অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। ফিরে শুনি কেউ সন্ধ্যায় চড়াও হয়ে এসে হুমকি দিয়েছিল।” প্রশ্ন উঠছে, তা হলে ভাঙচুরের অভিযোগ কেন লেখা হল? সন্ধ্যার সেই হামলায় অভিযুক্ত হিসেবে প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজের নাম থাকা নিয়েও সংশ্লিষ্ট অনেকেই তাজ্জব। কারণ, বিকেলেই মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় ওই তরুণ ছাত্র আহত হয়েছেন বলে দেখা গিয়েছে। তিনি তখন যাদবপুরের কাছেই হাসপাতালে।

বিনয়ের তরফে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবশ্য জানাচ্ছে, বিনয়ের বাড়িতে ভাঙচুরের সময় বিকেল ৩টে। অভিযোগের তির ইন্দ্রানুজ-সহ কয়েক জন ছাত্রের দিকেই। শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গনে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির দফতরে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল ছাত্রদের বিরুদ্ধে। রাতে ওই দফতর পোড়ানোও হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বিনয়ের বাড়িতে চড়াও হওয়ার কথা তখন জানা যায়নি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগের পিছনে কয়েকটি গলিঘুঁজির পাশে বিনয়ের আবাসন। ওপেন এয়ার থিয়েটারে ব্রাত্য বসু যেখানে ওয়েবকুপার সভায় গিয়েছিলেন, তা বিনয়ের আবাসন থেকে অনেকটাই দূরে। প্রশ্ন উঠছে, বিকেল ৩টেয় সরগরম সভাস্থল ছেড়ে বিক্ষোভরত কোনও ছাত্র কেন অতটা দূরে বিনয়ের বাড়িতে হামলা চালাতে যাবে। বিনয়ের পরিবার তিন পুরুষ ধরে যাদবপুরের শিক্ষাকর্মী। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি যাদবপুরে কর্মরত। এ দিন বিকেলে বিনয়ের বাড়িতে গেলে তাঁর মা জানান, তাঁদের বাড়ি এসে কেউ হুমকি দেননি বা ভাঙচুর করেননি। কিছু পড়শি জানান, ওই তল্লাটে কিছু ঘটেনি।

যাদবপুরের প্রবীণ অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের দাবি, যাদবপুরের সদ্যহওয়া সমবায়ের ভোটে শিক্ষাবন্ধুরা ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। সেই রাগেই বামভাবাপন্ন ছাত্রেরা বিনয়ের বাড়িতে এবং ইউনিয়ন দফতরের হামলা চালান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে

এর পর পৃঃ ৫ ▶

কিছু প্রশ্ন, কিছু খটকা

- আক্রান্ত ছাত্র (ইন্দ্রানুজ) এবং আরএসএফ, ডিএসএফ, আইসার কয়েক জন নেতার নামেই কী করে যাবতীয় অভিযোগ?
- যাদবপুরের কোন শিক্ষিকার সঙ্গে অভব্য আচরণ ছাত্রদের ?
- সত্যিই কি মন্ত্রীর ঘড়ি, মহিলার সোনার হার, ছাত্রের টাকা ছিনিয়ে নেয় ছাত্রেরা?
- কখন হামলা তৃণমূল শিক্ষাকর্মীর বাড়িতে?
- তৃণমূল শিক্ষাকর্মীর বাড়িতে আহত অবস্থায় কী করে হামলা করলেন ইন্দ্রানুজ?

ভিতরে

■ মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় ছাত্র জখম হওয়ার প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত মিছিল। মিছিলে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারাও। সোমবার। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

যাদবপুর: ডান্ডায় ঠান্ডা করার নিদান দুই শাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

যাদবপুর-কাণ্ডকে ঘিরে আরও উত্তপ্ত হল রাজ্য রাজনীতি। এক দিকে বাম, অতি বামেদের ‘সবক’ শেখানোর দাওয়াই এবং সেই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ বা দলের কর্মী-সমর্থক ঢুকিয়ে ‘দখল’ নেওয়ার হুঙ্কার জোরালো হল শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের তরফে। আর কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি দু’পক্ষকেই ‘ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা’ করার তত্ত্ব ফের সামনে আনছে!

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের জখম হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সিপিএম এবং এসইউসি-র ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে এসএফআই এবং ডিএসও। দুই সংগঠনই ধর্মঘটের দিনে রাস্তায় নেমেছিল। পাল্টা ময়দানে নেমেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদও। বেশ কিছু জায়গায় শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বামেদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, কোথাও কোথাও পুলিশ ও শাসক দলের বাহিনীর যৌথ আক্রমণের অভিযোগও উঠেছে।

এরই মধ্যে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ ও প্রাক্তন অধ্যাপক সৌগত রায় যাদবপুর-কাণ্ড নিয়ে বলেছেন, “ছেলেটা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আহত না হলে কেউ সমবেদনা দেখাতেন না। তৃণমূলের দু-তিন হাজার সমর্থক যাদবপুরে ঢুকে গেলে ওঁরা কোথায় বাঁচবেন? প্রেসিডেন্সিতে এক দিন পুলিশ ঢুকল, নকশালেরা পালিয়ে গেলেন! এখানেও তেমন কিছু ভাবতে হবে।” তাঁর সংযোজন, “প্রশাসনিক না রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর স্তরে নেওয়া হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হলে, হাজারখানেক পুলিশ ঢুকে যাবে। ওঁরা আসবেন না আর!” যাদবপুরে অতীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (তখন বিজেপিতে), রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়দের বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গও তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ও বামকে এক বন্ধনীতে রেখে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সন্দেশখালিতে গিয়ে সোমবার তিনি ফের বলেছেন, “যাদবপুরের বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী সেকু অর্থাৎ তোষণকারী তৃণমূল এবং মাকু অর্থাৎ যারা ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা তুলতে দেয় না, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেয় না, হিন্দু পরিচয় দিতে দেয় না। এরাই বলেন, ‘নো ভোট টু বিজেপি’। এঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিধা করে দেন।” ব্রাত্য প্রাণ ভয়ে যাদবপুর থেকে পালিয়েছিলেন বলে দাবি করে শুভেন্দুর মন্তব্য, “বোঝাই যাচ্ছে পুলিশ ছাড়া এঁদের কী অবস্থা হয়! একমাত্র ওষুধ ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা!” রাজ্যপালের কড়া হস্তক্ষেপ চেয়ে বিরোধী দলনেতার আরও দাবি, ছাত্র সংসদ, ওয়েবকুপা এবং শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে তালা লাগানো উচিত।

এমন দাওয়াইয়ের প্রেক্ষিতে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যাদবপুরের প্রাক্তনী

এর পর পৃঃ ৫ ▶

এক নজরে

ভাইপোকে বহিষ্কার মায়াবতীর

ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে বহিষ্কারই করে দিলেন বহুজন সমাজপার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। সোমবার তিনি জানিয়েছেন, আকাশকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আকাশ তার প্রেক্ষিতে যে উত্তর দিয়েছেন, তা ‘স্বার্থপর ও অহঙ্কারপূর্ণ’। ভাইপোকে বহিষ্কার সম্পর্কে সমাজমাধ্যম এক্স-এ একের পর এক পোস্ট করেন মায়াবতী। তিনি লিখেছেন, ‘আকাশ আনন্দের উচিত ছিল শো-কজ়ের জবাব অনুতপ্ত হয়ে দেওয়া ও পরিণতমনস্কতা প্রদর্শন। কিন্তু তিনি তা না করে, স্বার্থপরের মতো, অহঙ্কারী মনোভাব নিয়ে জবাব দিয়েছেন। এটা তিনি করেছেন তাঁর শ্বশুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে’। রবিবারই আকাশকে দলের জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে সরিয়ে ছিলেন মায়া। দিন কয়েক আগে আকাশের শ্বশুরকে দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য বহিষ্কার করেছিল বিএসপি।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে প্রাণদণ্ড হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা শাহজ়াদি খানের। দিল্লি হাই কোর্টে সোমবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ওই ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। শাহজ়াদি কী অবস্থায় রয়েছে, তা জানতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর বাবা। হাই কোর্টে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা জানান, শাহজ়াদির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কথা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দূতাবাসকে সরকারি ভাবে জানায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি প্রশাসন। আগামী ৫ মার্চ, বুধবার আবু ধাবিতে ৩৩ বছর বয়সি ওই মহিলার শেষকৃত্য হবে। মৃত্যু পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি যাতে শাহজ়াদির পরিবারের জন্য সহজ হয়, সে ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র।

সন্তানের আর্জি

মাস কয়েক আগে একটি গণবিবাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেছিলেন, দম্পতিদের উচিত ১৬টি সন্তানের লক্ষ্য নেওয়া। এ বারে তিনি বললেন, আর দেরি করা যাবে না, এখনই সন্তান ধারণের সময়! কেন এমন আর্জি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বছরের পর বছর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার যে সাফল্য পেয়েছে, সেটাই এখন রাজ্যবাসীর সমস্যা হতে চলেছে। লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস নীতি কার্যকর হলে শুধু যে সংসদে তামিলনাড়ুর প্রতিনিধিত্ব কমবে, তা নয়। করের আনুপাতিক হার থেকেও বঞ্চিত হবে দক্ষিণের এই রাজ্য। সে কারণেই রাজ্যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ডাক দিয়েছেন স্ট্যালিন।

মিলল না সন্ধান

এখনও উদ্ধার করা যায়নি তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গে আটকে থাকা আট জন নির্মাণকর্মীকে। রেডারে ধরা পড়া কয়েকটি জায়গায় নরম কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়ে মনে করা হচ্ছিল, সেখানে তাঁরা আটকে থাকতে পারেন। তবে সেই জায়গায় পৌঁছে ধাতুর কাঠামো ছাড়া কিছুই মেলেনি। ফের রেডার দিয়ে সমীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে দাবি করা হচ্ছে। কনভেয়র বেল্ট মেরামতি হলে উদ্ধারকাজে গতি আসবে, মনে করছে প্রশাসন।

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াস

প্রধানত পরিষ্কার আকাশ।

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩২.২° (-০.১)
সর্বনিম্ন ২৪.৪° (+৩.৪)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯% এবং ৩২%
বৃষ্টিপাত: হয়নি

মিছিলের নিশানায় ব্রাত্য, দাবি ‘হোক ইউনিয়ন’

নিজস্ব সংবাদদাতা

ব্রাত্য বসুর গাড়িতে যাদবপুরের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায় আহত হননি বলে সোমবার তৃণমূলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (ওয়েবকুপা)-র সদস্যেরা জোর গলায় সরব হয়েছেন। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল এ দিন স্পষ্টতই ওই ছাত্র আহত হওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নিশানা করেছে।

মিছিলে স্লোগান ওঠে, ‘যাদবপুরের এই মাটিতে ব্রাত্য বসুর ঠাঁই নেই’। যাদবপুরের মিছিল শিক্ষামন্ত্রীর নামকরণ করেছে, ‘ব্যর্থ বসু’। বিরাট ব্যানার বলছে, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা ব্যর্থ বসুর গাড়ির চাকা’! শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং গ্রেফতারির দাবিও ওঠে মিছিলে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা জুটার তরফে বিবৃতিতেও অধৈর্য শিক্ষামন্ত্রীর অমানবিক অসংবেদনশীল আচরণের নিন্দা করা হয়।

শনিবারের গোলমালের জেরে সোমবার প্রথম কাজের দিন ক্লাস হয়নি ধর্মঘটে শামিল যাদবপুরে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের পরীক্ষাও কার্যত বয়কট করেন ছাত্রছাত্রীরা। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষার দিনক্ষণ সাধারণত ছাত্রছাত্রীরাই ঠিক করেন। পরবর্তী পরীক্ষা, ক্লাস করা বা ল্যাবরেটরি ব্যবহার নিয়েও তাঁরা শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন। অন্তর্বর্তী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত জানান, তিনি অসুস্থ। এ দিন যাদবপুরে আসেননি তিনি। তবে জুটার তরফেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলমাল বা ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করলেন, উঠেছে সেই প্রশ্ন। সেই সঙ্গে শিক্ষাকর্মীদের তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির ইউনিয়নের দফতর পোড়ানো নিয়েও প্রশ্ন করেন জুটা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন আবুটা-ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ।

আইসা, আরএসএফ, ডিএসএফ প্রমুখ ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত যে ছাত্রছাত্রীদের নাম এফআইআরে লিখেছে পুলিশ। তাঁরা কেউ কেউ এ দিন যাদবপুরে ছিলেন। মিছিলেও হেঁটেছেন। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, পুলিশ এবং শাসক দলের স্থানীয় নেতারা শনিবারের গোলমালের তদন্তের নামে তাঁদের মেসে গিয়ে হেনস্থা করছেন। বিষয়টি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

যাদবপুরের মিছিলে এ দিন আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদের সুরও মিলে গিয়েছে। অভয়া মঞ্চের তরফে তমোনাশ চৌধুরী, মানসকুমার গুমটা প্রমুখ মিছিলে হাঁটেন। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদারও ছিলেন। যাদবপুরের অনেক প্রাক্তনী, অধ্যাপক, পরিচিত সঙ্গীতশিল্পী মিছিলে যোগ দেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরা যাদবপুরের পাশে থাকার স্লোগান দিয়েছেন। অনেকেই যাদবপুরের প্রাক্তনী সাহিল আলির গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বুকে ব্যানার সেঁটে আসেন।

■ হুইলচেয়ারে মিছিলে যোগ দিলেন যাদবপুর কাণ্ডে আহত ছাত্র অভিনব বসু। সোমবার। *নিজস্ব চিত্র*

দীর্ঘ আট বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও কোর্ট কাউন্সিল নির্বাচন না-হওয়া নিয়ে ক্ষোভের সুরও উঠে এসেছে যাদবপুরের মিছিলে। যাদবপুর থানার সামনে বড় হরফে রাজপথে ছাত্রছাত্রীরা লেখেন, ‘হোক ইউনিয়ন’। একই দিনে গোলপার্কে এবিভিপি-র মিছিল থাকায় যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের মিছিলকে যেতে দিতে দ্বিধা ছিল পুলিশের। তবে বিজেপির ছাত্র সংগঠনের মিছিল আগেই শেষ হওয়ায় পুলিশ পরে আপত্তি করেনি। পুলিশের প্রাথমিক হিসেব, যাদবপুরের ছাত্র, শিক্ষক, প্রাক্তনীদের মিছিলে হাজার দুয়েক লোক হয়। এবিভিপি-র মিছিলে ছিলেন ২০০-২৫০ জন। সন্ধ্যায় অবশ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপি-র পতাকাধারী কয়েক জন চড়াও হয়ে চার নম্বর গেটের কিছু পোস্টার ছেঁড়েন, অভিযোগ উঠেছে। যাদবপুরের শিক্ষকদের একাংশ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন রক্ষী আহতও হয়েছেন। কয়েক জন শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাকর্মী পরিস্থিতি সামলান। কিছু ক্ষণের জন্য যাদবপুর থানার সামনে অবরোধ করেন মিছিলের ছাত্রছাত্রীরা।

দিনভর এসএফআই বা ডিএসও-র ধর্মঘটে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। দুপুরে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে মিছিল করে। মিছিল শেষে সভায় শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতারের ও ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার দাবি ওঠে। মিছিল হয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়েও।

যাদবপুরে ইন্দ্রানুজ আহত হওয়ার পরেই তাঁকে ধরতে ছুটে গিয়েছিলেন যে ছাত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রথম বর্ষ শঙ্খদীপ চক্রবর্তীও এ দিন মিছিলে ছিলেন। শঙ্খদীপের দু’দিন আগের রক্তমাখা শার্টটাও পতাকার মতো মেলে ধরেছে মিছিল। একই সময়ে যাদবপুরের বেসরকারি হাসপাতালে আহত ইন্দ্রানুজের পাশে ছিলেন তাঁর বাবা। তিনি জানান, ছেলের চোখের ব্যান্ডেজ এ দিন খোলা হয়েছে। কিন্তু তিনি বাঁ চোখে কিছুটা ঝাপসা দেখছেন। রাতের দিকে যাদবপুর কাণ্ডকে ঘিরে বামেদের প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়াল লেকটাউনে ও কালিন্দী এলাকায়। সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক পলাশ দাশ পুলিশের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার বিকেলে রাজাবাজার থেকে লেকটাউন পর্যন্ত মিছিল করবে সিপিএম।

সময় বেঁধে ভোটার তালিকায় সংশোধন চায় তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩ মার্চ: ভোটার কার্ডের একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার। অভিযোগ, সেই ‘ভুয়ো’ ভোটারেরা বিজেপি শাসিত রাজ্যেরও বটে। তিন দিন আগে এই অভিযোগ তোলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার কারচুপির অভিযোগ তুলে রাজধানীতে আক্রমণ শানাল তৃণমূল। সোমবার নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে সরব হন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, কীর্তি আজাদ ও ডেরেক ও’ব্রায়েন। অভিযোগ, এটি বিরাট কেলেঙ্কারি ও ফৌজদারি অপরাধ। তৃণমূলে সাংসদদের ইঙ্গিত, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আঁতাঁত রয়েছে। আজ ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সময়ও বেঁধে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদেরা। পাশাপাশি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের ‘ভুলের দায়’ স্বীকার করতে হবেও বলে দাবি তোলেন তাঁরা।

তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক বলেন, “এখনও ভুল স্বীকার করেনি নির্বাচন কমিশন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুল স্বীকার করুক, না হলে মঙ্গলবার সকাল ন’টায় নয়া নথি সামনে আনব।” আজ মুর্শিদাবাদের কিছু ভোটারের পরিচয়পত্রের তালিকা তুলে ধরেন তাঁরা। দেখা গিয়েছে, একই এপিক নম্বর লেখা বহু কার্ড রয়েছে। ডেরেকদের দাবি, এই কার্ডগুলির বেশির ভাগই বিজেপি-শাসিত রাজ্যের বাসিন্দাদের। ডেরেক বলেন, “আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গে কেবল সেখানকার বাসিন্দারাই ভোট দিন। দেখা যাবে, ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ তাঁদের ভোট অন্য কেউ

এর পর পৃঃ ৬ ▶

ভিতরে

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে গ্রেফতার প্রসূন

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্ত্রী এবং বৌদির হাতের শিরা কাটার কথা আগেই স্বীকার করেছিলেন ট্যাংরার দে পরিবারের ছোট ছেলে প্রসূন দে। পুলিশ সূত্রের খবর, শিরা কাটার সময় আওয়াজ যাতে কোনও ভাবে প্রতিবেশীদের কানে না যায় সে জন্য বালিশ চাপাও দেন বলে স্বীকার করেছিলেন তিনি। তবে হাসপাতালে থাকায় এত দিন তাঁকে হাতে পুরোপুরি পাননি তদন্তকারীরা। সোমবার এন আর এস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই ট্যাংরা কাণ্ডের তদন্তের সূত্রে প্রসূনকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। লালবাজার সূত্রের খবর, সাড়ে চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাত সাড়ে নটা নাগাদ খুনের অভিযোগে (ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১০৩(১) ধারায় -যা খুনের ধারা) তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে তোলা হবে।

ই এম বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এন আর এস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল প্রসূনকে। এ দিন দুপুরে এন আর এস হাসপাতাল থেকেই পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে তাঁকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, এ দিন সকালেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইমেল করে প্রসূনকে ছুটি দেওয়া হবে বলে এন্টালি থানাকে জানায়। এন্টালি থানা থেকে খবর পেয়ে ট্যাংরা থানার কয়েক জন অফিসার হাসপাতালে যান। দুপুরে ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় প্রসূনের মুখ ছিল মাস্কে ঢাকা। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়েই তিনি সোজা গাড়িতে উঠে পড়েন।

■ এন আর এস চত্বরে পুলিশের পাহারায় প্রসূন দে। *নিজস্ব চিত্র*

লালবাজার সূত্রের দাবি, হাসপাতালে থাকাকালীনই প্রসূনকে কয়েক বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তাতে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে প্রসূন এবং তাঁর দাদা প্রণয়ের বয়ানে কিছু অসঙ্গতি আছে। নিজের স্ত্রী এবং বৌদির শিরা কাটার কথা তিনি স্বীকার করলেও মেয়ে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু নিয়ে কোনও সদুত্তর তিনি দেননি। সূত্রের দাবি, ওই অসঙ্গতি এবং প্রিয়ম্বদার মৃত্যু নিয়ে প্রসূনকে এ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে দুই ভাইকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে। হাসপাতালে ভর্তি কিশোরও তদন্তকারীদের জানিয়েছে যে ঘটনার দিন ‘কাকা’ প্রসূন তাঁর হাতের শিরা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রসঙ্গত, ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিষিক্তা মোড়ে প্রণয়, তাঁর ছেলে এবং প্রসূনকে নিয়ে তাঁদের গাড়ি একটি মেট্রোর পিলারে ধাক্কা মারে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে তাঁদের বাড়িতে পরিবারের দুই কর্ত্রী সুদেষ্ণা দে এবং রোমি দে ও তাঁর কিশোরী মেয়ে প্রিয়ম্বদার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে সপরিবারে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে প্রসূন এবং প্রণয় পুলিশের কাছে দাবি করেছিলেন। তাঁরা জানান, সেই মতোই ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তাঁরা পায়েসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খেয়েছিলেন। সুদেষ্ণা এবং রোমির হাতের শিরাও কেটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুই ভাই এবং পুত্রসন্তানের উপরে ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়া না হওয়ায় তাঁরা আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছিলেন।

তাঁরা এ-ও দাবি করেছিলেন যে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই সোজা গাড়ি নিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা মেরেছিলেন।

সেই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত প্রণয়, প্রসূন এবং প্রণয়ের কিশোর পুত্রসন্তানকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরে এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রণয় এবং তাঁর ছেলে এখনও চিকিৎসাধীন। লালবাজারের খবর, একটু সুস্থ হলে প্রণয়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। তবে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর ওই কিশোরের গন্তব্য কী হবে, তা নিশ্চিত নয়। তার আত্মীয়দের কেউই দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। তবে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে পুলিশ।

আনন্দবাজার পত্রিকা
শব্দছক ৮৬৩৯

পাশাপাশি

৭ বহু পাপড়িবিশিষ্ট পদ্ম।
৮ বুনিয়াদের প্রথম পাথর বা ইট স্থাপন।
১০ কলা।
১১ কুৎসা-রটনাকারী।
১২ প্রতিফলন।
১৩ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা।
১৪ মুক্তি পাওয়া।
১৫ উত্তর দিক।
১৭ অসন্তোষ ঘটায় এমন, অপ্রীতিকর।
১৯ নয় (৯)-এ কী?
২১ কাজ শেষ হওয়ামাত্র পারিশ্রমিক দেওয়া।
২২ বিরহের জ্বালা।
২৪ কবিশ্রেষ্ঠ।
২৬ স্বাভাবিক নয় এমন কল্পনা।
২৮ কংস-নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ।
৩০ বেনার মূল, উশীর।
৩২ সোনালি রঙের ছোট মাছ।
৩৩ অরণ্যচারী ব্যাধ।
৩৫ বাঁদর বা বাঁদরের তুল্য।
৩৬ অতিশয় শ্রান্তি, ক্লান্তি-জনিত স্ফূর্তিহীনতা।
৩৭ বর্ষাঋতু বরণের অনুষ্ঠান।
৩৮ বংশে জাত, সদ্‌বংশীয়।

উপর-নীচে

১ স্বেচ্ছায় ব্যাপৃত, নিজ আগ্রহে।
২ 'জীবনের___', প্রতিভা বসুর আত্মকথা।
৩ প্রিয়জনের উপেক্ষা বা অনাদরের জন্য ক্ষোভ বা মনোবেদনা।
৪ পুরসভার নির্বাচিত সদস্য।
৫ সমগ্র বিশ্বের মানুষকে মোহিত করে এমন।
৬ লম্বা নলযুক্ত হুঁকাবিশেষ।
৯ কথায় বা লেখায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা।
১৬ শরৎকালীন।
১৭ বিপজ্জনক।
১৮ লঘুরসাত্মক রচনা।
২০ গ্রাস করা, ঢেকে ফেলা।
২১ নবাবের মতো আচার-আচরণ।
২৩ গ্রেফতারি পরোয়ানা।
২৫ মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি।
২৭ অন্তত পক্ষে, খুব কম করেও।
২৯ যুদ্ধের কৌশল ও প্রকরণ।
৩১ সদৃশ বা একই অবস্থা-যুক্ত।
৩২ তড়বড় করে এমন।
৩৩ বাহুল্য।
৩৪ পরিজন ও জ্ঞাতিগণ।

সমাধান ৮৬৩৮

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ২০ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ৪ মার্চ। পঞ্চমী তিথি দিবা ৩-১৭ পর্যন্ত ও ভরণী নক্ষত্র রাত্রি ২-৩৮ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-২৮ গতে ৮-৫৪ মধ্যে ও ১-১৫ গতে ২-৪২ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৮-১৯ গতে ১০-৩৯ মধ্যে ও ১২-৫৮ গতে ২-৩১ মধ্যে পুনঃ ৩-১৭ গতে ৪-৫০ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৭ মধ্যে পুনঃ ৮-৫৫ গতে ১১-২৩ মধ্যে ও পুনঃ ১-৫১ গতে ৩-৩১ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ১৯ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ৪ মার্চ। পঞ্চমী তিথি রাত্রি ৭-৫৩ পর্যন্ত ও অশ্বিনী নক্ষত্র দিবা ৮-৫১ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-২৭ গতে ৮-৫৪ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৮-১৯ গতে ১০-৩৮ মধ্যে ও ১২-৫৭ গতে ২-৩০ মধ্যে পুনঃ ৩-১৬ গতে ৪-৪৯ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৫ মধ্যে পুনঃ ৮-৫৪ গতে ১১-২৩ মধ্যে ও পুনঃ ১-৫২ গতে ৩-৩১ মধ্যে। **জাতীয় নিরাপত্তা দিবস ও জাতীয় ব্যাকরণশাস্ত্র শিক্ষা দিবস। ৩ রমজান।**

আজকের দিনটি

মেষ: ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান জটিলতা মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দিতে পারে। তুচ্ছ কারণে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির সংবাদে আর্থিক সুরাহা হতে পারে। বৃষ: তুচ্ছ কারণে বন্ধুর সঙ্গে বাদানুবাদে সম্পর্কহানি, তাতে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। জ্যোতিষ ও সংখ্যাতত্ত্বের চর্চায় অনুরাগ। মিথুন: অপ্রিয় সত্য কথা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য অন্যের বিরাগভাজন হতে পারেন। উদারতা দেখানোর আগে সব দিক বিবেচনা করা উচিত। অধিক পরিশ্রমে হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কর্কট: মৌলিক চিন্তাধারা ও কঠোর পরিশ্রমে কর্মে উন্নতি অধরা থাকায় হতাশা বাড়বে। বিতর্কে ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে বিড়ম্বনা বাড়বে। বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে শুভ সময়। প্রিয়জনের শুভ কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে। সিংহ: সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য অর্থের জোগাড় হতে পারে। পরিবারের সকলকে ঐক্যমত করানো সম্ভব না-ও হতে পারে। স্নায়বিক কারণে ভোগান্তি ও কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। কন্যা: ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তিগত বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সংস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা আপাতত না-করাই ভাল। স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ দেখা যায় না। তুলা: দুষ্ট সহকর্মীদের অপপ্রচার কর্মস্থলে গণ্ডগোল পাকাতে পারে। নিকটজনের দেখভালে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রিয়জনের উন্নতিতে আনন্দ, তার সহায়তায় আপনি কোনও ভাবে উপকৃত হতে পারেন। বৃশ্চিক: একাধিক উপায়ে উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করাই ভাল। সাংসারিক সুখ ব্যাহত হবে না। কোনও মহৎ ব্যক্তির দ্বারা চালিত হতে পারেন। সংক্রমণজনিত জ্বরজ্বালা, সর্দিকাশি ও উদরপীড়া ভোগাবে, কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। ধনু: কাজের জায়গায় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহস ও ধৈর্যের প্রয়োজন, সময় লাগতে পারে। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানে বহুজনের সমাবেশ ও মিলনে আনন্দ। মকর: জ্ঞাতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আশা। আয়-ব্যয়ের সমতার অভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি ব্যাহত ও ঋণশোধের পরিকল্পনা হোঁচট খেতে পারে। কুম্ভ: কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যা তৈরি হওয়ায় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতে পারে। ক্রমাগত অপ্রিয় সত্যকথনের জেরে সর্বক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধির আশঙ্কা। মীন: উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিলম্বিত সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। গুরুজনের সময়োচিত চিকিৎসায় স্বাস্থ্যের উন্নতিতে আপাতত উদ্বেগের অবসান।

সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: দুপুর ১টা ১৩ মিনিট এবং রাত ১টা ৩৩ মিনিট। **ভাটা:** বেলা ৪টে ৩০ মিনিট এবং পরের দিন ভোর ৪টে ৪৭ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ৫৭ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪১ মিনিট।

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল (সাহিত্যের সেরা সময়): আকাশ আট, সন্ধ্যা ৭-৩০।

জি বাংলা সিনেমা
সকাল ১১-৩০: বৌমার বনবাস, বেলা ২-৩০: সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫-৩০: অঞ্জলি, রাত ১০-০০: সুখ দুঃখের সংসার।

জলসা মুভিজ
বেলা ১-৩০: অগ্নি, বিকেল ৪-৪০: শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধ্যা ৭-৩০: কুলি, রাত ১০-৩৫: শুধু একবার বলো।

কালার্স বাংলা
বেলা ২-০০: স্ত্রীর মর্যাদা।

কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০-০০: প্রেমী, বেলা ১-০০: শিবাজী, বিকেল ৪-০০: চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধ্যা ৭-৩০: বড় বৌ, রাত ১০-৩০: মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট।

আকাশ আট
বেলা ৩-০৫: চক্রান্ত।

অ্যান্ড পিকচার্স
বেলা ১-২৯: সির্ফ তুম, বিকেল ৪-২৪: কেশরী, সন্ধ্যা ৭-৩০: খিলাড়ি ৭৮৬, রাত ১০-০৪: রাবণাসুর।

দেবীবরণ
সান বাংলা
রাত ৮-৩০

জি অ্যাকশন
সকাল ৮-৪৬: জোড়িদার, বেলা ১১-৩২: ধর্ত্রীপুত্র, ২-২৩: গ্যাম্বলার, সন্ধ্যা ৭-৩০: কৃষ্ণা, রাত ১০-২৩: সিঙ্ঘ।

জি সিনেমা
সকাল ১০-৫৬: করণ অর্জুন, বেলা ২-৩০: কুরুক্ষি, বিকেল ৫-৩২: কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮-৩০: সূর্য দ্য সোলজার, ১১-৩৫: আইপিসি ৩৭৬।

ডিডি বাংলা
সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (শিল্পী: কাবেরী নস্কর এবং মহুয়া ভট্টাচার্য), ৯-০০: হ্যালো ডাক্তারবাবু, ১০-০০: নেপালি অনুষ্ঠান, বেলা ১২-০২: মন মিউজিক, ১-০২: ছায়াছবির গান, ১-৩০: নিরুদ্দেশ সংবাদ, ১-৩৫: আজকের রান্না: ফিস ইন ক্রিমি সস, ২-৩০: বাংলা ছায়াছবি- নিশি ভোর, বিকেল ৫-১৫: ক্যামেরা চলছে, ৫-৩০: শান্তিনিকেতন থেকে, সন্ধ্যা ৬-০২: দিশা, ৬-৩০: লাইট মিউজিক, ৭-৩০: প্রত্যাশা, রাত ৮-০২: ছায়াছবির গান, ৮-৩০: হরি ঘোষের গোয়াল, ৯-০৫: ইয়ুথ আড্ডা, ১০-০০: সংবাদ প্রবাহ, ১০-৩০: ক্যামেরা চলছে।

চিরদিনই তুমি যে আমার: কালার্স বাংলা সিনেমা, বিকেল ৪-০০।

ম্যানড্রেক

অরণ্যদেব

সিনেমা হল

বাংলা

ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন
উড স্কোয়ার ৪-১৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-৩৫, বিনোদিনী ১-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৫-২০, পিভিআর অবনী ৪-১৫, লেকমল ৩-০০, সাউথ সিটি ৫-০৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-৪০।

এই রাত তোমার আমার
উড স্কোয়ার ৫-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৭-৩০, বিনোদিনী ৪-১০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, সাউথ সিটি ২-৫৫।

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই
উড স্কোয়ার ৭-৫০, সাউথ সিটি ১২-১৫, এসভিএফ সিনেমা ৬-১৫।

বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান
উড স্কোয়ার ৩-০০, বিনোদিনী ৬-১০, সাউথ সিটি ১২-০৫।

হিন্দি

মেরে হাজবেন্ড কী বিবি
পিভিআর মানি স্কোয়ার ১-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৮-১৫, স্বভূমি ৪-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ২-৩০, মিরজ ৭-১০, পিভিআর অবনী ১-১৫, কোয়েস্ট ৪-৫০, ১০-৫০, ফোরাম ২-২০, লেকমল ১-২৫, সাউথ সিটি ১০-৫০, হাইল্যান্ড ৮-০০।

ছাওয়া
পিভিআর মানি স্কোয়ার ৯-০০, ১০-২০, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, উড স্কোয়ার ১১-০০, ১২-০০, ১-২০, ২-০০, ৫-০০, ৬-৫৫, ৮-০০, ১০-০০, ১০-৩০, রূপমন্দির ৪-১৫, ৭-০০, সোনালি ৪-৪৫, ৭-৪৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৯-৩৫, ১১-০০, ১২-৫৫, ২-২০, ৪-১৫, ৫-৪০, ৭-৩৫, ৯-০০, ১০-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-২০, ১০-২০, ১১-২০, মিনার ৩-০০, ৬-০০, মিরাজ হাওড়া ৯-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ২-১৫, ৩-৩০, ৬-৪৫, ১০-০০, বিনোদিনী ১১-০০, ৮-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০ ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-৩০, ১১-০০, ১-৫০, ২-২০, ৪-১০, ৫-৪০, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৫০, স্বভূমি ৯-০০, ১১-০০, ১২-২০, ২-২০, ৩-৪০, ৫-৪০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-২০, মিরাজ সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১-৪৫, ৪-০০, ৫-০০, ৭-১৫, ৮-১৫, ১০-৩০, ১১-৩০, হিন্দ ১১-০৫, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-২০, মেট্রো ৯-৩০, ১২-৫০, ৪-১০, ৭-৩০, ১০-৫০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১১-০০, ১২-০০, ২-১০, ৩-১০, ৫-২০, ৬-২০, ৮-৩০, ৯-৩০, গ্লোব ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০, বিজলি ৪-৪৫, প্রিয়া ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৯-০০।

Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. Editor: Ishani Datta Ray. REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

বিতর্কিত জমিতে বিজেপির অফিস, তরজা

অনির্বাণ রায়

জলপাইগুড়ি: ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে বিজেপির পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে, এই দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জলপাইগুড়ির ডি বি সি রোডে বিতর্কিত ওই আট কাঠা জমিতে বিজেপির পার্টি অফিস এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। দলীয় সূত্রে খবর, বিজেপির জেলা কমিটির তরফে রাজ্য সভাপতি-সহ একাধিক নেতাকে উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বছর পাঁচেক আগে ওই পার্টি অফিস তৈরির প্রস্তুতি শুরু হতেই বিতর্ক ছড়ায়। ওয়াকফ বোর্ডের তরফে ওই জমি 'ওয়াকফ সম্পত্তি' বলে দাবি করে পুরসভায় চিঠি পাঠানো হয়। পার্টি অফিসের নকশা অনুমোদন করেও বাতিল করে পুরসভা। 'বিতর্কিত' জমি বলে জানিয়ে বিজেপিকে নোটিসও পাঠায়। ওই জমিতে কোনও নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়। তার পরেও ওই জমিতে টিনের উঁচু ঘেরাটোপ দিয়ে ভিতরে ধীরে ধীরে একতলা পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছে। তার সামনে আপেল, চন্দন গাছের বাগান। মার্বেল, গ্র্যানাইটে বাঁধানো সম্পূর্ণ বাতানুকূল পার্টি অফিস তৈরির অর্থের উৎস কী, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

ওই জমির তিন দিকে পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে। এক দিকে বাগান ও খোলা আকাশের নীচে বসার জায়গা। অফিসে ঢুকতেই একটি ঘরে কম্পিউটার-সহ নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। সেটি 'আইটি রুম'। তার পরে অন্তত ১৭০০ বর্গফুটের হলঘর। যাতে ন্যূনতম দু'শো জন বসতে পারবেন। ঘরে রয়েছে কুড়িটিরও বেশি সিলিং ফ্যান। হলঘরের পিছনেই সভাপতির বসার ঘর তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি ঘরের মেঝেতে মার্বেল বসানো। কিছু কিছু জায়গায় গ্র্যানাইট। মূল প্রবেশপথের ডান দিকে তৈরি হয়েছে অতিথিদের অপেক্ষা করার জায়গা। পুরো লোহার কাঠামোয় তৈরি হচ্ছে ঘর। পার্টি অফিসের উপরে ব্যালকনিও রয়েছে।

জলপাইগুড়ির ডি বি সি রোডে বিজেপির পার্টি অফিস রয়েছে প্রায় তিন দশক ধরে। একটি টিনের চালের পাকা বাড়ি ছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে পুরোনো পার্টি অফিস ভেঙে নতুনের কাজ শুরু হয়। বিজেপি অফিসের পাশেই রয়েছে নূর মঞ্জিল ভবন। ১৯৪২-৪৩ সালে খান বাহাদুর ওয়ালিয়ার রহমানের তৈরি ভবনটির আশপাশে ছিল মহম্মদ সোনাউল্লার জমি। মহম্মদ সোনাউল্লা ওয়াকফ স্টেটের ডেপুটি মোতোয়ালি বলেন, "সবই আমাদের নজরে আছে।" জলপাইগুড়ির পুরপ্রধান পাপিয়া পাল বলেন, "খোঁজ নিয়ে দেখছি। ওই জমিতে কোনও নির্মাণে নিষেধ রয়েছে।"

জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, "পাঁচ বছর ধরে রাজ্য সরকার পার্টি অফিসের জমি নিয়ে তদন্ত করছে। এখনও রিপোর্ট প্রকাশ করল না কেন? ওই জমি পুরসভার নেতানেত্রীর পৈতৃক জমি নয়।"

মৃত্যু গুলিবিদ্ধ কনস্টেবলের

চন্দননগর: সব ঠিক থাকলে সোমবার তিনি নতুন জীবনে প্রবেশ করতেন। এ দিন তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ভোরেই মৃত্যু হল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কনস্টেবল হিমাংশু মাজির। বছর ছাব্বিশের ওই যুবকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর গ্রাম, বাঁকুড়ার হিড়বাঁধের বড়আড়াল। শোকের ছায়া চুঁচুড়া পুলিশ লাইনের কর্মস্থলেও। শুক্রবার সার্ভিস রিভলভারের গুলিতে জখম হন হিমাংশু। পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে বিশদে কিছু বলছেন না পুলিশকর্তারা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ফাঁসে ঝুলছেন যুবক, উদ্ধার আরও দুই দেহ

পার্থ চক্রবর্তী

মাদারিহাট: একটি ঘরের পাখার আংটা থেকে নামা দড়িতে ঝুলছে এক যুবকের দেহ। ঘরের চৌকির উপরে পড়ে এক কিশোরের দেহ। তার গেঞ্জির বুকের কাছে রক্তের দাগ। ওই ঘরের একাংশ 'পার্টিশন' দিয়ে আলাদা করা। ও পারের মেঝেতে এক মহিলার দেহ। রক্তের দাগ তাঁর মুখেও।

সোমবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাদারিহাট থানার বন দফতরের রেঞ্জ অফিস লাগোয়া বন দফতরের আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে এই তিনটি দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম রবি ওরাওঁ (২৭), বিবেক ওরাওঁ (১৪) ও বিবি লোহার ওরাওঁ (৫২)। রবি ও বিবেক সম্পর্কে কাকা-ভাইপো। বিবি রবির সৎ মা। পুলিশের অনুমান, সৎ মা ও ভাইপোকে খুন করে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন রবি। জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, "প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে, একটি আত্মহত্যা ও দু'টি খুনের ঘটনা। তদন্ত চলছে।"

পুলিশ জানায়, রবির বাবা মালু ওরাওঁ বনশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। দাদা বিনোদ ওরাওঁ ২০০৬ সাল থেকে অরণ্যসাথী হিসেবে কাজ করছেন। ২০০৪ সালে মালুর স্ত্রী অর্থাৎ রবি ও বিনোদের মায়ের মৃত্যু হয়। তার কয়েক বছরের মধ্যে বিবি লোহার ওরাওঁকে বিয়ে করেন মালু। ২০১৪ সালে মালুর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে মালুর দ্বিতীয় স্ত্রী, বিবি জেলার মথুরা এলাকার বোনের বাড়িতেই থাকতেন। মাঝেমধ্যে মাদারিহাটে আসতেন তিনি। যেমন এসেছিলেন গত শনিবার। কর্মসূত্রে হলংয়ে থাকতেন বিনোদ। ছেলে বিবেকের পরীক্ষা থাকায় সম্প্রতি মাদারিহাটে আসেন তিনিও। বিনোদ, তাঁর স্ত্রী পুষ্পা এবং তিন বছরের পুত্রসন্তান বাড়ির আর এক ঘরে ছিলেন। ভোর ৫টা নাগাদ বিনোদ কাজে বার হয়ে যান। ছোট ছেলেকে নিয়ে বাড়িতেই থাকা তাঁর স্ত্রী কিছু টের পাননি বলে দাবি।

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অনেক দিন ধরেই বাবার চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন রবি। দিন কয়েক আগে এ নিয়ে শিলিগুড়িতে বন দফতরেও যান তিনি। চাকরি না পেয়ে ভুটানে মাঝেমধ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজও করতে যেতেন। বিনোদের দাবি, "চাকরি না পাওয়ায় চরম হতাশায় ছিল ভাই। রবিবার ও সমস্ত পুরানো বইখাতা পুড়িয়ে ফেলে। রাতে খাওয়ার সময়েও ভাই স্বাভাবিকই ছিল।"

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০৩ বর্ষ ৩৩৭ সংখ্যা মঙ্গলবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ কলকাতা

মানবজমিন?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র নেতা, সমর্থক এবং অনুরাগীরা অনেকেই দলের ২৭তম রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় লোকসমাগমের বহর দেখে পুলকিত বোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ২০১১ সালের পরে এমন 'সমর্থন' পাওয়া যায়নি, এই ঐতিহাসিক সম্মেলন রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘোরানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সম্ভাবনা উৎকৃষ্ট বস্তু। তবে কিনা, প্রতিনিয়ত 'সম্ভাবনা আছে' বলে পরিতৃপ্ত বোধ করে চলার মধ্যে এক ধরনের মানসিকতার পরিচয় মেলে, যা স্বাস্থ্যকর নয়, কার্যকরও নয়। বিশেষত, ডানকুনির ফুটবল ময়দান উপচে পড়তে দেখে যদি দলনেতারা সেই সম্ভাবনা দর্শন করেন। ভিড়ের মাত্রা দিয়ে এই বঙ্গে রাজনৈতিক সমর্থনের মাপ নেওয়া যে সুবিবেচনার পরিচয় নয়, সে-কথা সিপিআইএমের নেতারা নিশ্চয়ই বিলক্ষণ জানেন। তা সত্ত্বেও যে তাঁরা ভিড় দেখে উল্লসিত আশাবাদের ফানুস ওড়াতে চেয়েছেন, সেটা বিচক্ষণ নাগরিকের মনে যা সৃষ্টি করতে পারে তার নাম করুণ রস।

বলা বাহুল্য, এই করুণ রসের প্রকৃত উৎসটি নিহিত আছে রাজ্যের (এখনও) প্রধান বামপন্থী দলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়— জনসমর্থনের পুঁজি ক্রমাগত হারিয়ে ফেলার অভিজ্ঞতা। রাজ্য সম্মেলনে দলনেতারা এই দুরবস্থার সত্য স্বীকার করেছেন, এমনকি 'আমাদের ত্রুটিগুলো' খুঁজে বার করার কথাও সাফ সাফ জানিয়েছেন। 'জনগণ ভুল করছেন, তাঁদের বোঝাতে হবে' থেকে 'আমরা ভুল করেছি, আমাদের বুঝতে হবে'— এই স্বীকৃতিতে 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' বললে বোধ করি রেড বুক অশুদ্ধ হবে না! এবং, কেবল মেহনতি মানুষের কাছে যাওয়ার ফাটা রেকর্ড চালিয়েই এ-বার ক্ষান্ত হননি বাম নেতারা, 'মানবজমিন' আবাদ করার দেশজ বাণী উচ্চারণ করে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনেই তাঁদের তৎপরতার অবসান হয়নি, তাঁরা জনগণের মন পাওয়ার জন্য অনেক দূর এগিয়ে খেলেছেন। ডানকুনির ময়দানে দাঁড়িয়ে কেউ বিরাট কোহলির 'ক্লাস'-এর উপমা দিয়ে নিজেদের 'শ্রেণি-ভিত্তি'র কাছে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন, কেউ বা পঞ্চায়েত পুরসভা ধরে ধরে মানুষের কাছে যাওয়ার নাম দিয়েছেন 'ম্যান মার্কিং'! শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ ও কর্মপন্থার এমন ভাষ্য শুনলে দলের অতীত যুগের নেতারা হয়তো ভিরমি খেতেন, কিন্তু এই বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর উপমাগুলিই বুঝিয়ে দেয়, পলাতক ভোটারদের ফিরিয়ে আনার জন্য বাম নেতারা মরিয়া।

সমস্যা ঠিক সেখানেই। তাঁরা মানুষকে দেখছেন নিছক ভোটদাতা হিসাবে। এ বিষয়ে তাঁরা ব্যতিক্রম নন। রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে ভোটার হিসাবেই দেখে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের পক্ষে সেই গতানুগতিকতা কেবল নিষ্ফল নয়, আত্মঘাতী হতে বাধ্য। ভোটের ময়দানে তাঁরা এখন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়েন না। এই কঠোর 'বাইনারি' বাস্তবকে পাল্টাতে চাইলে সমাজের সামনে অন্য ধরনের রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প পেশ করা জরুরি। অথচ বঙ্গীয় সিপিআইএমের চিন্তাভাবনা এখনও মান্ধাতা আমলের খোলস ছাড়েনি। এই অকূলপাথারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও ওঁরা 'সর্বক্ষণের কর্মী' বাছাইয়ের শর্ত লাঘব করা যায় কি না সেই বিষয়ে ভাবিত! কাল বাদে পরশু অল্পক্ষণের কর্মী খুঁজে পাওয়াও যে কঠিন হতে পারে, এই বোধটুকুও দৃশ্যত দলনেতাদের নেই। এই সর্বজ্ঞ চিন্তাবীরদের কে বোঝাবে যে, ব্যর্থ গতানুগতিকতার অনুশীলন ছেড়ে যথার্থ এবং সর্বজনীন মানব উন্নয়নের দাবিতে সামাজিক আন্দোলনের পথই পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ্যা ও কদর্য রাজনীতির হাল ফেরাতে পারে। রাজ্যের বিরোধী পরিসরে তেমন সুচেতন রাজনীতির প্রয়োজন এবং সুযোগ দুই-ই বিপুল। সেখানেই বাম দলগুলির সামনে প্রকৃত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু জনসভার ভিড় মেপে তার হিসাব মিলবে না। মানবজমিন ডানকুনির ফুটবল মাঠ নয়, ব্রিগেডের ময়দানও নয়।

এত মৃত্যু কেন

এমন এক-একটা সময় আসে যখন চার দিকে তাকালে কেবলই মৃত্যু চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতায় এই সময়টি ঠিক সেই রকম— গত এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচারমাধ্যম জুড়ে শিউরে-ওঠার মতো কিছু মৃত্যুর ঘটনা, যার কেন্দ্রে আছে আত্মহত্যা ও হত্যা। ট্যাংরা, বেহালা, মধ্যমগ্রাম— শহরের ভূগোলে এক-এক প্রান্তে থাকা এই স্থানগুলি উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। কোথাও বাড়ির দুই সদস্যকে খুন করে, এক শিশুপুত্রকে গাড়িতে তুলে আত্মহত্যা করতে বেরিয়ে পড়েছেন দুই ভাই, কোথাও অটিস্টিক স্পেকট্রাম-এ থাকা তরুণী মেয়েকে দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে সেই একই দড়িতে ঝুলে পড়েছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব অবসাদগ্রস্ত পিতা, কোথাও পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে নিজে বিষ খেয়েছেন তরুণী মা। খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে ঘটেছে বলেই হয়তো এই ঘটনাগুলির অভিঘাত দিশাহারা করে দেওয়ার মতো— হাতে গোনা যাঁরা বেঁচে গেলেন শুধু তাঁদেরই নয়, বৃহত্তর সমাজেরও এক রকম বিপন্নতার বোধ অনুভূত হচ্ছে।

এই বিপন্নতার কারণ কী? প্রতিবেশী চেনা হোক কি অচেনা, আত্মহত্যা-খুনের মতো ঘটনায় তাঁদের জীবন ঝরে গেলে সমাজে আপাত শান্তি-স্থিতির ভারসাম্যটি নড়ে যায়। তার জায়গায় স্থান করে নেয় এই অস্বস্তি ও অপরাধবোধও যে, এত কাছে থেকেও সেই মানুষগুলির খোঁজ নেওয়া হয়নি কখনও, জানা হয়নি তাঁরা সত্যিই কেমন আছেন, রোজকার দৃশ্যমান গতানুগতিকতার আড়ালে তাঁরা কতটা অসুখী ও উদ্বিগ্ন— কী কারণে। ট্যাংরার পরিবারটি বিপুল আর্থিক ঋণে ডুবে ছিল, বেহালার মধ্যবয়সি পিতা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন অটিস্টিক মেয়ের চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, মধ্যমগ্রামের তরুণী মায়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক অশান্তিই কারণ কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, দেনা বা পারিবারিক অশান্তির দায় তো সেই মানুষগুলিরই, রোগ-অসুখেও সমাজের হাত নেই। কিন্তু সমাজের অবশ্যই দায় আছে এমন এক মানসিক পরিবেশ তৈরির যেখানে এই মানুষগুলি অন্তত কারও সঙ্গে নিজের দুঃখ অশান্তি উদ্বেগ ভাগ করে নিতে পারবেন; যত বড় সমস্যাই হোক, কোনও না কোনও পথ তাঁকে কেউ দেখাবে। উপরের প্রতিটি ঘটনায় এর ব্যতিক্রমই বুঝিয়ে দিয়েছে, এই শহর ও সমাজ একটি সুস্থ সহমর্মী মানসিক পরিবেশ তৈরিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ।

এতগুলি প্রাণ চলে গেল, এতে কি প্রশাসনেরও দায় নেই? সমাজ-মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সমাজও: শাসকের রূঢ়তা, ভ্রুকুঞ্চন ফুটে ওঠে সমাজের নির্মম আচরণে। গণতন্ত্রে সবই নাগরিকের কল্যাণে হলেও ভারতে প্রতি পদে তার অপলাপ চোখে পড়ে— নাগরিকের জীবনযাত্রা এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশাসনের নীতিহীনতা বা দুর্নীতি দ্বারা পীড়িত। সাধারণ নাগরিকের চাওয়া বেশি কিছু নয়— মাস গেলে মাইনে, খাওয়া-পরা, প্রয়োজনে চিকিৎসা। এই সাধারণ চাহিদাটুকুর জবাবে এ রাজ্যের নাগরিকেরা দেখে আসছেন শুধুই প্রশাসনের বাহ্য বাগাড়ম্বর, আর ভিতরে দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতা। যদি পুলিশি তদন্তে জানা যায় যে, বিপুল ঋণভারের পিছনে কোনও রাজনীতি বা ব্যবসার কারবারির যোগ ছিল, অটিস্টিক সন্তানের চিকিৎসার জন্য সরকারের দ্বারে ঘুরেও এক পিতা কিছুই পাননি, তার দায় কি প্রশাসনের নয়? কোন 'জনপ্রতিনিধি' সেই উত্তর দেবেন?

দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমায় পরিবেশ আরও বিপন্ন হচ্ছে

২০২৪: শেষ সতর্কবার্তা

আদিত্য ঘোষ

এক অতি বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রম করল বিশ্ব। ২০২৪ সালে দুনিয়ার গড় তাপমাত্রা প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগের স্তরের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হিসাবে নথিবদ্ধ হল। তাপমাত্রার এই স্তরটির গুরুত্ব বিপুল— এটিই সেই তাপমাত্রা, দীর্ঘ দিন ধরে যাকে সেই সঙ্কটকালের সূচনা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যার পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে মানুষ এবং বেশির ভাগ প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১৮৫০-১৯০০ সালের মৌলিক সময়সীমার তুলনায় প্রায় ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল, যা এটিকে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর করেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়কাল পৃথিবীর উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত, যার মধ্যেও ২০২৪ ছিল উষ্ণতম। যদিও একটি বছর ১.৫ ডিগ্রির সীমা অতিক্রম করা মানে এই নয় যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা স্থায়ী ভাবে এই স্তরের উপরে পৌঁছে গিয়েছে— সে কথা নিশ্চিত ভাবে বলার জন্য কমপক্ষে ১০ থেকে ২০ বছরের গড় প্রয়োজন। তবে ২০২৪ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, এই বিপর্যয় আর সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত নয়, বরং পথ পরিবর্তনের জন্য খুব সামান্য সময়ই আমাদের হাতে রয়েছে। কারণ, এর আগে পূর্বাভাস ছিল যে, ২০৩০ সালের আগে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা এই সীমা অতিক্রম করবে না— কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ছয় বছর আগেই ঘটনাটি ঘটে গেল, যাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস বলেছেন 'ক্লাইমেট ব্রেকডাউন'।

এই সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ হল বিশ্ব জুড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থান। পৃথিবীর সমস্ত দক্ষিণপন্থী নেতা প্রকাশ্যে আর জোর গলায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা থেকে সরে আসার আশ্বাস দিচ্ছেন। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের দখল নিয়েছেন; ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দক্ষিণপন্থী নেতারা ক্ষমতায় আসছেন বা আসার খুব কাছাকাছি রয়েছেন। এই রাজনৈতিক মতাদর্শগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা জলবায়ু নীতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থাগুলিতে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান জলবায়ু পরিবর্তন রোধের প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দিতে পারে, এমনকি তা পুরোপুরি বন্ধও করে দিতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আগের দফায় আমেরিকাকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বার করে এনেছিলেন। তাঁর রাজনীতি মূলত জলবায়ু নীতিগুলিকে দুর্বল করার দিকে কেন্দ্রীভূত। এ বার তিনি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র জলবায়ু গবেষণার তহবিল কমাচ্ছেন, বিপুল কর্মী ও তহবিল ছাঁটাই করেছেন সেন্টারস ফর ডিজ়িজ় কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) থেকে। পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সিকে দুর্বল করছেন; এবং তেল ও গ্যাসের উত্তোলন আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। আমেরিকার সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের দায়ভার বার বার চিনের উপরে চাপানোর চেষ্টা করলেও, ২০২৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ছিল ১৭.২ টন, যেখানে চিনের ছিল ৯.৮ টন। যদিও বিশ্বের সর্বোচ্চ মাথাপিছু নির্গমনকারী মূলত আরব দেশগুলি, কিন্তু তাদের জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে খুবই কম।

ইউরোপেও দক্ষিণপন্থীদের জয়ধ্বজা উড়ছে। জার্মানির সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে সে দেশের দক্ষিণপন্থী দল ২০% ভোট পেয়েছে, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সর্বোচ্চ, আর গত বারের দ্বিগুণ। জার্মানি গত কয়েক দশক ধরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির গবেষণায় অগ্রণী দেশ ছিল, কিন্তু দক্ষিণপন্থী অল্টারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড বা এএফডি দলের উত্থান তার ভবিষ্যৎকে সঙ্কটসঙ্কুল করে তুলতে পারে। এই দলটি জোরদার ভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে, সৌর আর বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করার দাবি তুলছে, এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করছে। যদি এএফডি আরও ক্ষমতা অর্জন করে, তা হলে জার্মানির পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা আর প্রযুক্তি নির্মাণ বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার প্রভাব পড়বে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে।

ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে জলবায়ু সংরক্ষণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলাফল? ২০২৩ সালে বিশ্বের ১০০টি সবচেয়ে দূষিত (বাতাস) শহরের মধ্যে ৮৩টি ছিল ভারতে। সাতটি পাকিস্তান আর বাংলাদেশে। মজার বিষয়, দিল্লি বাদ দিলে এই তালিকাতে ভারতের আর কোনও বড় শহর নেই। দক্ষিণ ভারতের মাত্র তিন-চারটি শহর রয়েছে। এই দূষিত শহরগুলির অধিকাংশই ছোট শহর, এবং আধা-গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে শিল্পের জন্য বিশেষ কর ও দূষণ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে আর পুঁজিপতিদের সুবিধা পাইয়ে দিতে পরিবেশগত বিধিনিষেধ শিথিল করার ফলে ইতিমধ্যেই ছোট আর মাঝারি শহরগুলিতে ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে চলেছে, যার ফল ভয়ঙ্কর বায়ুদূষণ এবং তীব্র জলসঙ্কট, যার মোকাবিলায় কোনও রকম জরুরি পদক্ষেপ করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে যে দেশগুলির উপরে, ভারত তার মধ্যে অন্যতম। এর প্রধান কারণ হল ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান— এটি ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাবের শিকার হবে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই জলবায়ু-সংবেদনশীল জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ অবস্থানগত, জীবিকাগত বা অন্যান্য কারণে যাঁদের উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের চরম প্রভাব পড়ে— প্রায় ৭০ কোটি মানুষ, যা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণ। চরম উষ্ণতা ইতিমধ্যেই দেশের কিছু অংশকে বসবাসের অনুপযুক্ত করে তুলেছে; অনিয়মিত বর্ষা আরও ১০০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাকে বিপর্যস্ত করছে। উপকূলীয় অঞ্চল বা উচ্চ পার্বত্য এলাকার মতো প্রতিবেশ-ব্যবস্থায় দুর্যোগের ঘটনা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা ইত্যাদি। পাশাপাশি, ধীরগতির পরিবেশগত পরিবর্তনও ঘটছে, যেমন মশাবাহিত রোগের বিস্তার, মাটির উর্বরতা ও জলের গুণগত মানের অবনতি, জলসঙ্কট, নগর এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব এবং প্রাণঘাতী বায়ুদূষণ, যা ভবিষ্যতের আরও ভয়াবহ পরিণতির পূর্বাভাস।

প্রসঙ্গত, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল ব্যতিক্রমী। ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত নীতি আয়োগের সাসটেনেব্‌ল ডেভলপমেন্ট গোলস বা এসডিজি-র সূচকে শীর্ষে থেকেছে রাজ্যটি। কেরল দীর্ঘ দিন ধরে সমাজ ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের তুলনায় ভাল ফলাফল করে। এই রাজ্য বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, জনগণ-নেতৃত্বাধীন সংরক্ষণ কার্যক্রম এবং শক্তিশালী জলবায়ু অভিযোজন কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। যদিও এই সূচক নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, বিশেষত এটির পদ্ধতিগত সমস্যা নিয়ে, তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, উত্তর ভারতের চেয়ে কেরলের পরিবেশ সচেতনতা ও জ্ঞান অনেকটাই বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ এড়ানোর শেষ সুযোগ এখনই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি এখন থেকে পৃথিবীব্যাপী জোরালো 'কার্বন নিঃসরণ হ্রাস নীতি' গ্রহণ করা হয়, তা হলে বিশ্বের উষ্ণতা 'প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগের চেয়ে দু'ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি' স্তরের চেয়ে নীচে রাখা হয়তো সম্ভব হবে। তবে যদি দক্ষিণপন্থী সরকারগুলির কারণে জলবায়ু নীতি আরও দুর্বল হয়ে যায়, তা হলে ২.৭ ডিগ্রি বা তারও বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে, যা পৃথিবীতে আরও বেশি তাপপ্রবাহ, বন্যা, খাদ্যসঙ্কট এবং জনবসতি ধ্বংসের কারণ হবে। বিশ্ব জুড়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান এবং জলবায়ু সঙ্কট সম্বন্ধে তাদের অবস্থান বিশ্ব উষ্ণায়ন আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। ২০২৪ আমাদের জন্য সেই অমোঘ সতর্কবার্তা।

বাণিজ্য-যুদ্ধে ক্ষতি, কে বলল

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

শঠে শাঠ্যং'-এর ধারণাটি অর্থবিদ্যার পরিসরে বহুলব্যবহৃত। অর্থাৎ, ইট ছুড়লে পাটকেলটি খেতে হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটাই যুক্তিবাদী মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই কৌশলের বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প— যে দেশে আমেরিকা থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের উপরে শুল্ক যেমন, তিনি সেই দেশ থেকে আমেরিকায় রফতানি হওয়া পণ্যের উপরেও তেমনই শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পারস্পরিক শুল্ক নীতির কথা ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারেও উল্লেখ করেছিলেন। তাই এটা অভাবিত নয়। অযৌক্তিকও নয়। তা হলে সমস্যা কোথায়? সবাই কেন চিন্তিত?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, এবং ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রধান দেশগুলি বরাবরই মনে করে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসর যত মুক্ত হবে, তত মঙ্গল হবে গোটা বিশ্বের। কারণ, অদক্ষ উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা থেকে দক্ষতার সরণিতে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা বাণিজ্য সম্প্রসারণ। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ নানা সময়ে নানা ধরনের কৌশলী বাণিজ্যনীতি প্রয়োগ করেছে সাময়িক লাভের আশায়। কেউ আমদানি শুল্ক বাড়িয়েছে, কেউ তৈরি করেছে শুল্ক-বহির্ভূত অন্যান্য বাধানিষেধ, কেউ আবার উল্টো পথে হেঁটে ডাম্পিং-এর নীতি নিয়েছে। 'ডাম্পিং'-এর অর্থ অন্য কোনও দেশে খুব কম দামে কোনও বিশেষ পণ্য বা পরিষেবা রফতানি করা— যাতে সেই দেশের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রভূত ক্ষতি হয়, এবং তারা শেষে পাততাড়ি গোটায়। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশ পাল্টা ডাম্পিং-এর নীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তুমি যদি আমার দেশীয় অর্থব্যবস্থা ভেঙে দিতে চাও, তা হলে আমিও তোমার উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের শেষ দেখে ছাড়ব!

কোনও দেশ যদি আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্য বা পরিষেবার উপরে শুল্ক আরোপ করে, সে ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ঘোষিত নীতি হল, আমেরিকাও সেই দেশের রফতানির উপরে সমপরিমাণ শুল্ক ধার্য করবে। এতে উভয় দেশের বাণিজ্য ও উৎপাদন একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পর্যাপ্ত বাজারের অভাবে উৎপাদিত দ্রব্য দেশের মধ্যে পড়ে থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট না হলেও গুদামজাত করার ফলে উৎপাদকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। এবং ক্রমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়ার দরুন অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। তুলনায় অদক্ষ উৎপাদন ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হবে শ্রম ও মূলধন। ফলত, ক্ষতি হবে দু'দিক থেকে— এক, উৎপাদন ধাক্কা খাওয়ার দরুন বাড়বে শ্রম ও পুঁজির কর্মহীনতা, যার কুপ্রভাব সুদূরপ্রসারী; দুই, দেশের সামগ্রিক দক্ষতার মাত্রা কমার ফলে অসম্ভব হয়ে উঠবে শ্রম ও পুঁজির সঠিক মূল্যায়ন। সব মিলিয়ে ভুবন জোড়া আর্থিক কল্যাণের মাত্রা আরও নিম্নমুখী হবে।

তা-ই যদি হয়, তবে তো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য একেবারে সমূল উৎপাটিত হওয়ার পথে। ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই? একদমই নয়। তা হলে? আসল কথা হল ভীতি বা হুমকির কৌশল। আমেরিকার মতো দেশের কাছ থেকে এ ধরনের হুমকি আসার মূল অর্থ হল রফতানিযোগ্য দ্রব্যের জন্য অত বড় বাজার হাতছাড়া হওয়া। তাতে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। সেই আশঙ্কাতে সবাই হয়তো এটা ভাববে যে, এর চেয়ে বাণিজ্য শুল্ক কমানোটাই শ্রেয়। এতে পারস্পরিক শুল্ক হ্রাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও তো ঠিক এটাই চায়। এটাই তো বিশ্বায়নের মূল মন্ত্র।

আজকের এই বিশ্বায়িত ভ্যালু চেন বা মূল্যশৃঙ্খলের যুগে কোনও দেশেরই একেবারে 'নিজস্ব' উৎপাদন বলতে কার্যত কিছু নেই— রফতানি বা আমদানি, উভয় ক্ষেত্রেই। বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে থাকা নানা দেশের মধ্যেকার পারস্পরিক ধাপ থেকে এক জন বেঁকে বসলেই গোটা বিশ্বের উৎপাদন ও ভোগের সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেই অভিঘাত সহ্য করার মতো আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো কোনও দেশেরই নেই। তবে বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলে একটা মজার ব্যাপার আছে। প্রত্যেক দেশই উৎপাদনের কোনও একটা স্তরে আমদানি বা রফতানি করে। অর্থাৎ, আমি শুল্ক বসালে তার প্রভাব ঘুরপথে আমার উপরে আসবেই। তা ছাড়া, সমপরিমাণ পাল্টা শুল্কের নীতি যদি সবাই প্রয়োগ করে, তা হলে অবশেষে মূল্যসংযুক্তির পরিমাণ ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, কার্যকর শুল্কের সর্বশেষ হার হবে শূন্য। শুল্কের হার শূন্য হওয়া মানে তা উদার বাণিজ্যের চরম সীমা। তা হলে কি বাণিজ্য যুদ্ধ, পারস্পরিক-শুল্ক ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্বকে প্রচ্ছন্ন হুমকির মাধ্যমে পুরোপুরি মুক্ত বাণিজ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের রফতানি বেশি, আমদানি কম। শুল্কের হারের তফাতের কারণেই আমাদের এখনও খানিকটা বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। পারস্পরিক শুল্ক নীতির ফলে এই উদ্বৃত্ত কিন্তু কমে শূন্যে নেমে যেতে পারে। অন্য দিকে, চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮৫ বিলিয়ন ডলার। পুরোপুরি মুক্ত বাণিজ্যের আবহে এঁটে ওঠার মতো দক্ষতা আমরা এখনও অর্জন করে উঠতে পেরেছি কি না, সে সন্দেহ তাই খানিক থেকেই যায়। তবে মুক্ত বাণিজ্য থেকে মুখ লুকিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করলে সেটা হবে চরম মূর্খামি। বাস চলতেই থাকবে— আপনি না উঠলে অন্য কেউ উঠবে। কয়েক দশক আগে যেমন উঠেছিল হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান।

অর্থনীতি বিভাগ, সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা

দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

বিচক্ষণতার পরিচয়

দেবাশিস ভট্টাচার্যের লেখা 'উৎস যদি না বাহিরায়...' (৩০-১) প্রবন্ধ বিষয়ে কিছু বক্তব্য। তদন্তে গাফিলতি, সাধারণ জনগণের উত্তর না পাওয়া একাধিক প্রশ্ন, মৃত্যু রহস্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের উত্থাপন অবান্তর; প্রায় সকলেই এ বিষয়ে কমবেশি অবগত। তবে ব্যক্তিগত ধারণা হল, চরম শাস্তি হলে শাসক দল স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলত। কোর্টের পুরো রায় পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, আদালত আইনরক্ষক ও তদন্তকারীদের দিকে যে ভাবে অভিযোগের আঙুল তুলেছে, তাতে এটি স্পষ্ট— সঞ্জয় চরম দণ্ড পেয়ে গেলে, আরও তদন্ত এবং সুবিচারের সম্ভাবনা— যদি এখনও একটু ক্ষীণ আশা থাকে, তলিয়ে যেত গভীর জলে। তার সঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপুল দুর্নীতির বিষয়টিও চাপা পড়ত। তড়িঘড়ি করে মৃতার দেহ দাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগটি তদন্তের আওতায় না নেওয়া, মৃত্যুর পিছনে উদ্দেশ্যের নিশ্চিতকরণের জন্য সূত্র সংগ্রহ না করা— এই ধরনের অসংখ্য তদন্তের গাফিলতি যা প্রকাশ পেয়েছে, এমতাবস্থায় সঞ্জয়ের প্রাণদণ্ড না দেওয়া এই মুহূর্তে বিচারকের বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে শাসক দলের শিরে সংক্রান্তি! তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উচ্চ আদালতে যাওয়ার, যাতে পথে পড়ে থাকা কাঁটাটি আইনসিদ্ধ ভাবে উপড়ে ফেলার আদেশ মেলে। সব কিছুতেই কেমন যেন ধোঁয়াশা।

মহাশ্বেতা দেবীর উদ্ধৃতি মনে পড়ে, "জীবন গণিত নয় এবং মানুষ রাজনীতির জন্য তৈরি হয়নি। আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই এবং শুধু দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।" আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন তাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থার অব্যবস্থা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহু দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভও তো আছড়ে পড়েছিল রাজপথে! জনগণের সেই প্রতিবাদী স্বর যেন ধোঁয়াশাতে মিলিয়ে না যায়।

সুপ্রিয় দেবরায়
ভদোদরা, গুজরাত

ব্যর্থতা শাসকের

দেবাশিস ভট্টাচার্যের লেখা 'উৎস যদি না বাহিরায়...' প্রসঙ্গে কিছু কথা। ফৌজদারি মামলায় মোটিফ বা অপরাধপ্রবণ মানসিকতাও খতিয়ে দেখা হয়। ঘটনা এক হলেও এই 'মোটিফ' আলাদা রকমের হতে পারে। তাই প্রতিটি আপাতসদৃশ ঘটনায় একই রায় আশা করা কিন্তু উচিত নয়।

আর জি কর মামলায় বিচারকের রায় নিয়ে সমালোচনা করে এ ভাবে 'মিডিয়া ট্রায়াল' সৃষ্টি করা ঠিক নয়। বরং উচ্চ আদালতে গিয়ে রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তিযুক্ত। কারণ দেশের সংবিধানে সব কিছুরই একটা পদ্ধতি আছে। বিচারব্যবস্থাকে তো শাসন বিভাগের দেওয়া রিপোর্টের উপর অনেকখানি ভরসা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা পেশ করেছে সিবিআই, যাদের বিচারপতিরা এক সময় খাঁচায় বন্দি তোতাপাখি বলেছিলেন, আর ছিল সেই পুলিশ রিপোর্ট যাদের প্রতি দিন উচ্চ আদালতে ভর্ৎসিত হতে হয়। এদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই তো বিচারপতিকে বিচার করতে হয়েছে। ফলে ব্যর্থতা যদি কিছু থাকে সেটা আসলে শাসকেরই নয় কি?

দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিচারের প্রতি আস্থাশীল থাকা আমাদের দরকার। নিজের আবেগের সপক্ষে বিচার পাওয়া যায় না। বিচারের বাণীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধও থাকে। সস্তা রাজনীতি আর বিচারের আদর্শ কখনও এক নয়। সত্যের সন্ধানে অনেক দূর যাত্রা করতে হয়। প্রয়োজনে আরও সময় লাগে তো লাগবে। কিন্তু সত্যের এক দিন জয় হবেই।

তন্ময় কবিরাজ
রসুলপুর, পূর্ব বর্ধমান

বিচারের প্রতীক্ষা

'উৎস যদি না বাহিরায়...' প্রবন্ধটিতে কিছু স্পষ্ট কথা প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য ও সিবিআই আলাদা ভাবে হাই কোর্টে গিয়েছে। এই রায়টি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ্যে এনেছে। তদন্ত নিয়ে পুলিশ এবং সিবিআই-এর ভূমিকা কতটা গ্রহণযোগ্য বা সন্দেহজনক সেটা নিয়েও অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে সাক্ষীদের একাংশের বয়ান ও বক্তব্য নিয়ে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে আরও অনেক জেরা করার প্রয়োজন ছিল বলে আদালতেরও মনে হয়েছে। ঘটনার ডায়েরি লেখায় অহেতুক বিলম্ব করা, ময়নাতদন্তে বহু ত্রুটি, ঘটনাস্থলকে চিহ্নিত না করা বা চিহ্নিত হলেও সেই জায়গাটিকে ঠিকঠাক সংরক্ষিত না করা যেমন রয়েছে, তেমনই আবার আদালতের বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেওয়ার বিষয় রয়েছে বা প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদেহ তড়িঘড়ি সৎকার এবং আর জি করের ভাঙচুর নিয়ে ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে প্রচুর সন্দেহের কারণ আছে বলে অনেকেরই মনে হচ্ছে।

চার্জশিটে এখনও পর্যন্ত এক জনের নামই দিয়েছে সিবিআই। পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার কথা, যা জমা পড়েনি। শুধুমাত্র ফাঁসি হবে না যাবজ্জীবন হবে, সেই বিষয়ে বিতর্কে তেমন আগ্রহ নেই। জনগণ কিন্তু চেয়ে আছে এই উত্তর পাওয়ার আশায় যে, তা হলে কি শুধু সঞ্জয় রায় একা দোষী? না কি আরও অনেকে যুক্ত আছে? থাকলে, তারা কোথায়? এ কথা তো বলার অপেক্ষা থাকে না, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাও খুবই গুরুতর অপরাধ। সে ক্ষেত্রে যাঁদের নাম আসছে বা ইতিমধ্যে এসেছে তাঁদের ডেকে যথাযথ তদন্ত করা হচ্ছে না কেন বা সিবিআই আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে না কেন— সেই প্রশ্নও রয়ে গিয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে হারিয়েছেন, তাঁদের তো জীবনের একমাত্রই লক্ষ্যই হল সন্তান যেন বিচার পায়। জনগণও চায় আসল অপরাধীরা সামনে আসুক।

যে আন্দোলনের ঢেউ আর জি কর কাণ্ডে দেখা গেল, মানুষ তা সহজে ভুলে যাবে না; সেই আগুন জ্বলবে যত দিন না চিকিৎসক বিচার পাবেন। ন্যায়সঙ্গত বা উচিত কাজ করতে না পারার জন্য অন্যদের বা অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের ত্রুটিগুলো সামনে এনে কি নতুন করে অনুসন্ধানের বিষয়ে ভাবা যায়? অহেতুক কাউকে হেনস্থা করা কি কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্রের নৈতিক বোধের পরিচয়?

মানুষমাত্রই স্বপ্ন দেখে এবং আশা নিয়ে বাঁচে। ঘুণ-ধরা সমাজ হলেও বহু মানুষ এখনও মানুষের পাশেই এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে থাকে। সেই ক্রান্তির আগুন এখনও জ্বলছে। হয়তো তা জ্বলবে যত দিন না পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রকৃত সুবিচার পাওয়া যাবে। আজ সকল নাগরিক আশায় দিন গুনছে, সকলেই এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়।

সোমা বিশ্বাস
কলকাতা-৭৬

প্রশ্ন রইল

দেবাশিস ভট্টাচার্যের লেখা 'উৎস যদি না বাহিরায়...' প্রবন্ধটির শিরোনাম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই উৎস খুঁজে বার করার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছে, আর তাদের যারা নিয়ন্ত্রণ করছে, বোঝাই যাচ্ছে তারা তো উৎস বার করার পক্ষে নয়! তাই অনেক ঢাকঢোল পিটিয়েও উৎস বার করা গেল না। কারাগারে রইল সেই এক জন, যাকে সিবিআই তদন্তের আগেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল রাজ্য প্রশাসন। বিচারের পর শুরুতেই যেমন বলেছিলেন তেমনই আবারও তার ফাঁসির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে সরব হতে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল যে কেন এক জন কর্মরত ডাক্তার-ছাত্রীকে তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হল? যত দিন আন্দোলনের জোয়ার ছিল তত দিন তবু মানুষের মনে সুবিচারের কিছুটা আশা ছিল, আন্দোলনের চাপে শাসকরা না চাইলেও ন্যায্য দাবিগুলিকে অন্তত অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে যেতেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অপরাধীরা আবার আড়াল খুঁজে নিল বলেই মানুষের মনে হচ্ছে।

অনুরূপা দাস
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১০০

পাখী হত্যার মামলা

হাড়কাটা গলিতে কুসুমবালা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাহার একটা টিয়াপাখী মারিয়া ফেলার অভিযোগে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে চুনী লাল নামক এক ব্যক্তির নামে নালিশ করে। সে বলে, আসামীর সহিত তাহার ঝগড়া হয়, তাহার ফলে আসামী আক্রোশ বশে তাহার আদরের টিয়াপাখীটি মাটিতে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। আসামীর নামে পরোয়ানা জারীর হুকুম হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা বৃহস্পতিবার
২০শে ফাল্গুন ১৩৩২
ইং ৪ মার্চ ১৯২৬
৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

এক নজরে

মন্দির উদ্বোধনে কড়া নিয়মাবলি

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ৩০ এপ্রিল। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, উদ্বোধনের সময় সেখানে গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। ২৮ এপ্রিল বিকেল ৩টের মধ্যে বণিকমহলের ইচ্ছুক সবাইকে সেখানে পৌঁছতে বলেন তিনি। মমতা বলেন, “ভিড়ে পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হোক, তা চাই না। আমিও এই নিয়ম মেনে যাব। সবিস্তার বৈঠক করে হবে। মন্দিরের ৩-৪ কিলোমিটারের মধ্যে গাড়ি চলবে না।” মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দোল এবং হোলি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করবে কলকাতা পুরসভা। ১২ মার্চ ধনধান্য স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। জেলাগুলি থেকেও অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৪ এপ্রিল কালীঘাটের নবরূপে সজ্জিত কালী মন্দির এবং নতুন স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুনানির ভার

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন নগরপাল বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে আর জি করের নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠালেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম। সাধারণত, প্রধান বিচারপতি নিজেই জনস্বার্থ মামলা শোনেন। তবে এই মামলা থেকে ‘ব্যক্তিগত কারণে’ অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। বিনীতের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে ইতিমধ্যে হলফনামায় জানিয়েছে রাজ্য।

সাফাই-নির্দেশ

নবান্নের বৈঠকে সোমবার পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে সাফাই ও কর্মী নিয়োগ নিয়ে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, সর্বত্র কেন্দ্রীয় ভাবে ময়লা তোলার কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “অনেকে অর্থ দফতরের অনুমোদন ছাড়া নিজেদের লোকেদের নিয়োগ করছে। পরে তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন। এটাই চাই না।”

নিশানায় রাজভবন

রাজভবনে ফাইল আটকে রাখার অভিযোগ ফের শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সোমবার নবান্নের বৈঠকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজভবন অনেক ফাইল আটকে রেখেছে এখনও। বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে তথ্যও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বদলের বার্তা

দুর্গাপুর এবং হলদিয়ায় শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বদলের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিল্প মহলের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং প্রদীপ মজুমদারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, দুর্গাপুর এবং হলদিয়ার ওই সংগঠনের সভাপতি শীঘ্রই বদল করা হবে। অন্য কিছু জায়গাতেও একই পদক্ষেপ করা হবে।

কারখানায় মৃত্যু

ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হল সোমবার দুর্গাপুরের কোকআভেন থানা এলাকার একটি বেসরকারি কার্বন ব্ল্যাক প্রস্তুতকারী কারখানায়। জখম আরও দুই ঠিকা শ্রমিক। মৃতের নাম সাধন বাউরি (৪৯)।

উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিন পুলিশ গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল পরীক্ষার্থীদের। শহরের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে। ছবি: সুমন বল্লভ

সর্বত্র মেটাল ডিটেক্টর, মোবাইল মিলল তবুও

নিজস্ব সংবাদদাতা

এ বার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রত্যেক কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা রেখেছিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মূলত মোবাইল নিয়ে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও এক পরীক্ষার্থী মোবাইল-সহ ধরা পড়ল সোমবার, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটি হাই স্কুলের ছাত্রের পরীক্ষার সিট পড়েছিল কামারহাটি সাগর দত্ত ফ্রি হাই স্কুলে। পরীক্ষা চলাকালীন তার কাছে মোবাইল মেলে। চিরঞ্জীব বলেন, “ওই পরীক্ষার্থীর সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ওই পরীক্ষার্থী ফোন নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করলেন, স্কুলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।”

প্রশ্নপত্র যেন কোনও ভাবেই ফাঁস না হয়, তা নিশ্চিত করতে ‘রিভার্স জ্যাকেট’ নামে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। চিরঞ্জীব জানান, ‘রিভার্স জ্যাকেট’ ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পরে দেখবেন সেটির প্রথম ও শেষ পাতা জোড়া লাগানো রয়েছে। ওই জোড়া পাতা স্কেল বা পেনসিল দিয়ে খুলতে হবে। তিনি বলেন, “কোনও স্তরেই যেন প্রশ্ন কেউ খুলতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে প্রশ্নের প্রত্যেক পাতায় কিউআর কোড তো রয়েছেই।”

জেলায় জেলায় উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলা প্রশ্নপত্র নিয়ে খুশি অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা নজরদারি করেছেন। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় কয়েক জন পরীক্ষার্থী অসুস্থ থাকায় হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দেন। নদিয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দফতর সূত্রে খবর, প্রথম দিনে ৬২৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। যার বেশির ভাগই ছাত্রী।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক নির্বিঘ্নেই হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের কালচিনির হাসিমারা এলাকায় একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রায় ৫০০ মিটারের মধ্যে দেখা যায় ১৬টি হাতিকে। সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান বনকর্মীরা। বাঁকুড়ার হাতি উপদ্রুত এলাকায় বন দফতর ও প্রশাসনের তরফে গাড়ির ব্যবস্থা ছিল।

যাদবপুর-কাণ্ডের আঁচ পড়ে নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মাল্টিপারপাস স্কুলে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই স্কুলের প্রাক্তনী। এই স্কুলে এ বার উচ্চমাধ্যমিকের সিট পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, স্কুলের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী কালো ব্যাজ পরে এসেছেন এবং সেখানে লেখা রয়েছে ‘ছিঃ’। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, “যাদবপুরে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আমাদের স্কুলের প্রাক্তনী। আমরা সব সময় প্রাক্তনীর পাশে দাঁড়াই। তাই প্রত্যেকেই ‘ছিঃ’ লেখা ব্যাজ পরেছি।”

ছাত্র ধর্মঘটে বিক্ষিপ্ত অশান্তি, মিশ্র প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোথাও প্রভাব নেই, কোথাও আবার ছাত্র সংঘর্ষে ধুন্ধুমার। ছাত্র ধর্মঘটে সোমবার দুই ছবিই দেখা গেল জেলায় জেলায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে এ দিন ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল এসএফআই এবং ডিএসও। এ দিনই শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক। তবে সেই পরীক্ষাকে ধর্মঘটের বাইরে রাখার ঘোষণা ছিল। মূলত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।

সকালেই মেদিনীপুর কলেজ চত্বরে সংঘর্ষে জড়ায় এসএফআই এবং টিএমসিপি। পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও দু’পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় ডিএসও-র পড়ুয়াদের। এসএফআইয়ের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক রণিত বেরার নালিশ, “তৃণমূলের একদল গুন্ডা আমাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে পুলিশের সামনেই।” মেদিনীপুর কলেজ চত্বরে ধর্মঘটের সমর্থনে টাঙানো পোস্টার ছিঁড়তে দেখা গিয়েছে টিএমসিপির জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। তাঁর দাবি, “এসএফআই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম।” এসএফআইয়ের দাবি, এক জনের মাথা ফেটেছে। দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ। ডিএসও-র জেলা সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর ঘাঁটার অভিযোগ, “আমাদের শান্তিপূর্ণ পিকেটিংয়ে পুলিশ হঠাৎ আক্রমণ করেছে।” জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।” পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে এ দিন টিএমসিপি ও ডিএসও হাতাহাতিতে জড়ায়।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ডিএসও সমর্থককে মারধর। অভিযোগ উঠেছে টিএমসিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ছবি: গৌতম প্রামাণিক

অশান্তি বাধে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও। ডিএসও-র বিক্ষোভ চলাকালীন টিএমসিপি-র ছেলেরা বহিরাগতদের এনে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। ডিএসও-র জেলা সভাপতি সুরজিৎ দাসের দাবি, “জেলা নেতা সুব্রত মণ্ডলকে বেধড়ক মেরেছে। মহিলা কর্মীদের গালিগালাজ করেছে। ফরাক্কা কলেজের সামনেও পিকেটিং করতে দেয়নি তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।” উপাচার্য জানে আলম বলেন, “ছাত্র ধর্মঘটে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। সুষ্ঠু ভাবে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষাও হয়েছে।” পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, তাঁরাও অভিযোগ পাননি। এ দিকে, মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি নাজমুল মিঞা সানসাইনের বক্তব্য, “উচ্চ মাধ্যমিক চলছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে। এমন সময়ে কোনও ছাত্র সংগঠন ধর্মঘট ডাকতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরা সাড়াও দেননি।”

কোচবিহার শহরে জেনকিন্স স্কুলের মোড়ে আবার উচ্চ মাধ্যমিক শুরুর আগেই টিএমসিপি ও ডিএসও কর্মীদের হাতাহাতি বাধে। ডিএসও-র জেলা সম্পাদক আসিফ আলম-সহ দু’জনকে টিএমসিপি সদস্যেরা প্রচণ্ড মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে ডিএসও-র ছেলেরা বাস আটকালে টিএমসিপি কর্মীদের সঙ্গে মারপিট হয়। এর বাইরে ছাত্র ধর্মঘটের তেমন প্রভাব পড়েনি জেলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

শাসকের

পৃঃ ১-এর পর

সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, “আগে দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন এক মিনিটে ঠান্ডা করে দেওয়া যাবে। এখন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরাও বলছেন এক ঘণ্টায় দখল করে নেবেন। বিজেপি বলছে, সব ভেঙে দেওয়া হবে। বিজেপি আর তৃণমূলের একই সুর। নতুন কিছু তৈরির সামর্থ্য ওঁদের নেই, যা আছে, তাকেও ধ্বংস করতে চান। বাংলার মানুষই এই চেষ্টা রুখে দেবেন।”

বারুইপুরে এ দিনই সিপিএমের জেলা দফতরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বারুইপুর কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার সময়ে কার্যালয়ের ভিতরেই ছিলেন সিপিএম নেতা সুজন-সহ অন্যেরা। অশান্তির খবর পেয়ে পুলিশ এসে টিএমসিপি-র সদস্যদের সরিয়ে দেয়। পরে সিপিএম কর্মী-সমর্থকেরা তালা ভেঙে দেন। ঘটনার প্রতিবাদে সুজন, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়দের নেতৃত্বে এলাকায় মিছিল করে সিপিএম। সুজন বলেছেন, “হামলা, অসভ্যতার অপচেষ্টা দলের কর্মীরাই রুখে দিয়েছেন। ছাত্রদের বিক্ষোভের উপরে গাড়ি চালিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বাহিনী যে অসভ্যতা করেছে, তার অনুপ্রেরণাতেই তৃণমূলের এমন কাজ।” তৃণমূল পরিচালিত বারুইপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান গৌতম দাস পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, “কোনও নেতাকেই ঢুকতে দেব না! ব্রাত্য বসুর সঙ্গে যা করা হয়েছে, সেই তুলনায় সিপিএম নেতাদের কিছুই করা হয়নি!”

এরই পাশাপাশি তৃণমূল ও বামে শুরু হয়েছে ভিডিয়ো-যুদ্ধ। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চাকায় ইন্দ্রানুজের জখম হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি করেছিলেন, “সিপিএম মিথ্যাচার করছে।” পাল্টা ঘটনার আরও ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে এসএফআই-এর সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য এ দিন বলেছেন, “দু’দিন ধরে তৃণমূল মিথ্যা ভিডিয়ো ছড়াচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলেছেন, তাঁর গাড়ির তলায় এক জন ছাত্র চলে গিয়ে জখম হওয়ায় তিনি দুঃখিত!” ইন্দ্রানুজও দাবি করেছেন, “শিক্ষামন্ত্রীই গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।” এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেফতারির দাবিতে ডাকা তাঁদের ধর্মঘটে তৃণমূল ও পুলিশের ‘যৌথ হামলা’র প্রতিবাদে আজ, মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে মাইক ছাড়া বিক্ষোভ দেখানো হবে।

জখম ইন্দ্রানুজের সঙ্গে এ দিন দেখা করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) ছাত্র সংসদের নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং আচার্য ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন, “শিক্ষার আঙিনায় রক্তপাত কাম্য নয়। সরকার ও উপাচার্যকে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যপালকে এগিয়ে আসতে হবে। ধৈর্য সহকারে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।” আর প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়ের দাবি, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা ছাত্র-ছাত্রীদের মারধর করতে নেমেছে। তৃণমূলও রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিরোধীদের উপরে হামলা করছে।”

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘নৈরাজ্যে’র অভিযোগ তুলে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে এ দিন গোলপার্ক থেকে মিছিল করেছেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ দাবি করেছেন, “নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সামনে আসা মাত্রই নজর ঘোরাতে বাম-অতি বামেদের দিয়ে পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হল।” কার্যত একই সুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, “হিন্দু ভোট ভাগ করতে সিপিএমকে তোল্লাই দিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।”

রাতে পথে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

জাতীয় সড়কের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত নজরদারি এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন সভাঘরে শিল্প সংক্রান্ত একটি বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ, নজরদারি বাড়াতে হবে ট্র্যাফিক সংক্রান্ত বিষয়ে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে থাকতে হবে সিসি ক্যামেরা।

কয়েক দিন আগে জাতীয় সড়কের উপর হওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ এ দিন তিনি না টানলেও, প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের অনুমান, সেই ঘটনার রেশই থেকে গিয়েছে তাঁর নির্দেশের নেপথ্যে।

জাতীয় সড়কে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় (২৭)। যা নিয়ে শোরগোল হয়েছে বিস্তর। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেও, পুলিশের উদ্দেশে সড়ক নিরাপত্তার নির্দেশটি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনায় নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে। যাঁদের কাজ দিন এবং রাতের ব্যবস্থাপনায় নজর রাখা। মমতা বলেন, “ওয়াচ-টাওয়ারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে রাতে তা থেকে নজরদারি রাখতে হবে। ব্ল্যাক-স্পটগুলিতে (দুর্ঘটনাপ্রবণ চিহ্নিত এলাকা) থাকতে হবে সিসি ক্যামেরা।”

প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য, পূর্ত এবং পরিবহণ দফতরের সঙ্গে পুলিশ সম্মিলিত ভাবে এই ‘ব্ল্যাক স্পট’ নির্ধারণ করে থাকে। সেই এলাকার সুরক্ষার জন্য থাকার কথা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। যাতে সাধারণ যাত্রীরা সেই জায়গাগুলি নিরাপদে পার হতে পারেন। সেই কাজই যাতে আরও দক্ষতার সঙ্গে করা হয়, এ দিন সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে নিছক দুর্ঘটনা বললেও সেই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা অনেকটাই। অতীতে রাতে পুলিশি টহলের ব্যবস্থা চালু করেছিল রাজ্য সরকার। সে জন্য পুলিশের বিশেষ বাহিনী এবং গাড়িও প্রস্তুত হয়েছিল। তার পরেও এমন ঘটনা কেন ঘটবে, তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। যার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই দিক থেকে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ আধিকারিকদের অনেকে।

‘হামলা’য় অভিযুক্ত

পৃঃ ১-এর পর

শিক্ষাবন্ধুদের দফতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দেখা গেলেও বিনয়ের বাড়িতে কোনও গোলমালের চিহ্ন মেলেনি। যাদবপুরের শিক্ষক মহলের একাংশের বক্তব্য, কয়েক জন ছাত্রের শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার রীতিমতো উগ্র চেহারা নেয় বলে জানা গিয়েছে। ওয়েবকুপার সঙ্গের কয়েক জন শিক্ষকের ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু অনেকে বলছেন, পুলিশ যে ভাবে অভিযোগ সাজিয়েছে, তাতে ছাত্রদের প্রতি এক ধরনের প্রতিহিংসার মনোভাব প্রকট হচ্ছে। ওয়েবকুপার সদস্যদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রও বলছে, কয়েকটি অভিযোগ লেখার মধ্যে তাড়াহুড়োয় ভুল হয়েছিল। যেমন, মহম্মদ সাহিল আলি বলে যাদবপুরের প্রাক্তনী আদৌ শিক্ষাবন্ধুদের দফতরে ভাঙচুরে ছিলেন কি না, তা নিয়ে নানা মহলে সন্দেহ রয়েছে।

একই ভাবে যাদবপুর-কাণ্ড ঘিরে যে বিভিন্ন অভিযোগ লেখা হয়েছে, তাতে ঘুরে-ফিরে কয়েকটি নামই রয়েছে। তাঁরা আইসা, ডিএসএফ, আরএসএফ-এর মতো ছাত্র সংগঠনে জড়িত। ফেটসু বা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেও কারও কারও যোগসূত্র রয়েছে। পুলিশ ব্রাত্য বসুকে বাধা দেওয়ার বা আটকে রাখার অভিযোগ লিখেছে কয়েক জন ছাত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সঙ্গে যাদবপুরের এক শিক্ষিকার সঙ্গে অভব্য ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। কে সেই শিক্ষিকা, জানা যায়নি। ব্রাত্যের হাতের ঘড়ি ছিনতাইয়ের অভিযোগও লেখা হয়। তবে ব্রাত্যের দাবি, তাঁর ঘড়ির ব্যান্ড ধস্তাধস্তিতে খুলে যায়। যাদবপুরের এক ছাত্রের নামে অভিযোগ লেখা হয়েছে, কিছু ছাত্রছাত্রী তাঁকে মারধর করে তিন হাজার টাকা লুট করে।

সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রসায়নের অধ্যাপিকার তরফে লেখা অভিযোগে বলা হয়েছে, কিছু ছাত্র তাঁর সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করেন। প্রতিবাদ করলে মারধর করে গলার সোনার হার খুলে নেওয়া হয়। পুরুলিয়া থেকে তিনি এ দিন বলেন, “শিক্ষামন্ত্রীকে মারধরের চেষ্টা চলছিল বলে আমরা ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই আমায় মার খেতে হয়। সোনার হারও খোয়া গিয়েছে।” তবে তিনি জানান, অভিযুক্তদের নাম লিখতে যাদবপুরের পরিচিতরাই সাহায্য করেন।

ওয়েবকুপার তরফে এ দিন দাবি করা হয়েছে, ইন্দ্রানুজ ব্রাত্যের গাড়িতে আদৌ আহত হননি। তাঁদের বক্তব্য, গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও স্কুটারের ধাক্কায় ইন্দ্রানুজ আহত হন। ইন্দ্রানুজের ঘনিষ্ঠ মহল এবং পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, ব্রাত্যের গাড়ির ধাক্কাতেই ওই ছাত্র আহত হন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে পুলিশ একটি অভিযোগ লিখেছে, তাতে যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গনে গাড়ির ধাক্কায় এক জনের আহত হওয়ার কথা লেখা হয়। তবে তাতে মন্ত্রীর নাম আসেনি।

এ পর্যন্ত যাদবপুর-কাণ্ডে আটটি অভিযোগ লিখেছে পুলিশ। দু’টি স্বতঃপ্রণোদিত, অধিকাংশ ওয়েবকুপা বা শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত কারও তরফে। একটি অভিযোগ গাড়ির ধাক্কা সংক্রান্ত। কিন্তু যাদবপুরের ছাত্রেরা ব্রাত্য বসু ও ওয়েবকুপার কিছু শিক্ষকের নামে বিপজ্জনক আচরণ বা খুনের চেষ্টার অভিযোগ জমা দিলেও, তা নথিভুক্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের সূত্রের দাবি, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, অভিযোগ এলেই মামলা না-ও হতে পারে। বিষয়টি অনুসন্ধানের স্তরে আছে।

ডেউচা প্রকল্পে আশ্বাস, প্রশ্নও

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডেউচায় এখনও বেশ কিছু জমি লাগবে। এ কথা জানিয়ে সোমবার নবান্নে শিল্প সংক্রান্ত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, ইচ্ছুকরা জমি দিলে ক্ষতিপূরণ ও চাকরি দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, “ইতিমধ্যে ১০০০ চাকরি দেওয়া হয়েছে। জমিদাতাদের যাঁদের বয়স ১৮ হয়নি, তাঁরা আপাতত মাসে ১০ হাজার করে টাকা পাচ্ছেন। ১৮ বছর হলেই তাঁরা টাকা পাবেন। যাঁরা জমি দেবেন, তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাবেন যথাযথ।”

এ দিনই ‘পশ্চিমবঙ্গে পাথরশিল্প, সিলিকোসিস ও ডেউচা-পাঁচামি’ নামে একটি গণ-কনভেনশন হয় ভারতসভা হলে। উদ্যোক্তা সিটু, এআইটিইউসি, আইএফটিইউ, এআইসিসিটিইউ, এডব্লিউবিএসআরইউ, ইউটিইউসি-সহ নানা সংগঠন। বক্তা ছিলেন অনাদি সাহু, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিপ্লব ভট্ট, আশিস দাশগুপ্ত, দিবাকর ভট্টাচার্য, গৌতম মণ্ডল, অমল হালদার প্রমুখ। ওই খনি প্রকল্পের ‘এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট’ ও বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট প্রকাশের দাবি ওঠে।

শিল্পে তোলাবাজি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি বৈঠকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্যের গত বাণিজ্য সম্মেলনে (বিজিবিএস বা বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলন) শিল্পায়ন ও তার সমান্তরালে কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমান্তরালে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জমি সমস্যার অভিযোগে সরব ছিলেন বিরোধীরাও। সোমবার শিল্পের একজানলা সহায়তা হিসেবে গঠিত সরকারি ‘সিনার্জি কমিটির’ বৈঠকে তোলাবাজি থেকে জমির জোগাড়, আধিকারিকদের দায়বদ্ধতা থেকে সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ—এই সব প্রসঙ্গেই সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্তাকে কার্যত সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন একটি পোর্টালেরও উদ্বোধন করেছেন মমতা। যেখানে বিনিয়োগকারী শিল্প স্থাপনের আবেদন করতে পারবেন। তাতে সময়ের মধ্যে সব ছাড়পত্র বা সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে রাজ্য।

মমতা বলেন, “কোনও শিল্প করার জন্য কেউ কিছু চাইলে দেবেন না। প্রয়োজন নেই। সরকার কারও কাছ থেকে নিয়ে কাজ করে না। রেলমন্ত্রক সামলে এসেছি। কেউ কোনও কথা বলতে পারেনি। মানুষের স্বার্থে কোনও প্রকল্পে এক টাকা নেওয়াও অপরাধ। মানুষ ভালবেসে কোনও পার্টিকে সহযোগিতা করতে চাইলে চেকে দিতেই পারে। তার জন্য পদ্ধতি রয়েছে স্বচ্ছতা মেনে। কিন্তু স্থানীয় কোনও নেতা কিছু বললে আমাদের জানান। পদক্ষেপ করা হবে।” মমতার সংযোজন, “কে আমার লোক, কে অন্যের, দেখার প্রয়োজন নেই। সমস্যার সমাধানই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।”

এই সূত্রেই জমির প্রসঙ্গ টেনে আধিকারিকদের একাংশকে সতর্ক করেন মমতা। জানান, শিল্পের প্রশ্নে জমি অন্তরায় হচ্ছে। দমকল এবং পরিবেশ দফতরও কাজে গড়িমসি করছে। জমির ‘কনভারশন’ বা ‘মিউটেশন’ অর্থের বিনিময়ে কেন হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। ভূমিসচিব বিবেক কুমারকে শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার বার্তা দিয়ে তাঁরর নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে অনুমতি (শিল্প আবেদনকারীকে) দিতে হবে। কোথায় কী কাজ হচ্ছে বা আটকে থাকছে, তা নজরদারি করতে ‘রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং সিস্টেম’ তৈরি হবে মুখ্যসচিবের অধীনে। কোন দফতরের অধীনে কত জমি পড়ে আছে, সেই তথ্য তিন দিনের মধ্যে সরকারকে দিতে হবে। তাঁর বার্তা, “কাজে যে দেরি করবে, তাকে পস্তাতে হবে। গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্যৎ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অনেক দফতর খবরই রাখে না তাদের হাতে থাকা জমির। অনেক জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। যে সময়ের মধ্যে তথ্য দেবে না, তার পদে থাকার অধিকার নেই। অনেকে নিচুতলার কর্মীদের উপর সব ছেড়ে বসে থাকে। এ সব চলবে না।” মমতার সংযোজন, “গতি, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বজায় রাখাই সিনার্জি কমিটির লক্ষ্য। যে যে পদে রয়েছেন, তাঁকে সেই পদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।”

গত সাতটি বিজিবিএস-এ ১৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাবের ১৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ হয়ে গিয়েছে বলে আগেই দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন মমতার দাবি, শেষ অষ্টম বিজিবিএস-এর পর থেকে এ পর্যন্ত ১০০৫ শিল্প-আবেদনকারীকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং পরিবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু করার ছাড়পত্র পেয়েছে ১০২৬টি আবেদন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, এই সময়ের মধ্যেই ১১টি সংস্থার প্রায় ২১ হাজার ৫০৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব কার্যকর হয়েছে। তাঁর কথায়, “আরও পাঁচটি ইস্পাত কারখানার প্রস্তাব রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার। তাতে ৫০ হাজার চাকরি হবে।”

শ্রমিক সংগঠনগুলিকেও সতর্কবার্তা দিয়ে মমতার অনুরোধ, “ব্যক্তিগত স্বার্থে অযথা সমস্যা তৈরি করবেন না। শ্রমিকদের কোনও সমস্যা হলে কথা বলে সমাধান করবেন।” শিল্প মহলের উদ্দেশেও মমতার বার্তা, “হঠাৎ করে ৫০০ লোক ছাঁটাই করে দিলেন, এটা চলবে না। কথা বলতে হবে, দরকারে শ্রম দফতরের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

মমতার দাবি, যাঁরাই জমি চাইবেন, তাঁরা তা পাবেন। ক্ষুদ্র শিল্পের অধীনে ১১৮ একর এবং রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের কাছে প্রায় ১৫০০ একর জমি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া প্রস্তাবিত ছ’টি আর্থিক করিডরের আশপাশে প্রায় তিন হাজার একর জমি থাকার কথাও জানিয়েছেন মমতা। প্রসঙ্গত, বিরোধীরা বিনিয়োগ প্রস্তাবের বাস্তবতা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন তুলে আসছেন। দাবি করছেন শ্বেতপত্র প্রকাশের। শ্বেতপত্র এখনও প্রকাশিত না হলেও, এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

যাদবপুরের ঘটনায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিভিন্ন পড়ুয়া। এক দিকে, ছাত্র ভোট নিয়ে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। অন্য দিকে, পুলিশি অতিসক্রিয়তা নিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন বাম ছাত্রেরা। এরই মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়েও প্রধান বিচারপতির এজলাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক আইনজীবী। তবে প্রধান বিচারপতি তাঁকে বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। হাই কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক নয়।”

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ‘গাড়ির ধাক্কায়’ এক পড়ুয়ার আহত হওয়ার ঘটনায় এ দিন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাত এবং অতিসক্রিয়তা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী বাম পড়ুয়াদের আইনজীবী শামিম আহমেদ। তাঁর অভিযোগ, সাতটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে মামলাকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করছে না। কোনও পদক্ষেপও করছে না। এ দিকে, মামলাকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে বামপন্থী পড়ুয়াদের মেসগুলিতে তল্লাশি ও হেনস্থা করা হচ্ছে। বিচারপতি ঘোষ মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। আজ, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ দিনই যাদবপুরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া নিয়েও প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি জানান, রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন আছে। সেই মামলার সঙ্গেই এ দিনের আবেদন যুক্ত করে শুনানি হবে। দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই বলেও কার্যত জানিয়ে দেন তিনি।

এক নজরে

রণবীরকে অনুমতি

ইউটিউবার রণবীর ইলাহাবাদিয়াকে তাঁর অনুষ্ঠান ‘রণবীর শো’ চালু করার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ইউটিউবে ‘ইন্ডিয়াজ় গট লেটেন্ট’ অনুষ্ঠানে ‘অশালীন মন্তব্য’ করার অভিযোগ ওঠে রণবীরের বিরুদ্ধে। তাতে তোলপাড় হয় দেশ। রণবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন রণবীর। সোমবার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট বলে, বাক্‌স্বাধীনতা এবং নৈতিকতাবোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও তা মেনে চলা উচিত। নৈতিকতার মাপকাঠি মেনে চলবেন বলে শীর্ষ আদালতে মুচলেকা দিয়েছেন রণবীর। এই মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, “ক্রমশ গণপরিসরে কুৎসিত মন্তব্য বাড়ছে। এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিকা প্রয়োজন।”

রাহুলের চিঠি

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও জাতীয় তফসিলি জাতীয় কমিশনের সহ-সভাপতি ও সদস্যের পদ এক বছরের বেশি সময় ধরে খালি পড়ে রয়েছে বলে রাহুল গান্ধী আগেই সরব হয়েছিল। আজ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমারকে চিঠি দিলেন। রাহুলের বক্তব্য, গোটা দেশে দলিত, অনগ্রসরেরা সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই করছেন। জাতিগণনার দাবি উঠছে। বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করার ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি রেখে দিয়েছে।

নমো অ্যাপ-বার্তা

শনিবার, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তার আগে সোমবার এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানালেন, নমো অ্যাপ-এর ওপেন ফোরামে আরও বেশি করে মহিলারা তাঁদের লড়াই এবং যাত্রাপথের কথা তুলে ধরুন। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে তাঁর বক্তব্য, “খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক যাত্রাপথের কথা নমো অ্যাপে তুলে ধরেছেন নারীরা। ৮ মার্চ তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে বেছে নেওয়া হবে আমার সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট দেখাশোনার জন্য।”

নেত্রী খুনে গ্রেফতার

হরিয়ানা কংগ্রেসের নেত্রী হিমানী নরওয়ালের খুনের ঘটনায় সোমবার সচিন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। অভিযুক্তের কাছ থেকে হিমানীর মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, কোনও কারণে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি দু’জনে বচসায় জড়িয়েছিলেন। তার জেরেই প্রথমে মোবাইল চার্জারের তার জড়িয়ে হিমানীকে খুন করে, তাঁর দেহটি ট্রলিব্যাগে ভরে সাম্পলা বাস স্ট্যান্ডে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন সচিন।

স্মার্টফোন নিয়ে

স্কুলে পড়ুয়াদের স্মার্টফোন ব্যবহারের উপরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞায় সম্মতি দিল না দিল্লি হাই কোর্ট। বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভম্ভানীর মতে, প্রযুক্তি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই স্মার্টফোনের উপরে সার্বিক নিষেধাজ্ঞা বাস্তবসম্মত নয়। তাঁর মতে, দায়িত্বজ্ঞানের সঙ্গে স্মার্টফোন ব্যবহার করা প্রয়োজন। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য একটি নির্দেশিকাও তৈরি করেছেন তিনি।

সিংহের মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: গির অরণ্যের ভিতর দিয়ে জিপ চলছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। জিপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি সাফারির পোশাক ও টুপিতে। হাতে তাক করা অত্যাধুনিক লেন্স লাগানো ক্যামেরা। আবহসংগীতে রয়েছে উত্তেজনার ধুয়ো। মোদী পৌঁছলেন শাবক-সহ একাধিক সিংহ এবং সিংহীর সামনে। অকুতোভয় হয়ে ছবি তুলতে লাগলেন তাদের। তাঁর এই সফরের ভিডিয়ো তোলা হল। পরে তা সমাজমাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টে পোস্ট করলেন মোদী।

এর পরই তাঁর এবং সিংহের মুখোমুখি ছবিটি পোস্ট করে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য লেখেন, “গির অরণ্যে যখন ভারতীয় সিংহের মুখোমুখি এশিয়ার সিংহরা।” আসরে নামে কংগ্রেসও। কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, “গিরে শের দেখার পর একবার ঝুঁকে পড়া শেয়ারকে যদি দেখে নিতেন সাহেব!” কংগ্রেসের বক্তব্য, যখন মণিপুরে হিংসা চলছে, শেয়ার বাজারে পতন, দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাইরে কিছু কেনার ক্ষমতা নেই তখন প্রধানমন্ত্রী ‘মৌজ-মস্তি’ করছেন।

আজ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের ভোরে গুজরাতের গির জাতীয় উদ্যানে পৌঁছন মোদী। বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষার সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ প্রতিবারই নেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে গুজরাটের গির-এ গিয়ে সাফারিতে অংশ নেন মোদী। তিন দিনের গুজরাত সফরে গিয়েছেন মোদী। গুজরাত বন বিভাগের পরিচালিত বনভবনে রাত কাটিয়েছেন তিনি। আজ ছিল সাফারির পর্ব। প্রধানমন্ত্রী একাধিক কর্মসূচিতেও যোগ দিয়েছেন।

বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে গুজরাতের গির অরণ্যে সাফারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি নরেন্দ্র মোদীর এক্স হ্যান্ডলের সৌজন্যে

ডলফিনের সংখ্যায় তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের নদীতে আনুমানিক ৮১৫টি ডলফিন রয়েছে। গোটা দেশে ডলফিনের সংখ্যা জানতে প্রথম সমীক্ষা রিপোর্ট জানিয়েছে, ভারতে ২৮টি নদীতে মোট ৬,৩২৭টি ডলফিন রয়েছে। আটটি রাজ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু অববাহিকার ৮ হাজার কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ ২৮টি নদীতে সমীক্ষা করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ডলফিনের সংখ্যা সবথেকে বেশি, ২৩৯৭টি। বিহারে ২,২০০টি ডলফিনের সন্ধান মিলেছে। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। আজ গুজরাতের গিরে জাতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে চলতি বছরে এশিয়াটিক সিংহ শুমারির ঘোষণাও করেছেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশে এশিয়াটিক সিংহ গণনা করা হয়। ২০২০ সালে ৬৭৪টি সিংহের সন্ধান মিলেছিল। সিংহের সংরক্ষণে ‘প্রজেক্ট লায়ন’-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

অবস্থান বদলে প্রশ্নে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবস্থান বদল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

২০২২ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শুধু তার আগে ডিএলএড পাশ করা চাকরিপ্রার্থীরাই সুযোগ পাবেন, না কি টেট পাশের পরে যাঁরা ডিএলএড কোর্স করেছিলেন, তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হবে— এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিল। শুনানি শেষ করে আজ সেই মামলায় রায় সংরক্ষিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু তার আগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি এস নরসিমহা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে প্রাথমিকের ১১,৭৬৫টি সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাতে ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা অংশ নিয়েছিলেন। মোট ৯,৫৩৩ জনকে নিয়োগ করা হয়। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশনের নির্দেশ ছিল, ডিএলএড বা ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশনের প্রশিক্ষণ না থাকলে প্রাথমিকের চাকরি মিলবে না। ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে যাঁদের ডিএলএড কোর্স করা ছিল না, তাঁরা ২০২০ থেকে ওই কোর্স করতে শুরু করেন। কিন্তু ২০২২-এর বিজ্ঞপ্তি জারির সময় তাঁরা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার শংসাপত্র হাতে পাননি। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে তাঁরা প্রশিক্ষণের শংসাপত্র হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। এই দেরিতে ডিএলএড পাশ করা চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি পাবেন কি না, তা নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিল। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রথমে অবস্থান নিয়েছিল, দেরিতে যাঁরা ডিএলএড পাশ করেছেন, তাঁদের চাকরি দেওয়া উচিত। কিন্তু এখন পর্ষদের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানান, যাঁরা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির আগে ডিএলএড পাশ করেছেন, শুধু তাঁরাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, এই অবস্থান বদল কেন? জয়দীপ বলেন, এক্ষেত্রে কেন-র কোনও উত্তর নেই। অবস্থান বদলটাই সিদ্ধান্ত। দেরিতে ডিএলএড পাশ করা চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী পি এস পাটওয়ালিয়া যুক্তি দিয়েছেন, এখনও ২,২৩২টি পদ খালি রয়েছে। তা হলে কেন চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন? বিচারপতিরা এই মামলার রায় পরে ঘোষণা হবে বলে জানান।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কারচুপি ‘ফাঁস’: কৃতিত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি কংগ্রেস ও তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: দুই শিবিরেই ‘অ্যালার্জি’!

কংগ্রেস ও তৃণমূল, দুই দলই ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে সরব। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এ নিয়ে বাকি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলে এগোতে চাইলেও সেই তালিকায় কংগ্রেস নেই। আবার ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশনের বিবৃতিকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস বলছে, রাহুল গান্ধী ঠিক এই অভিযোগই তুলেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিবৃতিতেও তৃণমূল বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই। উল্টে দুই দলই কে আগে সরব হয়েছে, তা নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করছে।

তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বহু ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বর ও হরিয়ানার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যের ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বর এক। এর জবাবে নির্বাচন কমিশন রবিবার জানিয়েছিল, একই নম্বরের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচয়পত্র থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ ভুয়ো ভোটার নয়।

আজ তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়টি তোলা হবে। তৃণমূল আপ, আরজেডি, এসপি-র মতো অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে সমন্বয় করবে। তার মধ্যে কংগ্রেস নেই। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনের দাবি, “তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ২৭ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে সরব হন।” অথচ তৃণমূল আজ যেখানে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন, সেই কনস্টিটিউশন ক্লাবেই এর আগে রাহুল গান্ধী মহারাষ্ট্রের সুপ্রিয়া সুলে, সঞ্জয় রাউতকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তোলেন।

তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠকের পরে কংগ্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেছে, একাধিক ভোটারের একই নম্বরের ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নির্বাচন কমিশন বলেছে, আলাদা রাজ্যের আলাদা ভোটারের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। সবাই জানে, এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেলে তাঁর একই সংখ্যার ভোটার আইডি কার্ড থাকা উচিত। কিন্তু একই রাজ্যের একই কেন্দ্রে একই নম্বরের আইডি কার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশন নীরব। তৃণমূল যে এই প্রশ্ন তুলেছিল, তা উল্লেখ না করে কংগ্রেস মনে করিয়ে দিয়েছে, রাহুল এ বিষয়ে লোকসভার সরব হয়েছিলেন। তারপরে তিনি মহারাষ্ট্রের ভোটে কারচুপি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন।

অন্য দিকে তৃণমূলের দাবি, কংগ্রেস মহরাষ্ট্রের ভোটের পরে সরব হয়েছিল। তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ভোটের আগেই সক্রিয়। ডেরেক ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে বলেছেন, “কোনও দল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেয়। আর আমরা ঘটনা ঘটার আগেই আসরে নেমে পড়ি। এটাই তফাৎ।”

‘আইআইটি বাবা’ ধৃত

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: মহাকুম্ভের ,সময়ে বিখ্যাত হওয়া ‘আইআইটি বাবা’ ওরফে অভয় সিংহকে গ্রেফতার করল রাজস্থান পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জয়পুরের একটি হোটেলে থাকছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন সমাজমাধ্যমে। সে জন্য তাঁকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁর কাছে গাঁজাও পাওয়া যায়। তবে গাঁজার পরিমাণ কম হওয়ায় তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার দিগন্ত আনন্দ বলেন, দক্ষিণ জয়পুরের শিপ্রাপথ থানা জানতে পারে অভয় সিংহ নামে এক ব্যক্তি জয়পুরের হোটেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। তখনই পুলিশের দল নিয়ে হোটেলে যান থানার ওসি রাজেন্দ্র গোদারা। পাকড়াও করা হয় ‘আইআইটি বাবা’কে। তিনি বলেন, “গাঁজার ঘোরে কী বলেছি মনে নেই।” অভয়ের সঙ্গে থাকা গাঁজার পরিমাণ খুব কম হওয়ায় জামিন পান অভয়।

সংবাদ সংস্থা

‘রোহিত শর্মা মোটা’, মন্তব্যে বিপাকে নেত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: রোহিত শর্মাকে ‘মোটা’ বলে ঘরে-বাইরে তোপের মুখে পড়লেন কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ। শামা টুইট করেছিলেন, ‘রোহিত শর্মা খেলোয়াড় হিসেবে বেশ মোটা। তাঁর ওজন কমানো উচিত।’ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কদের মধ্যে সব থেকে ‘আনইমপ্রেসিভ’ বলেও রোহিতকে বর্ণনা করেছিলেন। বিজেপি এর বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরে কংগ্রেসের নির্দেশে শামা টুইট মুছে দেন। তাঁর দাবি, তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। এর সঙ্গে রাজনীতিরও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে একমত নয় বলে জানিয়েছে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়া এই মন্তব্যকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। নিন্দার সরব হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার, আম আদমি পার্টির রাজ্যসভা সাংসদ হরভজন সিংহ। তবে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের মতে, কংগ্রেস নেত্রী ঠিকই বলেছেন। রোহিত শর্মা যে ভাবে খেলছেন, তাতে তাঁর দলেই জায়গা পাওয়া উচিত নয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা

তৃণমূল

পৃঃ ১-এর পর

দিয়ে গিয়েছেন, যাঁদের ভোটার আইডি কার্ডের এপিক নম্বর তাঁদেরই মতো।”

ভুয়ো ভোটার, একই নম্বরের একাধিক ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে মমতা অভিযোগ তোলার পরে রবিবার নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এপিক নম্বর এক হলেও ভোটকেন্দ্র এবং বিধানসভা কেন্দ্র আলাদা হয়। এপিক কার্ডে যে কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, শুধু সেখানেই ভোট দেওয়া যাবে। অন্য কোথাও নয়। ডেরেক সোমবার পাল্টা অভিযোগ করে জানান যে, তৃণমূল এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা ঘোষণার পরেই বিষয়টি ধামাচাপা দিতে রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। তাঁর কথায়, “কমিশনের প্রশংসা করব, কারণ তারা অন্তত স্বীকার করেছে যে, একই নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম রয়েছে। কিন্তু এটা যে একটি বড় কেলেঙ্কারি, তা তারা স্বীকার করছে না এখনও।”

এই অবস্থায় ভোটার তালিকা নিয়ে ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে রাজ্য স্তরে গঠিত কমিটির ৩৬ সদস্যকে নিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মমতার দেওয়া নির্দেশের পরই তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা দলীয় স্তরে রাজ্যব্যাপী ‘স্ক্রুটিনি’ শুরু করেছে। কিছু জায়গায় ‘গরমিল’ পাওয়া গিয়েছে বলেও দলের দাবি।

এই অবস্থায় সব জেলার নেতৃত্বকে ৬ তারিখ কলকাতায় বৈঠকে ডেকেছেন মমতার গড়ে দেওয়া এ সংক্রান্ত কমিটির প্রধান সুব্রত বক্সী। বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূলের ৩৬টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এই বৈঠক করবেন অভিষেক। সেখানেই জেলার নেতাদের প্রাথমিক রিপোর্টের পর্যালোচনা করা হবে। ৬ তারিখেই কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের অফিসে যাবে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, “তৃণমূল যে ভাবে বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকাতে চাইছে এবং বাংলাভাষী কিংবা অ-বাংলাভাষী হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দিতে চাইছে, প্রয়োজনে আমরা তার বিরুদ্ধে পথে নামব।”

এক নজরে

মাস্কের প্রশস্তি

▸▸ ধনকুবের ইলন মাস্কের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি সরকারি দফতরের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মীদের দক্ষতা তদন্ত করে দেখতে 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' (ডিওজিই) গঠন করেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাইও করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় প্রবল সমালোচনার মুখে ট্রাম্প-সরকার দাবি করল, ডিওজিই-র গুরুত্ব নিয়ে তারা ভোটাভুটি করেছিল। তাতে ৭৬ শতাংশ আমেরিকান এর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডলে মাস্ক লিখেছেন, "আমেরিকার মানুষ খুশি।"

সফরে জয়শঙ্কর

▸▸ মঙ্গলবার থেকে ছ'দিনের ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি শেষ করার জন্য সক্রিয়তার অংশ হিসেবেই সফর বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ: জ়েলেনস্কি

ওয়াশিংটন ডিসি, ৩ মার্চ: সরাসরি তাঁকে যুদ্ধের জন্য 'দায়ী' করেছেন, 'স্বৈরাচারী শাসকের' তকমা দিয়েছেন, এমনকী নিজের দফতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়ার জন্য চাপও দিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের বেশ কয়েক দিন পরে আজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি একটি ভিডিয়ো-বার্তায় বললেন, "অবশ্যই আমরা জানি আমেরিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ওদের থেকে যে সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ।"

ওভাল অফিসে সে দিন জ়েলেনস্কিকে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক পথে আলোচনা করে যুদ্ধ শেষ করতে। সমঝোতা করতে নারাজ জ়েলেনস্কি এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এতে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকা সাহায্য না করলে এত দিনে ইউক্রেন রাশিয়ার হাতে চলে যেত। ট্রাম্প ও ভান্স, দু'জনেই অভিযোগ করেছিলেন, এত সাহায্যের পরেও জ়েলেনস্কি আমেরিকার প্রতি সন্তুষ্ট নন। তারই জবাব হিসেবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এ দিন বলেন, "এমন একটা দিনও যায়, যখন আমরা কৃতজ্ঞ থাকিনি। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই শ্রদ্ধা। আমরা ইউক্রেনের জন্য যে লড়ে যেতে পারছি, সেটা আমাদের বন্ধুরা আমাদের জন্য যা করছে, তার জন্যই সম্ভব হচ্ছে। তা ছাড়া তাদের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টিও আছে।"

সে দিন ওভাল অফিসের বৈঠক অসমাপ্ত রেখে বেরিয়ে চলে আসেন জ়েলেনস্কি। একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা ছিল, তা-ও করেননি। ইউক্রেনের খনিজ পদার্থ রফতানি নিয়ে দু'দেশের চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। তা-ও না করে বেরিয়ে যান জ়েলেনস্কি। আজ যা বলেছেন জ়েলেনস্কি, মনে করা হচ্ছে তা লন্ডনের সম্মেলনের ফলাফল। লন্ডনে একটি নিরাপত্তা সম্মেলন বসেছিল। সেখানে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকর্, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি উপস্থিত ছিলেন। ইউক্রেনকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। জ়েলেনস্কি বলেন, "সত্যিকারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সকলে বদ্ধপরিকর। আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চয়তা চাই।" *সংবাদ সংস্থা*

■ ত্রাণের খাবার সংগ্রহ করতে ভিড় খুদেদের। গাজ়া ভূখণ্ডের খান ইউনিসে। সোমবার। *রয়টার্স*

'সেকুলারিজ়ম' অস্ত্রে অমর্ত্যকে বেনজির আক্রমণ জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে বেনজির আক্রমণ করল জামায়াতে ইসলামী। রবিবার সেন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে সংবাদ সংস্থাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, যাতে তিনি প্রতিবেশী বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে 'বন্ধু' মুহাম্মদ ইউনূসের উপরে আস্থা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং তাঁদের উপাসনালয়গুলি ভাঙচুরের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন অমর্ত্য সেন। জামায়াতে ইসলামীর মতো মৌলবাদী দলকে বাংলাদেশের মানুষ যে বারে বারে পরাজিত করেছে, সে কথাও বলেছেন অমর্ত্য। তার পরেই জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান সোমবার ফেসবুক পোস্টে অমর্ত্যকে আক্রমণ করে বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। বাংলাদেশের 'দেশপ্রেমিক' জনগন তা সহ্য করবেন না বলেও দাবি করেছেন শফিকুর।

সাক্ষাৎকারে অমর্ত্য বলেছেন, "ঢাকায় আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। ওখানে আমার স্কুলের শিক্ষা শুরু করেছিলাম। ঢাকার পাশাপাশি মানিকগঞ্জে আমার পৈতৃক বাড়িতে অনেক বার গিয়েছি। নিয়মিত বিক্রমপুরে, বিশেষ করে সোনারঙে গিয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এ সব জায়গার খুব গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ তার বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি কী ভাবে মোকাবিলা করবে, অন্য অনেকের মতো তা নিয়ে আমিও উদ্বিগ্ন।" জামায়াতের আমির শফিকুর অবশ্য লিখেছেন, 'ভারতের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সম্প্রতি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত নাক গলানোর মতো কথা বলেছেন। জানি না তাঁর বিবেক কোথায়? বাংলাদেশকে সহনশীলতার সবক দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি যে দেশে এবং সমাজে বসবাস করেন, সেই সমাজের আয়নায় নিজেকে দেখার চেষ্টা করুন।'

দেশে হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদীরা অমর্ত্য সেনকে তাঁর 'সেকুলার' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আক্রমণ করে থাকে। ইসলামী মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামীর আমিরও একই অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন আমর্ত্যকে নিশানা করে। শফিকুর লিখেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ টানা সাড়ে ১৫ বছর সেকুলারিজ়মের নামে চরম ভণ্ডামি প্রত্যক্ষ করেছে।' অমর্ত্য বলেছেন, বাংলাদেশের নতুন সরকারের উচিত হবে না আগের শাসক দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা। করলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সব ভুলের অভিযোগ উঠেছে, তারই পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু অমর্ত্যের এই পরামর্শ মেনে নিতে পারেননি জামায়াতের আমির, ফেসবুকে লিখেছেন, 'তিনি পতিত স্বৈরাচারের পক্ষে খোলামেলা ওকালতি করছেন। যা বিস্ময়কর, অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়।'

বাংলাদেশের বাহিনীর প্রশংসা করে অমর্ত্য বলেছেন, তারা যে সেনাশাসনের পথে যায়নি, সেটা প্রশংসনীয়। বলেছেন, "বাংলাদেশে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। এখানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের মতো বেসরকারি সংস্থারও ভূমিকা রয়েছে।" ইউনূসের প্রসঙ্গে অমর্ত্য বলেন, "ইউনূস এক জন পুরনো বন্ধু। আমি জানি, তিনি খুবই দক্ষ এবং অনেক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য মানুষ। তিনি বাংলাদেশের সেকুলারিজ়ম ও গণতন্ত্র নিয়ে সরব। তাঁর উপরে আমার আস্থা রয়েছে।"

অমর্ত্য ইউনূসের উপরে আস্থা রাখলেও দিল্লি প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বশেষ ভাষণে এই সরকারকে তুলোধনা করেছেন। সোমবার প্রকাশিত এই অডিয়োয় হাসিনা বলছেন— দেশে সরকারের অস্তিত্ব আছে কি না বুঝতে পারছেন না মানুষ। তাঁদের একটাই কাজ, আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাড়িঘর লুটপাট করা, নির্যাতন করা। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর দলের ১৫-২০ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন হাসিনা। তিনি বলেন— "সর্বত্র তারা আয়নাঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর গোটা দেশকে আয়নাঘরের মতো বন্দিশালায় পরিণত করেছে।"

বাণিজ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকের কথা

ট্রাম্পের শুল্ক-কোপ এড়াতে আমেরিকা পাড়ি দিলেন গয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: ভারতের তরফে নানা দৌত্য এবং বার্তার পরেও ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপরে চড়া হারে শুল্ক বসানোর ব্যাপারে অনড়। তাই এ বার বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালকে তড়িঘড়ি আমেরিকা পাঠাল নরেন্দ্র মোদী সরকার। অন্য সব কর্মসূচি বাতিল করে রবিবার রাতেই আমেরিকা রওনা হয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

বাজেটে আমেরিকা থেকে আমদানি করা হুইস্কি থেকে মোটরবাইকের মতো একগুচ্ছ পণ্যে মোদী সরকার আমদানি শুল্ক কমিয়েছে। তার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পরে ভারত আমেরিকা থেকে আরও তেল, গ্যাস, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে রাজি হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে ভারতের বাজার আমেরিকার পণ্যের জন্য আরও খুলে দেওয়ার বিষয়েও নীতিগত ভাবে সম্মত হয়েছে মোদী সরকার। কিন্তু তার পরেও ট্রাম্প বলছেন, আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে চড়া শুল্ক চাপায় ভারত। তাই তিনিও পাল্টা চড়া শুল্ক চাপাবেন।

এই পরিস্থিতিতে পীযূষ গয়াল আমেরিকা রওনা হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব রাজেশ আগরওয়াল। যিনি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দরাদরির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকারি সূত্রের খবর, পাল্টা চড়া শুল্ক থেকে রেহাই পেতেই বাণিজ্যমন্ত্রীর এই আমেরিকা সফর। পাশাপাশি তিনি আমেরিকার নতুন বাণিজ্য নীতি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের থেকে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়ারও চেষ্টা করবেন। ট্রাম্প প্রশাসনকে বোঝানোর চেষ্টা হবে, দুই দেশ যখন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় সম্মত হয়েছে, তখন একটি দেশের নতুন করে চড়া শুল্ক বসানো উচিত নয়।

ট্রাম্প এপ্রিলের গোড়াতেই ভারতের উপরে পাল্টা চড়া শুল্ক বসাবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জনমত চাওয়া হয়েছে। তার আগেই সক্রিয় হয়ে ট্রাম্পকে থামাতে চাইছে নয়াদিল্লি। পীযূষ গয়ালের আমেরিকা সফরে তাঁর সঙ্গে আমেরিকার নতুন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিরের বৈঠক হবে। এ ছাড়া, আমেরিকার বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের সঙ্গেও গয়ালের বৈঠক হতে পারে। এই সফরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রাথমিক রূপরেখা নিয়েও কথা হতে পারে বলে বাণিজ্য মন্ত্রকের কর্তারা মনে করছেন।

'বাক্‌স্বাধীনতার অর্থ বোঝা উচিত পুলিশের'

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: দেশে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরে ৭৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তাই এ বার অন্তত বাক্‌স্বাধীনতার অর্থ পুলিশের বোঝা উচিত বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও কবি ইমরান প্রতাপগড়ীর বিরুদ্ধে একটি মামলার শুনানির সময়ে এই মন্তব্য করেছে বিচারপতি অভয় এস ওক ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ।

সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ইমরান। ভিডিয়োর নেপথ্যে ''অ্যায় খুন কে পিয়াসোঁ বাত সুনো' কবিতাটি পাঠ করছেন কেউ। সেই ভিডিয়োর ভিত্তিতে ধর্মীয় আবেগে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করে গুজরাত পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে গুজরাত হাই কোর্টে স্বস্তি পাননি ইমরান। ফলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

এ দিন শুনানির সময়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা বলেন, "ওই কবিতাটি কোনও ধর্মের বিরোধী নয়। বরং সেটির পরোক্ষ বার্তা হল কেউ যদি হিংসার আশ্রয় নেয় তাহলেও আমরা হিংসার আশ্রয় নেব না।"

গুজরাত সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, কবিতার অর্থ বুঝতে হয়তো অনেকের ভুল হয়েছে। তাতে বিচারপতি ওক বলেন, ''এটাই তো সমস্যা। এখন কেউ সৃজনশীলতাকে সম্মান করে না। কবিতাটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন সেখানে বলা হয়েছে, যদি আপনি কোনও অবিচারও পান, সেটিও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করুন।''

এর পরে মেহতা বলেন, ''আমার আপত্তি অন্য জায়গায়। ইমরান তাঁর পাল্টা হলফনামায় দাবি করেছেন কবিতাটি ফইজ় আহমেদ ফইজ় বা হাবিব জালিবের। কিন্তু ওঁরা এমন কবিতা লিখতেই পারেন না। এটা রাস্তার লোকের লেখা কবিতা।'' জবাবে কংগ্রেস সাংসদের কৌঁসুলি কপিল সিব্বল তাঁর লেখা কবিতার কথা উল্লেখ করেন, ''আমার কবিতাগুলিও রাস্তার লোকের লেখা কবিতার মতোই।'' মেহতা বলেন, "না, ওঁর কবিতা সত্যিই সুন্দর।''

বিচারপতি ওক বলেন, ''আপনি কি ওঁর (সিব্বল) সঙ্গে কবিতা লেখার প্রতিযোগিতায় নামতে চান? '' মেহতা বলেন, "লোকে বলে কবিতা লিখতে গেলে প্রেমে পড়তে হয়। আমি পড়িনি।' *সংবাদ সংস্থা*

দা ভিঞ্চির ছবির সুড়ঙ্গের খোঁজ

মিলান, ৩ মার্চ: লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা ছবির গোপন সুড়ঙ্গ শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা।

ইটালির মিলানে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্ফোরজ়া দুর্গের নীচে ওই সুড়ঙ্গের সন্ধান মিলেছে। ১৪৯৫ সালের আগে-পরে দা ভিঞ্চির আঁকা ছবির সূত্রে এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্পনা ছিল। গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডারের ব্যবহার এবং লেজ়ার স্ক্যানিং পদ্ধতির প্রয়োগ করে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওই দুর্গের নীচের কাঠামো ডিজিটাইজ় করার কাজ চলে। তাতেই গোপন ওই সুড়ঙ্গের সন্ধান মিলেছে বলে জানা গিয়েছে সম্প্রতি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ওই দুর্গের নির্মাণ শুরু হয়েছিল। দা ভিঞ্চি সেটির দেওয়াল এবং ছাদ অলঙ্করণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মিলান পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির স্থাপত্যের-ইতিহাসবিদ ফ্রাঞ্চেসকা বায়োলো বলেন, "তাঁর সময়ের সেনা পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান ছিল দা ভিঞ্চির।" *সংবাদ সংস্থা*

এক নজরে

চাকরির প্রস্তাব

▸▸ আইআইএম কলকাতায় এ বছর ৪৫৬ জন এমবিএ পড়ুয়া ১৯৬টি সংস্থার কাছ থেকে মোট ৫৩৮টি চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবের এই সংখ্যা নজিরবিহীন। এর মধ্যে সব থেকে বেশি চাকরির সুযোগ এসেছে পরামর্শদাতা বা 'কনসাল্টিং' ক্ষেত্র থেকে। নিয়োগ করা হয়েছে ২০১ জনকে। ১৪৫ জন পেয়েছেন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিং সংস্থায়। বিভিন্ন লগ্নিকারী সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (যেমন প্রাইভেট একুইটি সংস্থা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল) চাকরি হয়েছে ১১৪ জন পড়ুয়ার। প্রযুক্তি সংস্থায় ৭৮।

ইডি-র নোটিস

▸▸ পেটিএমের মূল সংস্থা ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনস এবং তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ৬১১ কোটি টাকার নোটিস পাঠিয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল ইডি। তাদের বক্তব্য, সংস্থাটি বিদেশি লগ্নি সংক্রান্ত লেনদেন করলেও রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ককে সেই তথ্য দেয়নি। প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি পেয়েছে তাদের অধীনে থাকা সংস্থাও।

বিক্রির ভাবনা

▸▸ আমেরিকায় নিজেদের সিগারেটের ব্যবসা বিক্রির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ধোঁয়াবিহীন পণ্যের ব্যবসায় সরতে শুরু করেছে তারা। এ বার সিগারেটের ব্যবসার দর কোথায় উঠতে পারে সেটাই খতিয়ে দেখছে সংস্থা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,৬৫০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮১,৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪,২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪,৩৫০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৮৬.৮৮	৮৭.৯৭
১ পাউন্ড	১০৮.৬৯	১১১.৬৪
১ ইউরো	৮৯.৭০	৯২.৪১

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স: ৭৩,০৮৫.৯৪ (↓১১২.১৬)

বিএসই ১০০: ২৩,০২১.৯৭ (↑৪৩.১৯)

নিফ্‌টি: ২২,১১৯.৩০ (↓৫.৪০)

অর্থনীতিতে শুধুই 'মিথ্যা', তোপ রাহুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

অসাম্য, বেকারত্ব এবং মজুরি নিয়ে কেন্দ্রের উদ্দেশে অনেক দিন ধরে আক্রমণ শানিয়ে আসছে কংগ্রেস। এ বার সেই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে অর্থনীতি ঘিরে ব্যর্থতা, চড়া মূল্যবৃদ্ধি, কাজের অভাব এবং বিপুল পরিমাণে মিথ্যার উৎপাদন হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে গেলে হাতে গোনা কিছু সংস্থার একচেটিয়া বাজার এবং সাধারণ মানুষের উপরে অন্যায্য কর চাপানো বন্ধ করতে হবে।

সোমবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "মোদী সরকারের আমলে যদি কোনও কিছু বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে, তা হলে সেগুলি হল আর্থিক ব্যর্থতা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং মিথ্যা।... অন্যায় ভাবে কর নেওয়া বন্ধ করুন। নির্মূল করুন একচেটিয়া বাজার। ব্যাঙ্কের দরজা খুলুন। প্রতিভাধরদের সুযোগ দিন। তা হলেই অর্থনীতি গড়া, কর্মসংস্থান তৈরি এবং শক্তিশালী ভারত গঠনের কাজ শুরু হবে।" এ দিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ারের দামের পতন নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, সংস্থাগুলিকে দুর্বল করে বিক্রি করতে চাইছে সরকার।

গ্রাম-মফস্‌সলে দ্রুত বেড়েছে মহিলা ঋণগ্রহীতার সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: দেশের মহিলাদের মধ্যে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে ধার নেওয়ার ঝোঁক লাফিয়ে বেড়েছে, দাবি এক সমীক্ষার রিপোর্টে। তবে তা মূলত মফস্‌সল ও গ্রামাঞ্চলে। তাঁদের একাংশ আর্থিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন। 'ক্রেডিট স্কোরে' (ঋণ শোধের ইতিহাস অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর) নজর রাখছেন নিজেরাই। সেই কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে মূলত অল্প বয়সিরা।

ঋণ শোধে নজরদারির সংস্থা ট্রান্স-ইউনিয়ন সিবিলের সঙ্গে সরকারের উপদেষ্টা নীতি আয়োগের 'ওমেন এন্ত্রেপ্রেনরশিপ প্ল্যাটফর্ম' এবং মাইক্রো-সেভ কনসাল্টিং একযোগে ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের আধা-শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় মহিলা ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে, যা ২২%। প্রায় সব ধরনের কাজেই ধার নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত ঋণের মতো আর্থিক পণ্য, ফ্ল্যাট-বাড়ি, টিভি-ফ্রিজ-ওয়াশিং মেশিন-সহ বিভিন্ন দীর্ঘ মেয়াদি ভোগ্যপণ্য এবং সোনা কেনার চাহিদা পূরণের জন্য। ব্যবসায় পুঁজি জোগাড়ের উদ্দেশ্যে ঋণের হার তুলনায় বেশ কম। মাত্র ৩%।

তবে চ্যালেঞ্জ এখনও বহু মহিলার ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে কম অভিজ্ঞতা, ঋণে বিমুখ হওয়া। ঋণে আগ্রহীদের অনেকে আবার 'গ্যারান্টর' পান না বা বন্ধক দেওয়া নিয়ে সমসায় পড়েন। *সংবাদ সংস্থা*

অগ্রগতি

- ■ ২০১৯-২০২৪ মহিলা ঋণগ্রহীতা বেড়েছে ২২%।
- ■ তাঁদের ৬০ শতাংশই মফস্‌সল এবং গ্রামাঞ্চলের।
- ■ মোট মহিলা ঋণগ্রহীতার ৪২% ব্যক্তিগত ঋণ, ভোগ্যপণ্য বা ফ্ল্যাট-বাড়ি কিনতে নিয়েছেন।
- ■ স্বর্ণঋণ নিয়েছে ৩৮%।
- ■ ব্যবসার জন্য মহিলাদের অ্যাকাউন্ট ৪.৬ গুণ বাড়লেও, ব্যবসায়িক ঋণ বৃদ্ধির হার ৩%।
- ■ গত ডিসেম্বরে ২.৭০ কোটি মহিলা ঋণে নজরদারি চালান, যা তার আগের বারের থেকে ৪২% বেশি।

উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি কমার ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: গত মাসে ঢিমে হয়েছে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি, আভাস এইচএসবিসি ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং পার্চেজ়িং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স বা উৎপাদনের পিএমআই সূচকে। জানুয়ারির ৫৭.৭ থেকে ফেব্রুয়ারিতে তা কমে হয়েছে ৫৬.৩। যা ১৪ মাসে সর্বনিম্ন। বেসরকারি সমীক্ষা রিপোর্টটিতে জানানো হয়েছে, নতুন বরাত কমার কারণেই শ্লথ হয়েছে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি। ফলে মাথা নামিয়েছে সূচক। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের দাবি, জানুয়ারির সূচক ছিল ১৪ বছরে সর্বোচ্চ। ফলে ফেব্রুয়ারির সংখ্যা ১৪ মাসে সর্বনিম্ন হলেও, এখনও যথেষ্ট সন্তোষজনক। তার উপর পিএমআই পরিসংখ্যানেই প্রকাশ, গত মাসে সংস্থাগুলি কর্মী নিয়োগের গতিও বাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, পিএমআই সূচক ৫০-এর উপরে থাকার অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৃদ্ধি। কম হওয়ার অর্থ সঙ্কোচন। এই নিয়ে টানা ৪৪ মাস বৃদ্ধির বৃত্তেই রয়েছে সূচকটি।

এইচএসবিসি-র ভারতীয় শাখার মুখ্য অর্থনীতিবিদ প্রাঞ্জল ভান্ডারী বলেন, ''উৎপাদন বৃদ্ধির গতি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের পরে সর্বনিম্ন। তবে সামগ্রিক ভাবে পরিস্থিতি ফেব্রুয়ারিতে সন্তোষজনক।" রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দেশে চাহিদা ভাল থাকায় রফতানির বরাত বেড়েছে। নিয়োগও বাড়িয়েছে সংস্থাগুলি। *সংবাদ সংস্থা*

পর্যটনের প্রসারে কেন্দ্র-রাজ্যকে দরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় পর্যটন প্রসারের সুযোগ বিপুল। এই বার্তা দিয়েই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে একযোগে দাবিপত্র পেশ করতে চলেছে বণিকসভা মার্চেন্টস চেম্বার। সোমবার তাদের পর্যটন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান নরেশ আগরওয়াল জানান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো পশ্চিমাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এলাকা কিংবা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা কালিম্পং-এর মতো জেলায় এই ক্ষেত্রে জোর দিয়েই সেখানকার বাসিন্দাদের অনেকখানি উন্নতি করা সম্ভব। স্বার্থ রক্ষা হবে রাজ্যেরও। তাই তার প্রসারে সরকারের তরফে যে কাজগুলি প্রত্যাশা করে সংশ্লিষ্ট শিল্প, তা নিয়ে চলতি মাসে রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে দাবিপত্র জমা দেওয়া হবে।

বণিকসভার তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছে মূলত তারা ওই সব অঞ্চলের রাস্তাঘাট, জল-সহ পরিকাঠামোর উন্নতি দাবি করছে। সেই সঙ্গে চাইছে পর্যটন ক্ষেত্রের সমস্ত ছাড়পত্রের জন্য 'এক জানালা পদ্ধতি'। নরেশ জানান, পর্যটনকে যখন শিল্পের তকমা দেওয়া হয়েছে, তখন সব ছাড়পত্রকে এক ছাতার তলায় আনা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি তালিকায় রয়েছে দক্ষ কর্মীর জোগান নিশ্চিত করার বার্তাও। অন্য দিকে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাওয়া হচ্ছে আরও বেশি ট্রেন পরিষেবা। প্রস্তাব দেওয়া হবে বিভিন্ন জায়গায় উড়ান পরিষেবা চালু করার। গঙ্গাসাগর-সহ রাজ্যে নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে আরও বেশি জনসমাগম কী করে করা যায়, তার নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও রাজ্যকে দেওয়া হবে বলে জানান নরেশ।

■ বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তের সমাগম। *নিজস্ব চিত্র*

ভিপিএন-এ নজরদারি করে না তারা, জানাল ট্রাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন-এর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের আইনি অধিকার তাদের হাতে নেই বলে টেলিকম বিভাগকে (ডট) জানিয়ে দিল টেলিকম ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক ট্রাই। তাদের বক্তব্য, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনও জালিয়াতি কিংবা বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি মন্ত্রককেই নজরদারি চালাতে হবে। প্রসঙ্গত, ভিপিএন-এর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে ট্রাইয়ের মতামত জানতে চেয়েছিল ডট। উল্লেখ্য, ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষিত রেখে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এই প্রযুক্তি। কিন্তু ইদানীং নিজেদের আড়াল করতে জালিয়াতেরাই তা ব্যবহার করছে।

টেলিকম নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের আইন অনুসারে ভিপিএন নেটওয়ার্কের ছাড়পত্র তারা দেয় না। ফলে এর নজরদারি কিংবা নিয়ন্ত্রণ কোনওটাই তাদের আওতাভুক্ত নয়। এই সংক্রান্ত অনুমোদন দেয় বৈদ্যুতিন ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। ফলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র তাদেরই হাতে। যদি আইন সংশোধন করে বিষয়টি ট্রাইয়ের আওতায় আনা হয়, তখনই তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারবে। উল্লেখ্য, ভিপিএন ব্যবহার করে দেশে আর্থিক জালিয়াতি, ডিজিটাল গ্রেফতারির মতো বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। খোয়া গিয়েছে বড় অঙ্কের টাকা। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে সরকারের। সেই প্রেক্ষিতেই এই বিষয়ে ট্রাইয়ের মতামত জানতে চেয়েছিল ডট। ফোন কল কিংবা মেসেজের ক্ষেত্রে এই ধরনের নজরদারি বাড়ানোর ফলে গত কয়েক মাসে প্রতারণার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে দাবি করেছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক।

ভিতরে: পানিহাটির মাঠ বিক্রির জল্পনায় শুরু বিতর্ক, চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে ৯ মহিলার মাথায় হাতুড়ির 'আঘাত' ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা

কলকাতা মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫

০৪.০৩.১৯৬৭
ভস্মীভূত ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োয় আগুন নেভানোর লড়াই দমকলকর্মীদের।

এক নজরে

শ্রবণ-সমস্যা রোধে পরামর্শ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের শ্রবণজনিত সমস্যা রয়েছে। এর মূলে রয়েছে সংক্রামক অসুখ, হেডফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার, শব্দদূষণ ইত্যাদি। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ৩ মার্চ দিনটি 'বিশ্ব শ্রবণ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। সোমবার 'দি অ্যাসোসিয়েশন অব অটোল্যারিঙ্গোলজিস্টস অব ইন্ডিয়া'র তরফে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসায় কানের অনেক সমস্যার সমাধান করা গেলেও মানুষের মধ্যে যে সচেতনতার হার বেশ কম, আলোচনা হয় তা নিয়ে। চিকিৎসকেরা জানান, এক বার শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে তা আগের অবস্থায় আনা প্রায় অসম্ভব। হিয়ারিং এড বা ককলিয়ার ইমপ্লান্টের মাধ্যমে কিছুটা সমাধান হলেও তা শ্রবণশক্তিকে স্বাভাবিক করতে পারে না। টানা ইয়ারফোন ও হেডফোন ব্যবহার করায় শোনার উপলব্ধি কিছুটা কমে যায় বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। তাই তাঁদের পরামর্শ, একান্ত প্রয়োজন না হলে টানা দু'ঘণ্টার বেশি ইয়ারফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। পাশাপাশি, ৫০ ডেসিবেলের কম মাত্রার শব্দ কম্পাঙ্ক যুক্ত ইয়ারফোন ব্যবহার করা উচিত। যে কোনও অনুষ্ঠানে শব্দমাত্রা নিয়ে সচেতন হওয়া এবং নিয়মিত কান পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক নাবালিকা বধূর। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি পঞ্চায়েতের সাত নম্বর লেবুখালি গ্রামে। পুলিশ সূত্রের খবর, বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয় মেয়েটির। বিয়ের পর থেকে অশান্তি লেগে থাকত পরিবারে। এ দিন মেয়েটি অশান্তির জেরে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্যান্ডেলের বিল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। নাবালিকার ১১ মাসের একটি সন্তান রয়েছে। ঘটনায় মৃতের স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সুব্রত হালদার। তার বাড়ি ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটায়। শনিবার ভোরে রায়দিঘির রাধাকান্তপুর পঞ্চায়েতের কাঠের পোল এলাকা থেকে সুব্রতকে ধরে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে দু'টি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধৃতের মোটরবাইক। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার সুব্রতকে আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ইট হাতে ছাত্রকে দেখেই ব্রেক, দাবি ব্রাত্যের গাড়িচালকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

গাড়ির বয়স মাত্র এক বছর। তবে, শিক্ষা দফতরে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল দেড় মাস আগে। মাসখানেক ধরে গাড়িটি ছিল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাহন। দফতরের 'বিশ্বস্ত' চালক রেহান মোল্লার হাতেই থাকত স্টিয়ারিংয়ের দায়িত্ব। গাড়ির খোঁজ রাখতে সেই চালকের সঙ্গে নিয়মিত কথা হত গাড়ির মালিক রাজু ঘোষের। তবে, শনিবারের পর থেকে আর চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি গাড়ির মালিক। গাড়ির মালিকের দাবি, বার বার ফোন করলেও কখনও কেটে দেওয়া হয়েছে, কখনও বেজে গিয়েছে ফোন।

শিক্ষামন্ত্রীর ওই গাড়ির নীচে পড়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার আহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সামনে মানববন্ধন করে পড়ুয়ারা দাঁড়িয়ে থাকলেও শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি থামেনি বলে অভিযোগ। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এই ঘটনাকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী বসে থাকাকালীন যে গাড়িটির বিরুদ্ধে পড়ুয়াকে চাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেই ডব্লিউবি ২৫এল ৭১৯৫ নম্বরের গাড়িটির মালিক আদতে রূপা ঘোষ এবং রাজু ঘোষ। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার পূর্ব আন্দুলিয়ার বাসিন্দা রাজু নিজে গাড়িচালক। গ্যাসের গাড়ি চালান। তিনি এ দিন ফোনে জানান, মাস দেড়েক আগে বিকাশ ভবনে ওই গাড়িটি ভাড়ায় দিয়েছিলেন তিনি। রাজুর কথায়, "শিক্ষামন্ত্রীই গাড়িটিতে চড়তেন। রেহান মোল্লা বলে এক জন চালাতেন। ওঁকে ফোন করেই গাড়ির খোঁজ রাখতাম। শনিবার গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে দেখতে পেয়ে ওঁর সঙ্গে বার বার চেষ্টা করি যোগাযোগ করার। কিন্তু কথা হয়নি।"

যদিও বিতর্কিত সেই গাড়ির চালক রেহান মোল্লার সঙ্গে এ দিন কথা হয়েছে সংবাদমাধ্যমের। রেহান জানিয়েছেন, ঘটনার সময়ে তাঁর গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়ায় সামনে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। কাচের গুঁড়ো তাঁর চোখে-মুখে এসে পড়েছিল। ব্রাত্য বসুর দিকের জানলার কাচ, লুকিং গ্লাসও ভেঙে দেওয়া হয়। রেহানের দাবি, এই অবস্থায় তাঁদের গাড়ির ইঞ্জিনের উপরে যে ছাত্র বসেছিলেন, তিনি চালককে লক্ষ্য করে ইট মারতে উঠে যান। তখনই রেহান ব্রেক কষেন। ইঞ্জিন থেকে বাঁ দিকে পড়ে যান সেই ছাত্র। সেই সময়ে মন্ত্রীকে নিয়ে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় গাড়িটি। রেহানের আরও দাবি, গাড়ির গতি তখন ১০ কিলোমিটারের বেশি ছিল না। তাঁর কথায়, "শয়ে শয়ে লোকের মধ্যে দিয়ে ওইটুকু রাস্তায় কখনও ৫০-৬০ কিলোমিটার গাড়ির গতি উঠতে পারে না। যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁরা ভুল বলছেন।"

গাড়ির মালিক রাজু জানান, গাড়িটি বেলগাছিয়ার এক কোয়ার্টার্সে রাখা থাকত। গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি জানতে রবিবার সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। রাজু বলেন, "নিরাপত্তারক্ষীর কাছে রেহানের খোঁজ করেছিলাম। শুনলাম, সকালে রেহান এসেছিলেন কোয়ার্টার্সের এক জনের সঙ্গে দেখা করতে। কিছু পরে বেরিয়েও যান।"

গেছো বাঘা: বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে আলিপুর চিড়িয়াখানার সাদা বাঘ। সোমবার। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

হাতিয়ার কেন্দ্রের রিপোর্ট, গঙ্গা-দূষণ রোধে সাফল্যের দাবি রাজ্যের!

দেবাশিস ঘড়াই

কুম্ভের জল নিয়ে বিতর্কের রেশ এখনও মেলায়নি। সেখানকার দূষণ, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগী আদিত্যনাথের মধ্যে তরজার রেশ এখনও চলছে। তারই মধ্যে গঙ্গা-দূষণ রোধে সাফল্যের মুখ দেখা গিয়েছে বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি)'-র ২০২৩-'২৪ সালের রিপোর্টের উল্লেখ করে প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, রাজ্য নয়, খোদ কেন্দ্রের রিপোর্টেই পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার জলের মানোন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, প্রশাসনকে চিন্তায় রেখেছে জলে ফিক্যাল কলিফর্মের উপস্থিতি। তা এখনও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলেই প্রশাসন সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, মানুষ ও পশুর মল, মূত্র-সহ জলে নিকাশি বর্জ্য মিশছে কিনা, তা বোঝা যায় জলে ফিক্যাল কলিফর্মের মাত্রা দেখে।

রাজ্য পরিবেশ দফতর সূত্রের খবর, নমামি গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে গঙ্গার জলের মান পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যৌথ ভাবে কাজ করে। ফরাক্কা থেকে দুর্গাচক পর্যন্ত গঙ্গা-প্রবাহের মোট ১৫টি জায়গায় জলের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেন, জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, ফিক্যাল কলিফর্ম-সহ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে জলের মান পরীক্ষা করা হয়। তারই ভিত্তিতে ২০২৩-'২৪ সালের কেন্দ্রীয় রিপোর্ট জানাচ্ছে, যে সব জায়গা থেকে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে, সেই গতিপথের সর্বত্র জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক আছে। জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদার মাত্রাও মাপকাঠির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ফিক্যাল কলিফর্মের মাত্রা মাত্র চারটি জায়গায় সহনশীল মাত্রার মধ্যে রয়েছে। বাকি জায়গাগুলি মাপকাঠি লঙ্ঘন করেছে ধারাবাহিক ভাবে।

রাজ্য নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর সূত্রে আবার জানা যাচ্ছে, গত ছ'বছরে রাজ্যে মোট ২৩টি নিকাশি পরিশোধন প্লান্ট (সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা এসটিপি) তৈরি ও চালু হয়েছে। ২০১৮ সালে ওই সংখ্যা ছিল ১৬, ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা হয়েছে ৩৯। যার ফলে ২০১৬ সালে যেখানে দৈনিক প্রায় সাড়ে ২১ কোটি লিটার নিকাশি তরল পরিশোধন করা যেত, তার পরিমাণ বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দৈনিক প্রায় ৬২ কোটি লিটারে। দফতরের এক কর্তার কথায়, "২০১৬ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে, অর্থাৎ গত ছ'বছরে দৈনিক প্রায় ৪০.৫ কোটি লিটার অতিরিক্ত তরল বর্জ্য পরিশোধন করা সম্ভব হচ্ছে।"

কিন্তু তাতে ফিক্যাল কলিফর্মের সমস্যা মিটছে কি? এই প্রশ্নই আপাতত সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের তরফে যদিও জানানো হচ্ছে, ওই সমস্যার সমাধানের জন্য আরও বেশি এসটিপি-র পাশাপাশি গণশৌচালয়, সেপটিক ট্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য 'ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট' (এফএসটিপি) তৈরি করা হচ্ছে। তার মধ্যে অনেকগুলির প্রস্তাবও তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, "তরল নিকাশি বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত সংখ্যক নিকাশি পরিশোধন প্লান্ট তৈরির জন্য এই দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। তবে জলে ফিক্যাল কলিফর্মের উপস্থিতি চিন্তার বিষয়। সর্বতো ভাবে সেই সমস্যার সমাধানে চেষ্টা চলছে।"

নিউ মার্কেটে বেআইনি হকার সরাতে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ হকার সংগ্রাম কমিটির

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা পুরসভার সদর দফতরের চার দিকে ১০০ মিটার এলাকা বেআইনি হকারমুক্ত করতে হবে। গত বছর কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি) বেআইনি হকার সরাতে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, কয়েক মাস না পেরোতেই নিউ মার্কেট এলাকার বিভিন্ন অংশে মূল রাস্তার উপরেই হকারেরা বসতে শুরু করে দিয়েছেন। সোমবার নিউ মার্কেটে সাংবাদিক সম্মেলন করে বেআইনি হকার-রাজের বিরুদ্ধে সরব হল হকার সংগ্রাম কমিটি। পিচ রাস্তার উপরে বেআইনি হকারদের বসার ঘটনায় মূলত পুলিশি অসহযোগিতাকেই দায়ী করল তারা।

এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে হকার সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক শক্তিমান ঘোষের অভিযোগ, "আমরা হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, নিউ মার্কেটের বারট্রাম স্ট্রিটের পিচের রাস্তায় ১৫-২০ জন হকার বসে পড়েছেন। আমরা নিউ মার্কেট থানায় এ নিয়ে বার বার অভিযোগ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী আগেই বৈঠক করে জানিয়েছেন, মূল রাস্তায় হকার বসানো যাবে না। পিচের রাস্তা খালি করতে বললেও নিউ মার্কেট থানার পুলিশ পুরোপুরি উদাসীন। পুলিশ আসার আগে হকারেরা সরে যাচ্ছেন। পুলিশ এলাকা ছেড়ে চলে যেতেই ফের তাঁরা বসে যাচ্ছেন। আমরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ভীষণ অসন্তুষ্ট। নিউ মার্কেটে হকারদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়ে চাঁদনি চক, রাজাবাজারেও পিচের রাস্তা হকারেরা দখলে নিয়ে নিয়েছেন।" হকার সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস দাসের অভিযোগ, "মাস দুয়েক আগে নিউ মার্কেটের পিচের রাস্তা থেকে হকার সরাতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিউ মার্কেট থানার ওসিকে ডেকে জানিয়েছিলেন, তিন দিনের মধ্যে হকার সরাতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, হকারদের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি।"

নিউ মার্কেটের রাস্তায় হকার বসার চিত্রে যে কোনও বদল হয়নি, তা স্বীকার করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "মূল রাস্তা থেকে হকারদের সরাতে পুলিশকে বার বার বলেও কাজ হয়নি। আমি এ বিষয়ে নগরপালকে চিঠি দিয়েছিলাম। ফের তাঁকে এ বিষয়ে মনে করাব।" যে ভাবে হকারদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তাতে হকার নিয়ন্ত্রণে পুরসভার টাউন ভেন্ডিং কমিটির থাকা আর না থাকা সমান বলেও অভিযোগ তুলেছেন হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান।

নিউ মার্কেট থানার অসহযোগিতার কথা বিস্তারিত জানিয়ে গত শনিবার কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে হকার সংগ্রাম কমিটি। এ প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে ডিসি (সেন্ট্রাল)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "চিঠি পেয়েছি। আমরা পুরো বিষয়টি তদন্ত করছি।"

মাঝেরহাটে সিগন্যাল সমস্যা, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদহ-বজবজ শাখায় সিগন্যালিং সংক্রান্ত সমস্যার জেরে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল। সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে সকালের ওই বিপত্তি নিত্যযাত্রী-সহ পরীক্ষার্থী— সকলের ক্ষেত্রেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রেল সূত্রের খবর, এ দিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ শিয়ালদহ-বজবজ শাখার মাঝেরহাট স্টেশনে সিগন্যালিং সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। একাধিক ট্রেন আপ এবং ডাউন লাইনে সাময়িক ভাবে আটকে পড়ে। পরে হাতে লেখা লাইন ক্লিয়ার স্লিপ ব্যবহার করে পরিষেবা সচল করার চেষ্টা করা হয়।

এই বিপত্তিতে মাঝেরহাট স্টেশনে আগে-পরে আপ এবং ডাউন লাইনে একাধিক ট্রেন আটকে পড়ে। নিত্যযাত্রী ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের একাংশ এর জেরে সমস্যায় পড়ে বলে অভিযোগ। সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। তবে, তত ক্ষণে ট্রেন ঠিক মতো না চলার কারণে একাধিক স্টেশনে ভিড় তুঙ্গে ওঠে। ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পরেও ওই ভিড়ের রেশ বেশ কিছু ক্ষণ ছিল বলে অভিযোগ যাত্রীদের। রেল সূত্রে অবশ্য দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য তৎপর হওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

আর্থিক অনটন ও ঋণ মেটানোর চাপেই কি সকন্যা আত্মঘাতী বধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা

আর্থিক অনটনের সঙ্গে ছিল ঋণ শোধের দুশ্চিন্তাও। তাই কি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা তরুণী বধূ? গত শুক্রবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ার শৈলেশনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রিয়াঙ্কা রায় (২৫) ও তাঁর মেয়ে প্রশংসার (৫) মৃতদেহ। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত যে, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার আগে মেয়েকে খুন করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু সেই পদক্ষেপ তিনি কেন করেছিলেন, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে, পুলিশ জানতে পেরেছে, নিম্নবিত্ত ওই পরিবারের উপরে দেনার দায় ছিল। কিন্তু সেই দেনা শোধের জন্য তাঁদের উপরে কোনও চাপ আসছিল কিনা, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। এমনকি, সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে প্রিয়াঙ্কার স্বামী প্রসেনজিতের সঙ্গে এখনও বিস্তারিত ভাবে কথা বলেননি তদন্তকারীরা।

মধ্যমগ্রাম পুরসভার স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সুকুমার মণ্ডল বলেন, "আচমকা এমন ঘটনা ঘটায় এখনও অনেকেরই ঘোর কাটেনি। পরিবারের সদস্যেরা জন্ম থেকে এই এলাকারই বাসিন্দা। স্বামীর সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার কোনও গোলমালের কথা কখনও শুনিনি। তা হলে আচমকা কী এমন হল যে, মেয়েটি এত বড় ঘটনা ঘটাল। আশা করছি, পুলিশ এই রহস্যের সমাধান করবে।" দেহ উদ্ধারের পরে যে সুইসাইড নোটটি উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে প্রিয়াঙ্কা আর্থিক অনটনের পাশাপাশি ঋণের বিষয়টি নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন। এমনই দাবি পুলিশের। ঋণ শোধের জন্য ওই পরিবারের উপরে কোনও চাপ ছিল কিনা, কেউ তাঁদের হেনস্থা করছিলেন কিনা, সে সব অবশ্য প্রিয়াঙ্কা স্পষ্ট করেননি ওই সুইসাইড নোটে।

তদন্তকারীরা জানান, স্ত্রী ও সন্তানের এমন আচমকা মৃত্যুর ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রিয়াঙ্কার স্বামী প্রসেনজিৎ। তিনি মানসিক ভাবে একটু শক্ত হওয়ার পরেই ফের তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় পুলিশ। তদন্তকারীরা জানান, প্রসেনজিৎ স্থানীয় একটি পিসবোর্ডের কারখানায় চাকরি করেন। প্রিয়াঙ্কা ছিলেন গৃহবধূ। তাঁদের একমাত্র মেয়ের লেখাপড়ার খরচও অন্য আত্মীয়ের সাহায্যে চলছিল বলে জেনেছে পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে ওই পরিবারের উপরে ঋণ শোধের দায় এসে পড়ে থাকলে তা যথেষ্ট চাপের বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই অবস্থায় কারও পক্ষে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করছে পুলিশ।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, প্রসেনজিতের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়টি আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঋণ কে নিয়েছিলেন, কী প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছিল, এ সব কিছু জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

দু'সপ্তাহ পার, দমদমে অস্ত্র দেখিয়ে লুটপাটে চক্রের বাকিরা অধরাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ। দমদমে লুটের ঘটনায় জড়িত সব অভিযুক্তের নাগাল এখনও পেল না পুলিশ। ওই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হলেও বাকিদের খোঁজ মেলেনি। পুলিশের অবশ্য দাবি, তদন্ত চলছে। দ্রুত বাকি অভিযুক্তেরাও ধরা পড়বে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ছ'-সাত জনের একটি দুষ্কৃতী দল দমদম পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে হামলা চালায়। একতলার একটি ঘরের জানলার গ্রিল ভেঙে ঢুকে, দোতলায় প্রবীণ গৃহকর্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে লুটপাট চালায় তারা। এর পরে একই পথে চম্পট দেয়। ঘরে সেই সময়ে শয্যাশায়ী ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত গৃহকর্তা। ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচ দিনের মাথায় মণি মোল্লা এবং বিবেক রায় নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় লুটে ব্যবহৃত একটি স্কুটার এবং একটি মোটরবাইক। এক সপ্তাহ বাদে গ্রেফতার করা হয় রবিউল গাজি নামে তৃতীয় অভিযুক্তকে। তাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণও করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিউলকে জেরা করে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। সেগুলি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এই লুটের ঘটনায় ট্যাংরা এলাকার একটি দুষ্কৃতী চক্র জড়িত বলে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতেরা জানিয়েছে, আগে থেকে রেকি করে কিংবা নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক এই লুট তারা করেনি। ওই বাড়িটি সম্পর্কে আগে থেকে কোনও তথ্যও তাদের কাছে ছিল না। তবে পুলিশি নজর এড়াতে তারা হেলমেট পরে এসেছিল বলে অভিযুক্তেরা স্বীকার করেছে।

যদিও স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, এলাকা সম্পর্কে না জেনে বহিরাগতদের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। তাই সুরক্ষার স্বার্থে ওই দুষ্কৃতী দলের স্থানীয় সূত্র খুঁজে বার করা দরকার। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিন জনকে ধরা হয়েছে। বাকিরাও দ্রুত ধরা পড়বে।

পুলিশি হেফাজতে মা-মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

পিসিশাশুড়িকে খুন করে তাঁর পা কেটে ট্রলিতে ভরে দেহ পাচারের ঘটনায় অভিযুক্ত ফাল্গুনী ঘোষ ও তার মা আরতি ঘোষকে হেফাজতে পেল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে সোমবার ওই দু'জনকে বারাসত আদালতে আনা হয়। মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ অভিযুক্ত দুই মহিলাকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। তা মঞ্জুর করে এ দিন ফাল্গুনী ও আরতিকে সাত দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠান বিচারক।

গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমোরটুলি ঘাটের কাছে নীল ট্রলিতে ভরে সুমিতা ঘোষ নামে এক মহিলার দেহ গঙ্গায় ফেলতে এসে ধরা পড়ে ফাল্গুনী ও আরতি। সুমিতা সম্পর্কে ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি। মধ্যমগ্রামের দক্ষিণ বীরেশপল্লিতে ফাল্গুনীর বাড়িতে থাকতে এসে সেখানেই ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার খুন হন সুমিতা। অভিযোগ, ফাল্গুনীই তাঁকে খুন করে। এর পরে ট্রলিতে দেহ ভরে পাচারের জন্য বঁটি দিয়ে সুমিতার পা গোড়ালি থেকে কেটে দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই কাজ করে আরতি। সূত্রের খবর, ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ হবে। উদ্ধার করা হবে বঁটিটি।

পুরসভায় শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা

এ বার ট্রেড লাইসেন্স ফি নিতে শিবিরের আয়োজন করল হাওড়া পুরসভা। সোমবার পুরসভার সদর দফতরে নতুন ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া এবং লাইসেন্স নবীকরণ করার শিবির শুরু হল। তা চলবে আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত। হাওড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী জানান, এ দিন যাঁরা শিবিরে এসেছিলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত অনেক সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে শিবির থেকে। প্রসঙ্গত, রাজস্ব বাড়াতে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছে হাওড়া পুরসভা। তারই অঙ্গ হিসাবে এমন শিবির করে সম্পত্তিকরও নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ।

'তারকা' সন্টুর অকালমৃত্যুর শোক মিলিয়ে দিল দুই বাংলাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

সমাজমাধ্যমে তার কোনও ভিডিয়ো এলেই পলকে সেটি 'ভাইরাল' হত। দুষ্টুমিতে ভরা তার কীর্তিকলাপ দেখতে নিত্য দিন অপেক্ষা করতেন তার পাঁচ লক্ষেরও বেশি অনুরাগী। তবে সেই দুষ্টুমি আর করবে না সন্টু। বাংলাদেশের খুলনার বাসিন্দা, সমাজমাধ্যমে 'তারকা' কদর পাওয়া বছর আটেকের এই ল্যাব্রাডর রিট্রিভারটি রবিবার গভীর রাতে মারা গিয়েছে। তবে বেঁচে থাকতে ভালবাসায় যেমন দুই বাংলাকে মিলিয়ে দিয়েছিল সন্টু, তেমনই তার মৃত্যুশোকেও এই কঠিন সময়ে সীমান্তের কাঁটাতার মুছে দিয়ে গিয়েছে সে।

২০১৬ সালের ২৬ এপ্রিল বারাসতে জন্ম সন্টুর। এ দেশ থেকেই বাংলাদেশে তাকে নিয়ে যান খুলনার বাসিন্দা রাজ রায়। তার পরে রাজের বোন তনুশ্রীর হাত ধরে সন্টুর ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। এই সারমেয়র কীর্তি দেখে তাকে না-ভালবেসে থাকতে পারেননি মানুষজন। তনুশ্রীর সঙ্গে সন্টুর দিনযাপনের ভিডিয়ো হয়ে ওঠে বহু মানুষের খুশির উৎস। রবিবার রাতে প্রথমে রাজই ফেসবুকে সন্টুর মৃত্যুসংবাদ জানান। তা দেখে বহু মানুষ সমাজমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেন। পরে সন্টুর ফেসবুক পেজে তনুশ্রী জানান, রাত ১১টা ১৫ মিনিটে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে সে। সূত্রের খবর, দিনকয়েক আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সন্টু। সম্ভবত 'টিক ফিভার'-এ আক্রান্ত হয়েছিল সে। দু'দেশের পশু চিকিৎসকেরা চেষ্টা করলেও বিপদ ঠেকানো যায়নি।

বছরখানেক আগে বাংলাদেশ থেকে মধ্যমগ্রামে এসে সপরিবার কিছু দিন ছিল এই সারমেয়। এ দেশে অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অনেকেই ছিলেন তার অনুরাগী। তাকে ভালবেসে অনেকেই যেতেন সন্টুর আস্তানায়। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁরা শোক চেপে রাখতে পারেননি। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্টুর পেজে ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষ শোকবার্তা দিয়েছেন।

সন্টু। ছবি: সমাজমাধ্যম সূত্রে পাওয়া

আজ

বিবিধ

কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি: ১১-৬টা। বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রদর্শনী। **চিত্রলেখা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট:** ২-৮টা। সনৎ করের কাজ। **গীতা আর্ট গ্যালারি (পি-১৭৭, সিআইটি রোড, স্কিম ৭এম):** ৩—৭-৩০। 'সিম্ফনি অব নেচার'। বাদল পালের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **গ্যাঞ্জেস আর্ট গ্যালারি:** ১১-৭টা। 'ইনস্ক্রাইবড ইমেজিং'। অনির্বাণ ঘোষের কাজ। **চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি (৫৫, গড়িয়াহাট রোড, প্রেসিডেন্সি কোর্ট):** ২-৬টা। নিখিল বিশ্বাসের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা:** ১২-৮টা। সুব্রতকুমার দাসের তোলা ছবির প্রদর্শনী। আয়োজনে ফোটোগ্রাফি চর্চা। **বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার:** ৬টা। 'জার্নি অব শুভাপ্রসন্ন'। আয়োজনে আই উইদিন আর্ট। **রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: সংস্কৃত বিভাগ।** ২টো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শততম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্পসৃষ্টি' প্রসঙ্গে বলবেন পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়। **রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (এন্টালি):** ৫-৩০। 'প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে অনিন্দিতা দত্ত।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এক নজরে

সংক্রমণ ঠেকাতে বিসিজি প্রতিষেধক

ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের যক্ষ্মা ও ফুসফুসের সংক্রমণ রুখতে তাঁদের বিনামূল্যে বিসিজি প্রতিষেধকও দেবে হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও হাওড়া পুরসভা। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ব্লক স্তরে প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হয়েছে। এ বার হাওড়া শহরেও শুরু হচ্ছে সেই কাজ। পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী সোমবার জানান, পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে দৈনিক চার হাজারেরও বেশি মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়া হবে। সোম থেকে শুক্র যে সময়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি খোলা থাকে, তখন গেলে প্রতিষেধক মিলবে। যাঁদের ডায়ালিসিস চলছে বা সম্প্রতি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা ছাড়া সব প্রাপ্তবয়স্ক এই প্রতিষেধক পাবেন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত বলেন, ''বিভিন্ন ব্লকে প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হয়েছে। পরে জেলা জুড়ে প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচি হবে।''

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আকাশ আচার্য (২৬)। রবিবার, বনগাঁ-বাগদা সড়কের আরামডাঙায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আকাশ বাইক চালিয়ে হেলেঞ্চার দিকে যাচ্ছিলেন। সাইকেলে একই দিকে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। আকাশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। দেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বই উৎসব

এ বার বই উৎসব আন্দামানে। আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র। গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পোর্ট ব্লেয়ারের অতুল স্মৃতি সমিতির আমন্ত্রণে এই বই উৎসব শুরু হচ্ছে ১৯ মার্চ। চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। উৎসবের সময় প্রতিদিন দুপুর ৩টে থেকে রাত ৯টা। অংশ নিচ্ছে ভারতীয় তথা কলকাতার বিভিন্ন নামী প্রকাশনা সংস্থা। থাকছে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি বইয়ের সম্ভার।''

বোমা-সহ ধৃত

একটি তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সামগ্রী-সহ এক জনকে ধরল পুলিশ। রবিবার, কুলতলির গাজির চক থেকে। ধৃতের নাম আলতাফ মণ্ডল। পুলিশ জানায়, বাড়িতে বসে আলতাফ বোমা তৈরি করছে বলে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ধরা হয় তাকে।

সূচনা: সমুদ্র নিয়ে জনমানসে সচেতনতা বাড়াতে ভারতীয় নৌবাহিনীর উদ্যোগে শুরু হল 'ইন্ডিয়ান নেভি ইস্ট কোস্ট কার র‍্যালি'। সোমবার হেস্টিংসের ল্যাস্কার মেমোরিয়াল থেকে শুরু হল গাড়ির মিছিল। তা যাবে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। পূর্ব উপকূলের পাঁচটি রাজ্যের একাধিক শহর ছুঁয়ে মিছিল শেষ হবে আগামী ২১ মার্চ। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

পানিহাটির মাঠ বিক্রির জল্পনায় শুরু বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

মাঠের একাংশের জঙ্গল সাফাইয়ের সময়ে সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে মানুষের মাথার খুলি। সেই রহস্যভেদ এখনও হয়নি। এর মধ্যেই 'পানিহাটির ফুসফুস' বলে পরিচিত অমরাবতী মাঠ বিক্রির জল্পনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর নেপথ্যে শাসকদলের মদত আছে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠছে। প্রায় ৮৫ বিঘার মাঠটি রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃপক্ষ।

পানিহাটি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ওই মাঠের মালিক 'সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অব চিল্ড্রেন ইন ইন্ডিয়া' (এসপিসিআই)। মাঠের একাংশে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত 'এসপিসিআই' পরিচালিত একটি ছেলেদের হোম ছিল। সেটি বন্ধ হওয়ার পরে মাঠটি কার্যত পরিত্যক্ত। মাঠের একাংশে পুরসভার অস্থায়ী ভাগাড়, কিছু অংশে ঝোপজঙ্গল। রাস্তা সংলগ্ন মাঠের জমিতে কিছু দোকান রয়েছে। স্থানীয়েরা জানান, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শীর্ষস্তরের নেতারা সেখানে সভা করেছেন।

আবাসন প্রকল্পের জন্য ওই মাঠ বিক্রির জল্পনা ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিবাদে নেমেছে বিরোধী দলগুলি। এপিডিআর-এর পানিহাটি শাখার সম্পাদক শুভঙ্কর চক্রবর্তী (তুফান) বলেন, "দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে পানিহাটিবাসীর ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চর্চার প্রাণকেন্দ্র এই মাঠ। সরকারি নথি অনুযায়ী সেখানে অনেকটা অংশ জলাশয় ও জলাভূমিও রয়েছে। সম্প্রতি বিক্রির জল্পনার সত্যতা জানতে ও তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছি।" দীর্ঘ দিন পরিত্যক্ত মাঠটি ১৯৮৪ সালে জনস্বার্থে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন বাম পরিচালিত পুরসভা। স্পোর্টস কমপ্লেক্স-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলা হলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। তবে পুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় এসপিসিআই।

২০০১ সালে বিচারপতি দিলীপকুমার শেঠ মাঠটিকে খাস জমিতে পরিণত করার বিজ্ঞপ্তি খারিজ করেন। অলাভজনক, জলকল্যাণমূলক সংস্থা এসপিসিআই ওই মাঠকে বাণিজ্যিক বা লাভজনক কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। করা হলে সরকার পুনরায় ওই সংস্থাকে নোটিস পাঠাতে পারবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সেটি বিক্রির প্রসঙ্গে পুরপ্রধান মলয় রায় বলেন, "মালিকপক্ষ উন্নয়ন করতে চেয়েছেন। আমরা তাতে শর্ত দিয়েছি।" এসপিসিআই-এর সম্পাদক শৌভিক চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, স্থানীয় স্বার্থে হাসপাতাল, নার্সিং কলেজ, শিশুদের খেলার জায়গা, পার্ক, সাঁতার কেন্দ্র, মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কেন্দ্র, কর্মরতা মহিলাদের হস্টেল, বৃদ্ধাশ্রম, দোকানগুলির স্থায়ী ব্যবস্থা, কমিউনিটি হল, পুনরায় ছেলেদের হোম তৈরি করে পুরসভাকে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, "জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করতে অর্থের প্রয়োজন। তাই কিছুটা অংশ আবাসন প্রকল্পকে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে।" পুরপ্রধান ও বিধায়ক নির্মল ঘোষকে চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে জানিয়েছে এসপিসিআই। কিন্তু জমি বিক্রি কি বাণিজ্যিক কাজ নয়? শৌভিকের দাবি, "আদালত ও সরকারের অনুমতিক্রমেই করা হবে।" কিন্তু স্থানীয়দের প্রশ্ন, বাম আমলের মাঠ বিক্রির 'চক্রান্ত' ফের কী ভাবে মাথা চাড়া দিল।

মহিলার মাথায় হাতুড়ির 'আঘাত'

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসপাতাল চত্বরে আক্রান্ত হলেন এক মহিলা। তাঁর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। সোমবার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক নম্বর গেটের কাছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বৌবাজার থানার পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহের জেরেই এই ঘটনা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, আক্রান্ত মহিলা ও তাঁর স্বামী খড়দহের বাসিন্দা। স্বামী পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভ। মহিলার অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক মহিলার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক চলছে। তাঁদের হাতেনাতে ধরতেই এ দিন তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন। সেখানে মহিলার সঙ্গে স্বামীকে দেখতে পেলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, তখনই অভিযুক্ত মহিলা হাতুড়ি নিয়ে অভিযোগকারিণীর মাথায় আঘাত করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আঘাতে জখম মহিলার রক্তপাত হতে থাকে। ঘটনাস্থলে আসেন হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরাও। দ্রুত আহত মহিলাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দ প্লাস

কলকাতা মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫

সেরা অভিনেতা অ্যাড্রিয়েন ব্রডি

অস্কারের ছটায়

২০২৫-এর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে সেরার পুরস্কার উঠল কাদের হাতে?

পুরস্কার হাতে জোয়ি সালডানহা

'অ্যানোরা'র পরিচালক শন বেকার

বাফটা, গোল্ডেন গ্লোবসের পরে অস্কার্সের মঞ্চে এ বার কারা বাজিমাত করবে, তা নিয়ে জল্পনা, অনুমানের অবধি ছিল না। তবে ২০২৫ সালের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চ এ বার কার্যতই দখল করে নিল 'অ্যানোরা'। শন বেকার পরিচালিত এই রোম্যান্টিক কমেডি ছ'টি মনোনয়নের মধ্যে পাঁচটি বিভাগেই পুরস্কার জিতে নিয়েছে। সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেত্রী (মাইকি ম্যাডিসন), সম্পাদনা ও অরিজিন্যাল স্ক্রিনপ্লে বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে এই ছবি। সেরা অভিনেত্রী হিসেবে অনেকে ডেমি মুরের সম্ভাবনা দেখেছিলেন এ বার। কিন্তু পুরস্কার শেষ পর্যন্ত এসেছে মাইকির হাতে, অ্যানোরার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। যাঁরা 'অ্যানোরা' প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পারেননি, তাঁদের জন্য সুখবর, ওটিটি-তেও দেখা যাবে ছবিটি।

সমালোচক-দর্শকের প্রত্যাশামাফিক এ বারের অস্কার্সে ভাল ফল করেছে 'দ্য ব্রুটালিস্ট'ও। 'দ্য পিয়ানিস্ট'-এর পরে দ্বিতীয় বার সেরা অভিনেতার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেলেন অ্যাড্রিয়েন ব্রডি। রেড কার্পেটে অভিনেত্রী হ্যালি বেরির সঙ্গে তাঁদের ২০০৩ সালের 'কুখ্যাত' চুম্বনের ঘটনাটি মজা করে রিক্রিয়েট করলেন অ্যাড্রিয়েন! আগের বার পুরস্কার নিতে উঠে আচমকাই হ্যালিকে চুমু খেয়েছিলেন অভিনেতা, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। 'দ্য ব্রুটালিস্ট'-এর জন্যই সেরা অরিজিন্যাল স্কোরের পুরস্কার উঠেছে তরুণ ব্রিটিশ কম্পোজ়ার তথা ভিসুয়াল আর্টিস্ট ড্যানিয়েল ব্লামবার্গের হাতে।

'উইকেড' এবং 'ডিউন: পার্ট টু' ছবি দু'টি পুরস্কার জিতেছে দু'টি করে। তবে ১৩টি মনোনয়ন পেলেও মাত্র দু'টি অস্কার জিতেছে 'এমিলিয়া পেরেজ়'। সেরা সহ-অভিনেত্রী এবং বেস্ট অরিজিন্যাল সং— এই দু'টি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে ছবিটি। জোয়ি সালডানহা সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কারটি পেয়েছেন। এই প্রথম কোনও ডমিনিক্যান বংশোদ্ভূত অভিনেত্রী অস্কার জিতলেন। নিজের অস্কার স্পিচে জোয়ি জানান, 'এমিলিয়া পেরেজ়' যদি কোনও ভাবে মেক্সিকান নাগরিকদের ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে থাকে, তার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী তিনি। সমাজমাধ্যমে এ ছবির মুখ্য অভিনেত্রী কার্লা সোফিয়া গ্যাসকনের করা কিছু মন্তব্যের জেরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সম্প্রতি। ইসলামোফোবিয়া-সহ আরও কিছু সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন সোফিয়া, যার প্রভাব দেখা গিয়েছে গোল্ডেন গ্লোবস, অস্কার্সের মঞ্চে।

প্রত্যাশা মতোই এ বারের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চ ভোলেনি লস অ্যাঞ্জেলেসের বিধ্বংসী দাবানল-কাণ্ডকে। ফায়ারফাইটারদের মঞ্চে ডেকে নেন সঞ্চালক কোনান ও'ব্রায়েন। উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সম্মান জানান তাঁদের। কুইন্সি জোনস, জিন হ্যাকম্যান থেকে জেমস বন্ড— ট্রিবিউটের মুহূর্তগুলিতে নস্ট্যালজিয়ায় ভাসল অ্যাকাডেমির মঞ্চ। ভারতীয় দর্শকের প্রতি সঞ্চালক কোনানের 'নমস্কার' সম্ভাষণ মন জয় করেছে এ দেশের দর্শকের। টিমোথি শ্যালামে-কাইলি জেনারের পিডিএ থেকে হ্যালি-ব্রডির চুম্বন— নজর কেড়ে নেওয়ার মতো একাধিক মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল এ বারের অস্কার্সে। তেমনই ইচ্ছাকৃত ভাবেই এ বারের অনুষ্ঠান 'রাজনীতিমুক্ত' রাখার চেষ্টা নজরে পড়েছে। তবে সাম্প্রতিক ট্রাম্প-জ়েলিনস্কি বাগ্‌বিতণ্ডা নিয়ে মজা করতে ছাড়েননি সঞ্চালক। সব মিলিয়ে ২০২৫-এর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস স্মরণীয় হয়ে রইল নানা কারণে।

সেরা অভিনেত্রী মাইকি ম্যাডিসন

ফ্যাশন সরণিতে

অস্কার্সের রেড কার্পেটে নজর কাড়লেন যাঁরা

ডেমি

মেটালিক সিকুইনড ড্রেস, শিয়ার ফ্যাব্রিক, বো, মারমেড কাট... অস্কার্সের রেড কার্পেটে ফ্যাশনের এমনই নানা দিক নজর কাড়ল এ বার। রঙের মধ্যে অফহোয়াইট আর বেজের দাপট ছিল বেশি। তবে এ বারের রেড কার্পেটে ছকভাঙা কোনও ট্রেন্ড দেখা যায়নি।

'দ্য সাবস্ট্যান্স' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন ডেমি মুর। পুরস্কার না পেলেও ফ্যাশন দুনিয়া বাহবা দিয়েছে তাঁকে। আরমানির রুপোলি সিকুইনড ড্রেসে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল ষাটোর্ধ্ব অভিনেত্রীকে। ডেমির মতো খানিকটা একই কাটের পোশাক পরেছিলেন গায়িকা-অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ়। র‍্যালফ লরেনের অফশোল্ডার পোশাক, ছোট চুল, ডায়মন্ড নেকপিসে তিনি যেন সত্যিই রাজকন্যে। রেট্রো রেড গাউনে ফ্যাশন সরণিতে তাক লাগালেন ব্রিটিশ গায়িকা রে। পোশাকের কাটে নতুনত্ব না থাকলেও ভিভিয়ান ওয়েস্টউডের চিরকালীন ক্লাসি স্টাইলই রেড কার্পেটে বাড়তি নম্বর দিচ্ছে গায়িকাকে।

রে

সেলেনা

টিমোথি

খানিকটা অড্রি হেপবার্ন স্টাইলে সেজেছিলেন অভিনেত্রী এলি ফ্যানিং। তাঁর সাদা গাউনের কালো বো নজর কাড়ছিল। অনেকের সাজেই বো স্টাইল প্রাধান্য পেয়েছে। সেরা অভিনেত্রীর বিজয়ী মাইকি ম্যাডিসন, লুপিটা ইয়ঙ্গো, ফেলিসিটি জোন্স, রাফে ক্যাসিডি-সহ অনেকের পোশাকেই নানা শেপের বো নজরে পড়েছে।

পুরুষদের মধ্যে ফ্যাশন দুনিয়া সাজের জন্য নম্বর দিচ্ছে টিমোথি শ্যালামে, অ্যান্ড্রু গারফিল্ডকে। হলুদ টাক্সিডো বেছেছিলেন টিমোথি। অ্যান্ড্রু পরেছিলেন মোকা মুস রঙের সুট।

এ বার তারকারা মূলত একটু সাবধানীই ছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে। ভ্যানিটি ফেয়ার পার্টিতে অনেকে সাহসিনী সাজে ধরা দিলেও, ফ্যাশন বিশেষজ্ঞেরা সেই 'নুড নরমাল'কে স্রেফ নাকচ করে দিচ্ছেন। জুলিয়া ফক্স, কাইলি জেনার, হ্যালি বেরি, এলিজ়াবেথ হার্লে-সহ অনেকেই শিয়ার ফ্যাব্রিকের স্বচ্ছ পোশাক বেছেছিলেন পার্টির সাজে। ফ্যাশন দুনিয়া নাকচ করে দিয়েছে গায়িকা আরিয়ানা গ্রান্দের পোশাকও। তবে অনেকেই গায়িকার শীর্ণ চেহারা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এলি

যা রটে

জান-এ-দুশমন

তাঁরা পুরনো প্রেমী। তবে সে প্রেম ছিল একতরফা। মান-অভিমান সরিয়ে রেখে বহু যুগ পরে এক ছবিতে কাজ করতে যেখানে স্বয়ং ইন্ডাস্ট্রিও রাজি হয়ে যান, সেখানে গোঁসাঘরে খিল দিয়েছেন এক কমার্শিয়াল ছবির হিরো। তাঁর আগামী ছবিতে পুরনো 'ব্যথা' থাকার সম্ভাবনা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, সে চেষ্টায় কোনও কসুর করেননি তিনি। কিন্তু ও দিকে নির্মাতারাও তেমন! নায়ক শর্ত দিয়েছিলেন, যদি সেই নায়িকা এই ছবিতে থাকেন, তা হলে ছবিটি নায়ক ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বাগাড়ম্বর করে বাগড়া দেওয়া কি অতই সহজ?

অনেক দিন পরে একটা নিশ্চিত 'হিট'-এর লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন এই হিরো। সে সুযোগ যে তিনি হেলায় হারাবেন না, তা ভালই বুঝেছেন পরিচালকরা। তাই নরমে-গরমে তাঁরা নায়ককে ঠান্ডা করেছেন এক দিকে।

অন্য দিকে ছবিতে যে গ্ল্যামারও দরকার। সে দিকটাও নির্মাতারা পাকা করে ফেলেছেন চুপিচুপি। ছবিতে যখন 'চমক'-এর ব্যবস্থা করেন এঁরা, কাকপক্ষীতেও টের পায় না। আগের 'ব্লকবাস্টার'-এর ক্লাইম্যাক্সের চমকটি যেমন সে দৃশ্যের গায়ক-অভিনেতাকে অন্ধকারে রেখেই পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন তাঁরা। এ বারও তাঁরা লড়ে যাচ্ছেন, যাতে ভুল-বোঝাবুঝির জেরে ছবির সেটে নতুন শত্রুতার বীজ বপন না হয়!

বয়স বাড়ছে, ভুল হচ্ছে

বয়স বাড়ছে, ফলে কাজ করতে নানা অসুবিধে হচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের। কী কী অসুবিধে হচ্ছে, সম্প্রতি নিজের ব্লগে তুলে ধরেছেন তিনি। সংলাপ মনে থাকছে না তাঁর। অমিতাভ লিখেছেন, "তবে শুধু সংলাপ মনে রাখতে সমস্যা হচ্ছে, তা নয়। বয়সজনিত অজস্র সমস্যা হচ্ছে। পরিচালক যা চাইছেন তা দিতে পারছি না। বাড়ি ফিরে মনে হচ্ছে কত ভুল করে এসেছি... মাঝরাতে পরিচালককে ফোন করে ভুল শোধরানোর সুযোগ চাইছি।"

অমিতাভ

ভক্তদের সঙ্গে আলিয়া

সম্প্রতি অনুরাগীদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আলিয়া ভট্ট। রবিবার মুম্বইয়ের এক রেস্তরাঁয় ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন আলিয়া, যেখানে হাজির ছিলেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাছাই করা অভিনেত্রীর ৬০ জন অনুরাগী। নিজের পরের ছবি 'আলফা' নিয়ে সেখানে খানিক আভাস দেন আলিয়া। এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে জানান, কোনও এক পর্দার চরিত্র হয়ে বাস্তবে একদিন বাঁচার সুযোগ পেলে 'আলফা'র চরিত্রটিই বাছবেন তিনি। এর আগে 'ডিয়ার জ়িন্দেগি' ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন আলিয়া। এ দিন অভিনেতার সঙ্গে আরও একটি ছবি করার ইচ্ছে রয়েছে বলে জানান তিনি।

ভক্তদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজনও ছিল। নিজের হাতে পছন্দ মতো সুগন্ধি বানানোর ব্যবস্থাও ছিল সেখানে। পাশাপাশি উপহারে ভরা এক বিশেষ ব্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন আলিয়া, যার মধ্যে ছিল ঘড়ি, জলের বোতল, চকলেট, প্রসাধনী দ্রব্য, সুগন্ধি, টোট ব্যাগ। ঘুরতে যাওয়ার একটি গিফট কুপনও দিয়েছেন আলিয়া। অনুষ্ঠানের শেষে ভক্তদের সঙ্গে তোলা ছবি অভিনেত্রী এ দিন পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে।

আলিয়া

সেফের বিপরীতে রকুল?

রকুল

সেফ আলি খানের বিপরীতে দেখা যেতে পারে রকুলপ্রীত সিংহকে। প্রযোজক রমেশ তৌরানির সঙ্গে 'রেস' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির আগামী ছবির জন্য কথাবার্তা আগেই চূড়ান্ত করেছেন সেফ। তবে অভিনেতার বিপরীতে কে থাকবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। শোনা যাচ্ছে, 'রেস ফোর'-এর জন্য ইতিমধ্যেই রকুলকে প্রস্তাব দিয়েছেন প্রযোজক। চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে অভিনেত্রীর। অন্য দিকে শোনা যাচ্ছে, এ ছবিতে নাকি থাকতে পারেন সিদ্ধার্থ মলহোত্রও। এ বছরের মাঝামাঝি ছবির শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আজ | চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া। **দুপুর ২.৩০**। স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

লড়াকু দ্রাবিড়

পায়ে চোট নিয়েও কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার লিগ ম্যাচে খেললেন দ্রাবিড়। ছেলে অন্বয়ের সঙ্গে ৪৩ রানের জুটি গড়েন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
খেলা
কলকাতা মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫

এক নজরে

সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার বিরাটকে

নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত ফিল্ডিং করার জন্য সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পেয়েছেন বিরাট কোহলি। শুধু সি ভি বরুণের পাঁচ উইকেটই নয়, দলের ফিল্ডিংও চর্চায় উঠে এসেছে। ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ দলের ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করেন। সেরা ফিল্ডারের পদক বিরাটের গলায় পরিয়ে দেন দলের সহকারী ট্রেনার। তার আগে অবশ্য পদক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যা নিয়ে সকলে অবাকও হন। হাসিঠাট্টার মধ্যেই অক্ষর পটেল সেই পদক তুলে দেন সহকারী ট্রেনারের হাতে। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলতে নামবেন বিরাটরা।

কার্লসেনের জিন্স

পোশাক বিধি অমান্য করে যে জিন্স পরার জন্য ম্যাগনাস কার্লসেন বিশ্ব র‍্যাপিড দাবা থেকে বহিষ্কৃত হন তা নিলামে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। এই প্যান্টের প্রাথমিক মূল্য ছিল ৭ লক্ষ টাকা। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বের এক নম্বর কিংবদন্তি এই অর্থ দান করে দেবেন আমেরিকার এক সমাজসেবী সংস্থাকে। র‍্যাপিডের সেই আসরে বিতর্কের পরে কার্লসেন অবশ্য ভুল স্বীকার করে পরবর্তীতে নিয়ম মেনে পোশাক পরবেন জানিয়েছিলেন। তা হলেও তাঁকে বহিষ্কারই করা হয়েছিল।

ক্ষোভ ক্লাসেনের

বিরক্ত হেনরিখ ক্লাসেন। বিরক্তি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল খেলতে দুবাই থেকে পাকিস্তানে ফিরতে হয়েছে বলে। তাঁর দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চারে লড়াই বুধবার নিউ জ়িল্যান্ডের সঙ্গে। ক্লাসেন বলেছেন, ‘‘এই ধকল সহ্য করা কঠিন। একই সমস্যা নিউ জ়িল্যান্ডেরও। এতটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আবার পাকিস্তানে ফিরতে হওয়া খুবই চাপের। অবশ্য আধুনিক ক্রিকেট এমনই। সবই মেনে নিতে হয়।’’

জয়ী নর্থইস্ট

আইএসএলে ফের হারল চেন্নাইয়িন এফসি। এ বার ঘরের মাঠে। সোমবার তাদের ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। গোল করলেন নেস্টর আলবিয়াখ (৭ মিনিট), জিথিন এম এস (২৬ মিনিট) ও অ্যালাডিন আজারাইয়ে (৩৮ মিনিট)। পয়েন্ট টেবলে নর্থইস্ট এখন পঞ্চম স্থানে। চেন্নাইয়িন ১১ নম্বরে।

বিদায় ব্রুনোদের

এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোল করে ফুলহ্যামকে এগিয়ে দেন কেলভিন বাসে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনো ফের্নান্দেসের গোলে সমতা ফেরায় ইউনাইটেড। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও ফয়সালা না হওয়ায় টাইব্রেকার হয়। সেখানেই হারে রুবেন আমোরিমের দল।

একান্ত সাক্ষাৎকারে **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়:** সাদা বলে দুর্ধর্ষ দল, বল ঘুরছে, ভারতই এগিয়ে

ট্র্যাভিস হেডের জন্য বরুণকে রাখো, রোহিত

সুমিত ঘোষ

আবার সামনে অস্ট্রেলিয়া। আবারও ট্র্যাভিস হেড। যিনি ১৯ নভেম্বর আমদাবাদের কালরাত্রি উপহার দিয়েছিলেন। সারা ভারত প্রহর গুনছে কী ভাবে তাঁর উইকেট নেওয়া যায়। কী ভাবে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের শোধ তোলা যায়? তিনি **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**— কী বলছেন? স্টিভ ওয়ের দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যিনি চোখে-চোখ রেখে টক্কর দিয়েছিলেন, হারিয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গোড়ার দিকে অধিনায়ক হিসেবে এক বার যুগ্মজয়ী হয়েছেন, আর এক বার দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। মঙ্গলবারের সেমিফাইনালে রোহিতদের জন্য তাঁর ফর্মুলা কী? **আনন্দবাজার**কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন প্রাক্তন অধিনায়ক।

প্র: সেমিফাইনাল নিয়ে আপনার পূর্বাভাস কী? ভারত না অস্ট্রেলিয়া?

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়: ভারতকে এগিয়ে রাখছি। দু'টো কারণে। এক) সাদা বলে ভারত দুর্ধর্ষ দল। দুই) দুবাইয়ের পিচে বল ঘুরছে।

প্র: বল ঘুরছে বলে একেবারে চার স্পিনার! এটা কি ঠিক হচ্ছে?

সৌরভ: ভাল করে দেখলে টিমের মধ্যে দু'জন কিন্তু প্রকৃত অলরাউন্ডার। রবীন্দ্র জাডেজা এবং অক্ষর পটেল। ভারতীয় ওয়ান ডে দলে অক্ষর পটেল পাঁচ নম্বরে ব্যাট করছে। এবং ব্যাট করছে শুধু নয়, দারুণ খেলছে। তার পরেও হাতে জাডেজা থাকছে। কতটা শক্তিশালী দল ভাবতে পারছেন!

প্র: সারা ভারতের একটাই জিজ্ঞাসা। ট্র্যাভিস হেডকে কী ভাবে আউট করবেন? আপনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এত সফল এক জন অধিনায়ক। কাল যদি আপনি ভারতকে নেতৃত্ব দিতেন তা হলে ট্র্যাভিস হেডকে আউট করার কী ফর্মুলা থাকত?

সৌরভ: আমার মনে হয়, বরুণ চক্রবর্তীকে ব্যবহার করা যেতে পারে ট্র্যাভিস হেডের জন্য। হেড কিন্তু বরুণকে খুব একটা খেলেনি। বরুণ নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়েছে। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আমি হলে হেডের জন্য বরুণকেই রাখতাম।

প্র: আপনি বলছেন বরুণের হাতে নতুন বল তুলে দিতে? ট্র্যাভিস হেড তো অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করবেন।

সৌরভ: হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়? দেখি না ট্র্যাভিস হেড কেমন খেলে বরুণকে! ভারতকে সামনে পেলেই হেড দারুণ খেলে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়েছে। আমদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে আমাদের সকলের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়ে গিয়েছে। হেডকে তো থামাতেই হবে। তার জন্য নতুন কিছু ভাবা যেতেই পারে।

প্র: আপনি ভারতকে এগিয়ে রাখছেন দু'টো কারণে। অস্ট্রেলিয়া জিততে পারে কী ঘটলে?

সৌরভ: যদি ট্র্যাভিস হেড আর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল দাঁড়িয়ে যায়। ওদের এই দু'জন বিপজ্জনক। এদের দ্রুত ফেরাতেই হবে।

প্র: এই তর্কটাও রয়েছে, অক্ষর পটেলকে পাঁচ নম্বরে পাঠানো ঠিক হচ্ছে কি না। কে এল রাহুল তো ছ'নম্বরের ব্যাটসম্যানই নন।

সৌরভ: আমার মনে হয় ঠিকই আছে। দলের ভারসাম্যটা আরও ভাল হয়ে যাচ্ছে অক্ষরকে পাঁচ নম্বরে পাঠানোয়। আমি জানি রাহুল উপরের দিকের ব্যাটসম্যান। ওপেন বা তিন নম্বরই ওর আদর্শ জায়গা। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে দলের স্বার্থে একটু আধটু পরিবর্তন তো করতেই হয়। রাহুল খুব ভাল ব্যাটসম্যান। তাই এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই পারে।

প্র: ঋষভ পন্থ? ছ'নম্বরে পন্থ অনেক বেশি বিস্ফোরক হতে পারতেন না?

সৌরভ: আমার মনে হচ্ছে, ভারত সাদা বলে এত শক্তিশালী যে অনায়াসে দু'টো দল নামিয়ে দিতে পারে। এবং দু'টো দলই দারুণ খেলবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। পন্থের মতো ক্রিকেটার বাইরে বসে আছে মানে রিজ়ার্ভ বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী ভাবতে পারছেন?

প্র: বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া সফরের পরে। কী মনে হচ্ছে, বিরাট-রোহিত কি তাঁদের পুরনো ছন্দে ফিরেছেন?

সৌরভ: সাদা বলে যে পুরনো মেজাজেই রয়েছে, তা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। দু'জনই এখনও সাদা বলে ম্যাচউইনার। লাল বলে ওরা কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেটা দেখতে হবে। তা নিয়ে এখনই কিছু বলতে পারব না।

প্র: সেমিফাইনালের মতো স্নায়ুর ম্যাচ। বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, যারা বিশ্বকাপ ফাইনালে হারিয়েছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে?

সৌরভ: বিরাট-রোহিত বড় মঞ্চের ক্রিকেটার। বড় মাপের ক্রিকেটার। ওদের যোগ্যতা-দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠার অবকাশ নেই। দু'জনেরই ক্ষমতা আছে এই রকম হাই-প্রেশার ম্যাচ বার করে দেওয়ার। তবে আমি আরও একটা কথা বলি, ভারতের ব্যাটিংয়ে তরুণ প্রজন্মও দারুণ খেলছে। শুভমন গিল দুরন্ত ছন্দে আছে। শ্রেয়স আয়ারকে এক বছর আগেও যে রকম দেখেছি, তার চেয়ে অনেক উন্নতি করে ফেলেছে। সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়া এক ব্যাটসম্যান। ভারতের ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী দেখাচ্ছে ওদের জন্য।

প্র: শ্রেয়স আয়ারকে পাল্টে যাওয়া ব্যাটসম্যান কেন মনে হচ্ছে? এখন উনি কী করতে পারছেন যা আগে পারছিলেন না।

সৌরভ: শর্ট বল অনেক ভাল খেলছে। আগে এটাই ওর দুর্বলতা ছিল। যে কারণে সব দল ওকে শর্ট বলে আক্রমণ করত। এখন কিন্তু ও বুঝিয়ে দিচ্ছে শর্ট বল-টল করে লাভ হবে না। আমি তৈরি হয়ে এসেছি, ঠিক খেলে দেব।

প্র: অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলিং বিভাগটাই অনুপস্থিত। প্যাট কামিন্স নেই, মিচেল স্টার্ক নেই, জশ হেজ়লউড নেই। এটাও কি ভারতের পক্ষে একটা বড় সুবিধা?

সৌরভ: অবশ্যই। সে সব মাথায় রেখেই তো ভারতকে এগিয়ে রাখছি। বিশ্বকাপ ফাইনালে এরা তিন জনই তো ভারতের ব্যাটিংকে ভেঙে দিয়েছিল। তার পরে ট্র্যাভিস হেড এসে মেরে রানটা তুলে দিল। তিন জন প্রধান বোলারের কেউই নেই। সুবিধা তো বটেই।

প্র: ভারতের কি একই প্রথম একাদশ খেলানো উচিত? চার স্পিনার?

সৌরভ: আমার মনে হয় একই টিম খেলাবে। যদি না রাতারাতি পিচের কোনও পরিবর্তন হয়। বল ঘুরলে চার স্পিনারই ঠিক আছে।

প্র: টস জিতলে কী করা উচিত?

সৌরভ: চোখ বুজে ব্যাটিং।

প্র: ভারত প্রথমে ব্যাট করলে কত রান নিরাপদ বলে মনে হয়?

সৌরভ: দুবাইয়ের পিচ যে রকম স্পিনারদের সাহায্য করছে, তাই যদি থাকে তা হলে ২৪৫-২৫০ করলেই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তোলা কঠিন হবে।

■ **নজরে:** ভারতের দুই ভরসা রোহিত-বিরাট। (নীচে) প্রধান চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারেন হেড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আবির্ভাবেই পাঁচ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছেন বরুণ। হতে পারেন তুরুপের তাস। *আইসিসি, ফাইল চিত্র*

> “আমার মনে হয়, বরুণ চক্রবর্তীকে ব্যবহার করা যেতে পারে ট্র্যাভিস হেডের জন্য। হেড কিন্তু বরুণকে খুব একটা খেলেনি। বরুণ নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়েছে। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আমি হলে হেডের জন্য বরুণকেই রাখতাম।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

দুই শিবিরের প্রস্তুতি

চাপ তো থাকবে অস্ট্রেলিয়ার উপরেও, বলছেন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে খেলতে নামার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনে নিশ্চয়ই বছর দেড়েক আগের ছবিটা জ্বলজ্বল করবে। যখন ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালে হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। তার আগে আইসিসি টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও এই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার মানতে হয়েছিল। দু'বারেই ট্র্যাভিস হেডের বিধ্বংসী ইনিংসে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের।

আবারও এক আইসিসি প্রতিযোগিতার নক আউট ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দু'দল। ভারতের সামনে আবার কাঁটা হয়ে উঠতে পারেন সেই হেড। যদিও চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত সে ভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। কিন্তু ভারতের সামনে পড়লেই যেন বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন তিনি।

সোমবার দুবাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এসে হেড নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে সতর্ক ছিলেন রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেন, “অস্ট্রেলিয়া সব সময়ই কঠিন প্রতিপক্ষ। অবশ্যই একটা খুব ভাল লড়াই হবে সেমিফাইনালে।’’ রোহিত জানিয়েছেন, চাপ থাকবে দু'দলের উপরেই। ভারত অধিনায়কের কথায়, “মনে রাখতে হবে, আমরা সেমিফাইনাল খেলতে নামছি। চাপ তো একটা থাকবেই। তবে চাপটা অস্ট্রেলিয়ার উপরেও থাকবে। দু'টো দলের উপরেই চাপ থাকবে ম্যাচটা জেতার।’’ এই পরিস্থিতিতে কী হতে চলেছে ভারতের রণকৌশল? রোহিত বলেছেন, ‘‘প্রতিপক্ষ নিয়ে না ভেবে নিজেদের শক্তি নিয়ে ভাবতে হবে। শেষ তিনটে ম্যাচ আমরা যে ভাবে খেলেছি, সে ভাবেই খেলতে চাই।’’

সেমিফাইনালে ওঠার আগে থেকেই ভারতকে নিয়ে একটা অভিযোগ উঠছিল। সব ক'টা ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার ফলে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন রোহিত শর্মারা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে নামার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে একই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল রোহিতকে। যা উড়িয়ে দিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেন, “এমন নয় যে আমরা জেনে গিয়েছি, দুবাইয়ের পিচ কী রকম আচরণ করবে। আমরা জানি না, সেমিফাইনালে কোন পিচে খেলা হবে। তবে যে পিচেই খেলা হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য থাকবে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া।’’ এর পরেই রোহিত বলেছেন, ‘‘এটা দুবাই। এখানে আমরা বেশি ম্যাচ খেলি না। আমাদের কাছেও এই কেন্দ্রটা নতুন। দুবাই আমাদের ঘরের মাঠ নয়।’’

দুবাইয়ের পিচ নিয়ে রোহিতের মন্তব্য, ‘‘তিনটে ম্যাচ আমরা খেলেছি এখানে। তিনটে ম্যাচের পিচ একই রকম ছিল। কিন্তু এক এক ম্যাচে এক এক রকম আচরণ করেছে পিচ।’’ যোগ করেন, “নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেখলাম, ওদের পেসারদের বল সুইং করেছে। যেটা আগের ম্যাচগুলোয় দেখিনি। পিচ কী রকম আচরণ করবে, তা আগে থেকে বোঝা যায় না। খেলতে নামলে বোঝা যায়।’’

নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুবাইয়ে সি ভি বরুণের সাফল্য চার স্পিনার খেলানোর ছককে প্রায় সিলমোহর দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাকি স্পিনাররাও ছন্দে আছেন। কেন উইলিয়ামসনদের দশ উইকেটের মধ্যে ন'টি তুলে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিনাররা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও চার স্পিনারের পক্ষেই ভোট দিচ্ছেন। কিন্তু চার স্পিনারের ছকে যাওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না খোদ রোহিত শর্মাই!

কেন? সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে আসা রোহিতের উত্তর, “আমাদের ভাবতে হবে চার স্পিনারকে খেলানো যাবে কি না। পিচ এবং পরিবেশ কী রকম থাকে, দেখতে হবে। সব কিছু খতিয়ে দেখেই প্রথম একাদশ বাছতে হবে।” আরও বলেন, “আমাদের ভাবতে হবে সেরা একাদশ কী হবে। সব দেখে সিদ্ধান্ত নেব।’’

বরুণের প্রশংসা করে রোহিত বলেন, “বরুণ ওর ক্ষমতা দেখিয়েছে। এখন আমাদের ভাবতে হবে সঠিক দল কী হতে পারে। বরুণ একটি ম্যাচেই সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছে।” আরও বলেন, “বরুণের মধ্যে আলাদা প্রতিভা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথম ম্যাচেই পাঁচ উইকেট পাওয়া দারুণ ব্যাপার। ওর পারফরম্যান্সে আমাদের দল নিয়ে মাথা ব্যথা বেড়েছে, যা আদতে ভালই। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইন আপ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, বোলিং আক্রমণ কী হতে পারে।” তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বরুণ খেলবেনই।

বিপক্ষ স্পিনাররাই চিন্তার অন্যতম কারণ, স্বীকার করছেন স্মিথ

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে স্টিভ স্মিথ স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রতিপক্ষ স্পিনাররা তাঁদের চিন্তার অন্যতম কারণ। নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় স্পিনাররা ন'উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পাঁচটি উইকেটই নিয়েছিলেন রহস্য স্পিনার সি ভি বরুণ।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক স্মিথ বলেন, “শুধু বরুণ নয়, ভারতীয় দলের বাকি স্পিনাররাও যথেষ্ট ভাল। ম্যাচটার ভাগ্য সম্ভবত নির্ভর করে থাকবে আমরা স্পিনটা কী রকম খেলি, তার উপরে। অবশ্যই শক্ত পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে।” পাকিস্তানের পিচে স্পিনাররা সাহায্য না পেলেও দুবাইয়ের পিচে পাচ্ছেন। স্মিথ বলেছেন, “উইকেটে মনে হচ্ছে বল ঘুরবে। ভারতীয় স্পিনারদের সামলাতে হবে। দেখা যাক, সেটা কী ভাবে করি।”

শেষ দু'টো আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ট্র্যাভিস হেডের দুরন্ত শতরান হারিয়ে দিয়েছিল ভারতকে। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতেও ভারতের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন হেড। তাঁর দলের ওপেনারকে নিয়ে অধিনায়ক স্মিথ বলেন, “এই রকম ম্যাচে অবশ্যই চাপ থাকবে। কিন্তু অতীতে আমরা দেখেছি, কী ভাবে চাপ সামলে খেলেছে ট্র্যাভিস। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওকে খুব ভাল ছন্দে দেখিয়েছে।” ওপেনারের উপরে আস্থা রেখে স্মিথ বলেছেন, “আমি নিশ্চিত, এত দিন যে রকম আগ্রাসনের সঙ্গে ব্যাট করেছে ট্র্যাভিস, কালও সে রকম করবে।”

দুবাইয়ে কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি অস্ট্রেলিয়া। শুধু নেট প্র্যাক্টিস করতে পেরেছে। স্মিথ আশা করছেন, সেটাই যথেষ্ট হবে। বলেছেন, “ভারত এখানে সব ম্যাচ খেলেছে। ফলে পিচটা ওরা জানে। জানি না, এতে ওদের সুবিধে হবে কি না। তবে পিচের পুরো অঞ্চলটাই শুকনো। আশা করব, যে প্র্যাক্টিসটা পেয়েছি, সেটাই যথেষ্ট হবে।”

নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে সি ভি বরুণকে খেলানোটা দারুণ সিদ্ধান্ত ছিল বলে জানাচ্ছেন আর. অশ্বিন।

ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, “দুবাইয়ের পিচ দেখে হর্ষিত রানার পরিবর্তে বরুণকে খেলানো রোহিত-গম্ভীরের সেরা সিদ্ধান্ত।’’ নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে সি ভি বরুণদের দাপট দেখার পরে ভারতীয় দলকে একটাই পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দলে যেন কোনও পরিবর্তন না হয়। অর্থাৎ, চার স্পিনার নিয়েই খেলুক ভারত। তিনি বলেন, “একই দল খেলানো হোক। চার স্পিনারই খেলুক।”

■ **পরীক্ষা:** বরুণদের নিয়ে সতর্ক অধিনায়ক স্মিথ। *রয়টার্স*

নাইটদের নতুন অধিনায়ক রাহানে, সহকারী বেঙ্কটেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: জল্পনা চলছিল ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কেনা বেঙ্কটেশ আয়ার নতুন অধিনায়ক হবেন। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হল। অধিনায়ক হলেন অজিঙ্ক রাহানে এবং সহ-অধিনায়ক বেঙ্কটেশ।

২২ মার্চ ইডেনে আরসিবির বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করবেন রাহানেরা। রাহানে বলেন, “কেকেআর-এর নেতৃত্ব পেয়ে গর্বিত। কারণ, কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি। তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার মিশেলে আমাদের দলে দারুণ ভারসাম্য রয়েছে। আমার প্রধান কাজ খেতাব ধরে রাখা। আশা করি, চতুর্থ বার কাপ তুলতে পারব।”

কেকেআর সিইও বেঙ্কি মাইসোরের কথায়, “নেতা হিসেবে অজিঙ্ককে পেয়ে আমরা খুব খুশি। ওর অভিজ্ঞতা দলে আলাদা মাত্রা যোগ করবে। বেঙ্কটেশ আয়ারের মধ্যেও নেতৃত্বের সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। আশা করি ওরা জুটি বেঁধে খেতাব ধরে রাখবে।” ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে রাহানের। সম্প্রতি মুম্বই রাজ্য দলকে গোটা মরসুমে দু'টি ফর্ম্যাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি জাতীয় দলেও নেতা ছিলেন। গত মরসুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৪৬৯ রান করেছেন ১৬৪.৫৬ স্ট্রাইক রেটে। অর্থাৎ দ্রুত রান করার পাশাপাশি লম্বা ইনিংসও খেলতে পারেন।

জিততে মরিয়া মহমেডান

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ মানেই হারের আতঙ্কে থাকেন সমর্থকেরা। শেষ ম্যাচে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করার পরে আজ, মঙ্গলবার এফসি গোয়ার মুখোমুখি আলেক্সিস গোমেসরা। ২২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শেষ স্থান প্রায় পাকা মহমেডানের। অন্য দিকে এফসি গোয়া রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে (২২ ম্যাচে ৪৫)। প্রথম পর্বের দ্বৈরথে গোয়ার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেছিল মহমেডান। কার্ডের কারণে নেই মিরজালল কাশিমভ। চোট সমস্যায় মহম্মদ ইরশাদ, গৌরব বোরাকেও পাবে না মহমেডান।

মঙ্গলবার আইএসএলে: গোয়া এফসি বনাম মহমেডান। সন্ধে ৭.৩০ থেকে। স্পোর্টস ১৮ নেটওয়ার্কে।

বিধ্বংসী মুনি, বড় জয় গুজরাতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ ফেব্রুয়ারি: ডব্লিউপিএলে বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দিলেন বেথ মুনি। ইউপি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে ৫৯ বলে ৯৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেন গুজরাত জায়ান্টসের তারকা।

অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার ১৭টি চারের সৌজন্যে এই ইনিংস গড়েন। শতরানের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মুনি চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ক্রিজ়ে থেকে বিপক্ষের সামনে বড় রানের লক্ষ্য দিতে। নিজের জন্য ব্যাট করেননি। দলের জন্য খেলেছেন। ইনিংস গড়তে গিয়েই তিনি নিজের শতরানের কথা ভাবেননি।

হরলীন দেওলও রান পেলেন সোমবার। ৩২ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। মুনির সঙ্গে ১০১ রানের জুটি গড়েন ভারতীয় ব্যাটার।

১৮৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১০৫ রানে অলআউট ইউপি। তিনটি করে উইকেট নেন কাশ্বী গৌতম ও তনুজা কনওয়ার। দু'উইকেট ডিয়ান্দ্রা ডটিনের। একটি করে উইকেট নেন মেঘনা সিংহ ও অ্যাশলে গার্ডনার।

ইউপি-কে হারিয়ে ডব্লিউপিএলে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকল গুজরাত। লিগ তালিকার একেবারে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন মুনিরা।

ম্যাচ শেষে মুনি বলেছেন, ‘‘পিচ খুব ভাল ছিল। শুরু থেকেই শট খেলা যাচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল ১৬০ রান তুললেই এই পিচে যথেষ্ট। হরলীনের সঙ্গে বড় জুটি গড়ার পরে বুঝতে পারি, এই পিচ বড় রানের।’’ যোগ করেন, ‘‘আমাদের দলের জন্য এই জয়টা সত্যি খুব জরুরি। লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছি। প্লে-অফের আশা এখনও ছাড়ছি না। এই ছন্দটাই ধরে রাখতে হবে প্রত্যেককে। আশা করি, আমরা পরের ম্যাচেও সফল হব।’’

ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হতাশ ইউপি অধিনায়ক দীপ্তি শর্মা।

■ **সফল:** ৯৬ রানে অপরাজিত থাকেন মুনি। ডব্লিউপিএল

চিন্তায় রাখছেন এমবাপে

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ যোলোয় মঙ্গলবার মাদ্রিদ ডার্বি। প্রথম দিন মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো দে মাদ্রিদ। খেলবে বায়ার্ন মিউনিখ, প্যারিস সঁ জরমঁ, বার্সেলোনা, লিভারপুলের মতো দল। মহম্মদ সালাহদের লিভারপুলের সামনে কিলিয়ান এমবাপের পুরনো ক্লাব পিএসজি। বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ বেনফিকা। হ্যারি কেনের বায়ার্নের সামনে আর এক জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেন।

শেষ যোলোয় খেলা দুই পর্বে। প্রথম পর্বে রিয়াল খেলবে ঘরের মাঠে। যারা এমবাপেকে পেয়েও এ বারের লা লিগার পয়েন্ট টেবলে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় রাত ১-৩০ থেকে) চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যাবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকেরা। রিয়াল ম্যানেজার কার্লো আনচেলোত্তির যাবতীয় উদ্বেগ এমবাপেকে নিয়ে। স্পেনে আসা ইস্তক ফরাসি স্ট্রাইকার আগের মতো গোল করতে পারছেন না। রবিবারই তাদের ১-২ হারিয়ে দিয়েছে রিয়াল বেতিস। যে ম্যাচে চূড়ান্ত ব্যর্থ এমবাপে নষ্ট করেন বেশ কিছু গোলের সহজ সুযোগ। আনচেলোত্তি তাঁকে খেলার ৭৫ মিনিটে তুলে নিতে বাধ্য হন। রিয়াল ম্যানেজার বলেছেন, “কিলিয়ান দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। যে কারণে সে ভাবে অনুশীলন করতে পারছে না।’’

প্রয়াত ঘরোয়া ক্রিকেটের সেবক পদ্মাকর শিভালকর

নিজস্ব প্রতিবেদন

৩ মার্চ: প্রয়াত মুম্বইয়ের কিংবদন্তি বাঁ-হাতি স্পিনার পদ্মাকর শিভালকর। বয়স হয়েছিল ৮৪। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ১২৪টি। উইকেট ৫৮৯। বিস্ময়ের ব্যাপার, কখনও টেস্ট দলে তাঁর ডাক না পাওয়া।

শিভালকরের রঞ্জি অভিষেক ২২ বছর বয়সে। খেলেছেন ৪৮ বছর পর্যন্ত। রঞ্জিতে রয়েছে ৩৬১টি উইকেট। আট বছর আগে তাঁকে ভারতীয় বোর্ড সি কে নাইডু জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করে। শিভালকর দীর্ঘদিন বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন।

দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার হয়েও শিভালকরের কখনও টেস্ট খেলতে না পারা আজও চর্চার বিষয়। মুম্বইকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন তিনি একক দক্ষতায়। বলা হয়, তাঁর বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল নিখুঁত লাইন। যে কারণে কম ব্যাটসম্যানই তাঁর বিরুদ্ধে আগ্রাসন দেখাতে পেরেছেন।

ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, শিভালকরের দুর্ভাগ্য, তিনি ছিলেন একেবারে বিষাণ সিংহ বেদীর সমসাময়িক। সম্ভবত এই একটা কারণেই তাঁর ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা হয়নি। অসম্ভব বিনয়ী এই ক্রিকেটার কখনও এটা নিয়ে সরব হননি। বেদী না শিভালকর, কে ভারতীয় দলের জন্য উপযুক্ত, তা নিয়েও চর্চা চলত সমর্থকদের মধ্যে। তখনকার দিনে সমাজমাধ্যম ছিল না। মাঠে পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানাতেন সমর্থকেরা। শিভালকরের প্রয়াণে এ দেশের ক্রিকেট মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া। সতীর্থেরা ডাকতেন ‘প্যাডি’ নামে। ভাল গানও গাইতেন তিনি।

শিভালকরের প্রয়াণে সুনীল গাওস্করের প্রতিক্রিয়া, ‘‘অধিনায়ক হিসেবে আমার জীবনের বড় একটা আফসোস, নির্বাচকদের প্রভাবিত করে কখনও শিভালকরকে টেস্ট দলে জায়গা করে দিতে না পারা। প্যাডি যা পেয়েছে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি ওর প্রাপ্য ছিল।’’ তিনি আরও বলেছেন, “প্যাডি বিপক্ষের সেরা ব্যাটসম্যানকে আউট করে মুম্বইয়ের জয়ের পথ করে দিত। ওই ছোট রান-আপে, সারা দিন বল করে যেত।’’

শিভালকরের নজির

- ■ ১২৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৫৮৯টি উইকেট নিয়েছেন
- ■ ইনিংসে পাঁচ উইকেট ৪২ বার, ম্যাচে ১০ উইকেট ১৩ বার